সাগর দোলায় ঢেউ

শ্রীনবগোপাল দাস

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেড়টাকা

আশ্বিন,—১৩৪১

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা



সাগর দোলায় ঢেউ

*

*　　*

দূরে ডাঙার অস্তায়মান রেখাটুকু পর্য্যন্ত যখন সমুদ্রের কল্লোলের সাথে মিশে গেল তখন মোহিত ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ষ্টীমারের রেলিংটা ছেড়ে ডেকের ভিতরে তার চেয়ারটির খোঁজে গেল।

সমুদ্রের সাথে পরিচয় তার এই প্রথম—দেশের মাটির কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার প্রয়োজন এর আগে হয়নি। এই যে যাত্রা সুরু হ'লো এর শেষ কবে হবে? .....বারবার মোহিতের মনে শুধু এই কথাটাই জাগ্‌ছিল।

ডেক্ তখন যাত্রীদের ভীড়ে ভরে গেছে। সেকেণ্ড ক্লাশের ডেক—খুব বড়োও নয়। মোহিত কিছুতেই তার ক্যাবিন নম্বরের অনুযায়ী চেয়ারটি খুঁজে পাচ্ছিল না।

তাকে অমন ক'রে তাকাতে দেখে একটি ছেলে ইংরেজীতে বলে উঠ্‌লো, আপনি কি আপনার চেয়ারটি খুঁজছেন?

মোহিত একটু লজ্জায়, একটু কৃতজ্ঞভাবে, বল্লে, হ্যাঁ, আমার নম্বর হচ্ছে ৪৭৬···এদিকে কোথাও হ'বে হয়ত···

ছেলেটি হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে রোদ উপভোগ করছিল। একটুখানি উঠে বসে পিছনকার চেয়ারের উপরের কার্ডটার দিকে তাকিয়ে বল্লে, আমারই অন্যায় হয়ে গেছে— আপনার চেয়ারটি যে আমিই অধিকার ক'রে বসে আছি!··মুখে তার একটু অপ্রস্তুতভাব।

মোহিত তাকে উঠ্‌তে দেখে একটুখানি লজ্জিত বোধ করলে। আহা, বেচারী দিব্যি আরামে শুয়ে সমুদ্রের জলের উপর সূর্য্যরশ্মির খেলা দেখছিল; তাকে বেদখল করতে তার যেন বেশ খানিকটা দ্বিধা বোধ হচ্ছিল।

ছেলেটি কিন্তু খুবই সপ্রতিভ। সে এক মুহূর্ত্তে মোহিতের মনের দ্বন্দ্ব বুঝে নিয়ে বল্লে, আপনি বসুন, আমি আপনার পায়ের কাছে এই পা'দানটার উপর বস্‌ব—আপনার আপত্তি হবে না ত?

আপত্তি?—সমস্যার এমন একটা সহজ অথচ সুষ্ঠু সমাধান হয়ে গেল বলে মোহিত ছেলেটির কাছে ভয়ানক-ভাবে কৃতজ্ঞ বোধ করছিল। সে হেসে জবাব দিলে, মোটেই নয়—আপনার সাথে গল্প করতে পারলে সময়টা কাট্‌বে ভাল!

—তাহ'লে পরিচয় সুরু হোক্‌, কী বলেন?

মোহিত স্মিতমুখে ঘাড় নাড়লে।

—আমার নাম হচ্ছে যোশী··বম্বের লোক তা বোধ হয় নাম

থেকেই বুঝ্‌তে পাচ্ছেন। দেশে এসেছিলাম গরমের ছুটিটাতে বেড়াতে, আবার ফিরে চলেছি।

মোহিত একটু সম্ভ্রমভরা চোখে যোশীর দিকে তাকালে। সে যে দেশের মণিমুক্তা সংগ্রহ করতে যাচ্ছে যোশীর কাছে তা' একেবারে পুরাতন!···গল্প শুন্‌বার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌ল।

বল্‌লে, আমার নাম মোহিত সেন। আমি অবিশ্যি এই প্রথম যাচ্ছি বিলেতে—দেশটা সম্বন্ধে ধারণা আমার কিছুই নেই, দু'তিনটে ভ্রমণ-কাহিনী পড়ে আমার কল্পনাটাও যেন অনেকখানি গুলিয়ে গেছে!···আপনার সাথে আলাপ হ'য়ে বেশ ভালোই হ'লো—অনেক কিছু শোনা যাবে!

যোশী হেসে বল্‌লে, কিন্তু আমার কথাগুলো আপনার কল্পনাকে হয়ত একটুও সাহায্য করবে না, অথচ বাস্তব যা' তার ছবিও হয়ত আমি ঠিক ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌ব না।···কাজেই এসব নিয়ে গল্প না করাই ভালো!

মোহিত বুঝ্‌লে যোশী তার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। তার এই ভদ্র প্রত্যাখ্যান মোহিতের কাছে যেন বড্ড গর্ব্বোদ্ধত বলে ঠেক্‌ল। সে মর্ম্মাহত হয়ে চুপ করে রইল।

যোশী তার নীরবতা লক্ষ্য ক'রে তাকে প্রশ্ন কর্‌লে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন—লণ্ডন না কেম্ব্রিজ?

মোহিত সংক্ষেপ জবাব দিলে, কেম্ব্রিজ—

যোশী উৎসাহসূচক স্বরে বল্‌লে, আপনি ভয়ানক ভাগ্যবান,

যা'হোক—কেম্ব্রিজে সীট পেয়েছেন!—আমি ত দু'বছর চেষ্টা করেও সেখানে সীট পেলুম না!—আমার না আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণাঙ্কিত ছাপ, না আছে আভিজাত্যের গৌরব!

মোহিত বল্‌লে, আমি আমার প্রোফেসারদের অনুগ্রহেই সীট পেয়েছি বল্‌তে হবে!—আপনি কি লণ্ডনেই পড়ছেন?

—হ্যাঁ, বছর দুই হ'লো, আস্‌ছে জুনেই পরীক্ষাও দিতে হবে—সেই কথা মনে হ'লেই গায়ে জ্বর আসে!

মোহিত কিছু বল্‌লে না।

যোশী বল্‌তে লাগলে, লণ্ডনে বসে কি আর পড়াশুনা চলে? সেখানে চিত্তবিক্ষেপকারী জিনিষের অভাব ত' নেই—সীনেমা, থিয়েটার আর week end পার্টি ত লেগেই আছে, তার ওপর বন্ধুদের আব্‌দার শুন্‌তে শুন্‌তেই সময় আর উৎসাহ চলে যায়!—আপনি কেম্ব্রিজে গিয়ে ভালোই করলেন, তবু কটা মাস একটু মন দিয়ে পড়াশুনা কর্‌তে পার্‌বেন।

মোহিত যোশীর কথার তাৎপর্য্য ঠিক হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌ছিল না। সে বিস্মিতভাবে বল্‌লে, কিন্তু লণ্ডনে থেকে ত কত ছেলে পড়াশুনা কর্‌ছে, নয় কি?

একটুখানি মুচকি হেসে তাচ্ছিল্যের সুরে যোশী জবাব দিলে, যারা কর্‌ছে তারা একেবারে গ্রন্থকীট—জীবনে পড়া ছাড়া তারা আর কিছুই জানে না!—লাইফ্ ব'লে যে মস্ত বড় জগৎ পড়াশুনার গণ্ডীর বাইরেও পড়ে রয়েছে তার খবর কি তারা রাখে?—আপনার কাছে আজ এসব কথা ভয়ানকভাবে বেসুরো ঠেক্‌ছে,

কিন্তু আপনিও মাস ছয়েক পরে আমার সাথে একমত হবেন, অবশ্য যদি গ্রন্থকীটদের দলে না ভিড়ে যান !

মোহিত দু'একজন বন্ধুর কাছে এই বিশাল "জগৎ"টার কথা একটু-আধটু শুনেছিল, মনে মনে খানিকটা কল্পনাও করে নিয়েছিল সে, আর খুব দৃঢ়ভাবে মনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে এই "জগৎ"এর ঘূর্ণিপাকে সে পড়বে না, পড়লেও হাবুডুবু খাবে না। ·· কাজেই যোশীর কথায় সে একটুখানি সন্দিগ্ধ-হাসি হাস্‌লে মাত্র।

চায়ের ঘণ্টা পড়ল। সমুদ্রের দোলানি তখনও বিশেষ আরম্ভ হয়নি', যাত্রীরা বেশ সুস্থ ভাবেই চায়ের টেবিলে এসে বস্‌লে।

ডেকের উপরই চায়ের টেবিলগুলো সাজালো হয়েছিল ; আর যাত্রার সুরু বলেই বোধ হয় অর্কেষ্ট্রা বাজছিল ··

যোশী আর মোহিত ঠিক্ রেলিঙএর ধারে একটি টেবিল অধিকার করে বস্‌লে। যোশী তখনও বেশ বিজ্ঞতামাখা-সুরে একটু মুরুব্বিয়ানার ভাবে মোহিতের সাথে গল্প কর্‌ছিল, আর মোহিত তার প্রথম কৌতূহল, অজ্ঞতা এবং অস্পষ্ট অভিজ্ঞতা নিয়ে সে-সব শুন্‌ছিল।

সমুদ্রের জলের উচ্ছ্বাস এসে জাহাজের গায়ে লাগছিল আর জাহাজটি মাঝে মাঝে একটু দুলে উঠছিল। এই নতুন অনুভূতিটুকু মোহিতের কাছে কিন্তু খুবই প্রীতিকর বলে মনে হচ্ছিল—শীকর কণার শীতল স্পর্শ তাকে তার মায়ের স্নেহস্পর্শের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

মায়ের কথা মনের কোণে ভেসে উঠতেই তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে চোখ মুছলে। যোশী একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী হল ?

নিজের ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় একটু লজ্জিত হয়ে মোহিত জবাব দিলে, কিছু নয়।···হঠাৎ কি জানি কেন চোখ দিয়ে জল এসে পড়ল।

যোশী সহানুভূতিভরা স্বরে বল্‌লে, বাড়ীর কথা মনে হচ্ছে বুঝি ?

ছুরী দিয়ে টোষ্টের উপর মাখন মাখাতে মাখাতে মোহিত জবাব দিলে, হ্যাঁ।

—তুমি বুঝি এর আগে বেশীদিন বাড়ীছাড়া হওনি' ?

—না, বাড়ীতেই থেকে আমি পড়তুম কি না!

যোশী তার অন্যমনস্ক ভাবটা দূর করে দেবার প্রয়াস করে বল্‌লে, অর্কেষ্ট্রায় কী বাজাচ্ছে জানো ?

—না···আমি ত এর আগে ইংরেজী গান বিশেষ শুনিনি'···

—ওরা Blue Danube বাজাচ্ছে।···শোন, কী সুন্দর ওর সঙ্গীত-ঝঙ্কার···সুরের মূর্চ্ছনার মধ্যে যেন ড্যানিয়ুব্-এর নীল জলের স্বচ্ছ প্রবাহ ভেসে আস্‌ছে!

মোহিত মন দিয়ে সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপভোগ কর্‌বার চেষ্টা করলে। ভায়োলিনের মধুর তালে তালে ড্যানিয়ুব্‌এর চঞ্চল অথচ নির্ম্মল স্রোতের কল্লোল যেন শোনা যাচ্ছিল। যদিও তার অনভ্যস্ত কানে সঙ্গীতের সব পদগুলো ঠিক

ফুটে উঠ্‌ছিল না তবু তার মাদকতা তার মনকে আবিষ্ট ক'রে তুল্‌ছিল। আর তার মনে আসছিল বাংলা একটা গানের সুর—যেন কেউ "গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ…" বাজাচ্ছে…

চায়ের পেয়ালা শেষ কর্‌তে কর্‌তে যোশী বল্‌লে, তুমি আমার উপর রাগ কর নাই ত মোহিত ?

মোহিত বিস্ময়পূর্ণ চোখে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, না—রাগ কর্‌ব কেন ?

যোশী বল্‌লে, একটু আগেই তুমি বিলেতের গল্প শুন্‌তে চেয়েছিলে, আমি তার কিছুই বলিনি' ব'লে !

মোহিত যোশীর কথার আন্তরিকতায় আর্দ্র হয়ে বল্‌লে, কী ছেলেমানুষ তুমি, যোশী…এর জন্য আমি রাগ কর্‌তে যাব কেন ? তুমি ঠিকই বলেছ হয়ত, আমার কল্পনাকে বাস্তবের নগ্নতা দিয়ে এত শীগ্‌গীরই ভেঙে দিতে চাওনি'…সে ত' তোমার সহানুভূতির পরিচায়ক, বন্ধু…

যোশী হেসে বল্‌লে, ঠিক সহানুভূতির ভাব থেকে যে আমি তোমাকে বল্‌তে চাইনি' তা' নয়।…চোখের সাম্‌নে ওদেশের কতগুলো জিনিষ দেখে আমার শ্রদ্ধা অনেকখানি কমে গিয়েছে বলেই আমি সে সব আঙুল দিয়ে তোমাকে দেখাতে চাইনি'। কল্পনার চোখে যদি তুমি দেখ তাহ'লে যা' সাধারণ তা'ও সুন্দর এবং মধুর বলে ঠেক্‌বে…শুধু শুধু এই কল্পনার অনুভূতিকে নষ্ট ক'রে ত লাভ নেই !

মোহিত একটু হেসে বল্‌লে, একেই ত সাধুভাষায় বলে, সহানুভূতি···

যোশী আন্‌মনাভাবে বল্‌লে, হবে···

তখনও সন্ধ্যা হয়নি'। সমুদ্রের দোলানি একটু একটু আরম্ভ হয়েছে···তুটি ছোট্ট ছেলে রেলিংএর কাছে দাড়িয়ে অস্বস্তি-সূচক মুখভঙ্গী কর্‌ছিল, আর একটি মহিলা, হয়ত বা তাদের মা হবেন, কাছে রুমাল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মুখের ভাব থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে অনতিকালবিলম্বে তিনিও আক্রান্ত হয়ে পড়্‌বেন।

যোশী এই দৃশ্য থেকে চোখ এড়িয়ে নিয়ে মোহিতকে বল্‌লে, এখানকার বাতাসটা বড্ড বদ্ধ হয়ে গেছে যেন। চলো ফার্ষ্টক্লাশের ডেকে একটু বেড়িয়ে আসি।

মোহিত একটু সঙ্কুচিতভাবে বল্‌লে, আমাদের কোনরকম প্রশ্ন করবে না ত?

হেসে যোশী বল্‌লে, পাগল নাকি!···আমার ত' আর সেখানে আস্তানা গাড়্‌তে যাচ্ছি না—সেখানে যাচ্ছি শুধু তু'একজন বন্ধু-বান্ধবের খোঁজ কর্‌তে।

—তোমার জানাশুনো কেউ আছে নাকি?

—ঠিক জানিনে, তবে শ' তুই যাত্রীর মধ্যে কি তু'একজন মিল্‌বে না?···না হয় যেচে ভাব ক'রে নেব···

মোহিত একটু শ্রদ্ধাভরে যোশীর দিকে তাকালে। তার

সাহসিকতা, তার খোলাখুলি উক্তির কাছে তার মনের নতি জানালে।

এদিক ওদিক ঘুরে মোহিত আর যোশী ফার্ষ্টক্লাশের প্রশস্ত ডেকের উপর গিয়ে হাজির। ডেকের উপর সবাই হয় শুয়ে আছে, নয় পায়চারী কর্‌ছে। স্বাস্থ্যকামীর দল একটি সন্ধ্যাও কামাই কর্‌তে রাজী নয়, তারা খাকী শর্টস্‌ এবং মোজা পরে বীরবিক্রমে ডেকের উপর পরিক্রমণ কর্‌ছে; কাহারও মুখে পাইপ্‌, কাহারও হাতে বেতের ছড়ি।

যোশী একটু হেসে বল্‌লে, এই যে সব বীরপুরুষদের দেখ্‌ছ এরাই জাহাজের সজীবতা বজায় রাখে! এদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আর নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখ্‌লে মনে হয় নেপোলিয়নও বোধ হয় এদের কাছে হাঁটু গেড়ে নিজের অক্ষমতা এবং দৈন্য জানাতেন!

মোহিত একটু হাস্‌লে।

যোশী বল্‌লে, ঐ যে বিস্‌মার্কের মত শাদা গোঁফওয়ালা বুড়োটাকে দেখ্‌ছ ও বোধ হয় একটা কর্ণেল গোছের কিছু হবে; আমি শপথ করে বল্‌তে পারি বুড়ো অন্ততঃ একশ'টিবার জাহাজের এমাথা থেকে ওমাথা পর্য্যন্ত পায়চারী ক'র্‌তে না পার্‌লে শান্তি পাবে না···তার এই পাদচারণের সমাপ্তি হবে দু'পেগ হুইস্কী এবং সোডায়!

মদের নাম উল্লেখ হ'তেই মোহিত ভয়ানক বিতৃষ্ণায় বলে উঠ্‌লে, এরা কি সবাই মদের পিপে?

যোশী হেসে বল্লে, এই সব ভবঘুরে সৈনিকদলই হচ্ছে এ বিষয়ে সব চেয়ে বড় ওস্তাদ্! কিন্তু এদের বাদ দিলেও তুমি এমন একটি লোক বার কর্তে পার্বে না যিনি এই স্বচ্ছ তরল পদার্থটির মধুতে মোহিত নন্!

মোহিত একটু তীব্রস্বরে বল্লে, অথচ এরাই আবার সভ্যতার শ্রেষ্ঠতার দাবী করে।

যোশী মোহিতের এই রাগে একটু আমোদ বোধ করে বল্লে, এতে সভ্যতার আদর্শের কী ক্ষতি হল মোহিত? ··তুমি যেটাকে এত বিতৃষ্ণার চোখে দেখ্ছ সেটা যে এদের কাছে নিতান্ত সাধারণ একটা পানীয়!···এদের মাপকাঠি দিয়ে এদের বিচার ক'রো!

তবু প্রতিবাদের সুরে মোহিত বল্লে, কিন্তু সত্যের একটা মাপকাঠি আছে ত! মদ খাওয়াটাকে আমি মোটেই কোন নীতিসম্মত বলে মান্তে পারি না!

যোশী এর জবাব অনায়াসেই দিতে পার্ত, কিন্তু মোহিতের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে একটা রূঢ় আঘাত দেবার ইচ্ছা তার ছিল না।

মোহিত পাদচারিণী একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে বল্লে, আর ওদের মেয়েদের এই পোষাকটা আমার মোটেই বর্দাস্ত হয় না··· এর মধ্যে না আছে শ্রী, না আছে হ্রী; এ যেন একটা বিরাট্ নগ্নতাকে জোর ক'রে গর্ব্বভরে লোকের চোখের সাম্নে তুলে দেওয়া হচ্ছে!

এবার যোশী প্রতিবাদ কর্লে, বল্লে, তোমার এই অতি-

শয়োক্তি আমি মোটেই মান্‌তে রাজী নই, মোহিত। তোমার নতুন চোখে অনভ্যস্ত জিনিষটা হয়ত একটু দৃষ্টিকটু দেখাতে পারে, কিন্তু তাই বলে এদের পোষাককে শ্রী বা হ্রীহীন বল্‌তে আমি রাজী নই। এঁদের সাধারণ মেয়েরা বেশভূষার মধ্যে সৌন্দর্য্যের যা কাল্‌চার জানে আমাদের গরীব সংস্কারভরা দেশে অনেক বড় বড় লোকেরাও তা' জানে না!

মোহিত একটুও না হঠে বল্‌লে, কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের শাড়ীর মত সুন্দর ও কোমল আর কিছু আছে কি যোশী?

যোশী বল্‌লে, এরকম তুলনামূলক সমালোচনা বড্ড অন্যায়, মোহিত। আমাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে শাড়ীটি মেয়েদের অঙ্গে যেমন মানায় এদের জীবনযাত্রার মধ্যে এদের স্কার্ট, ফ্রক বা গাউন্‌ও তেম্‌নি মানায়···

মোহিত এর কোন জবাব দিতে না পেরে চুপ করে রইলো।

রেলিংএর উপর ঝুঁকে দুজনে সমুদ্রের উপর সূর্য্যাস্তের শোভা দেখ্‌ছিল। যেন লাল একটা অগ্নিগোলক ধীরে ধীরে সমুদ্রের শীতল জলের স্পর্শ পাবার লোভে তার মধ্যে মিশে গেল, আর তার চারিদিকে মেঘের কোলে পথটা আবীর-রাঙা হয়ে রইল।

মুগ্ধনেত্রে মোহিত এই অপূর্ব্ব দৃশ্যটি দেখ্‌ছিল, হঠাৎ কানের কাছে একটি সম্বোধনের স্বরে সে স্বপ্নোত্থিতের মত ফিরে তাকালে।

—হ্যালো, যোশী···

দেখ্‌লে, স্থন্দরী একটি মেয়ে চাঁপা রঙংএর একটি ফ্রক্ গায়ে যোশীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে···মুখে তার মৃদু হাসি।

যোশী আচম্‌কা এই সম্ভাষণে একটুখানি বিস্মিত হয়ে পেছন ফিরে তাকালে। তারপর পরিচিত স্থরে হাসিমুখে বল্‌লে, হ্যালো, মিস্ রজার্স···তুমিও কি অবশেষে এই জাহাজেই চলেছ?

হেসে মিস্ রজার্স জবাব দিলে, তাইত' দেখ্‌ছি···এখন জাহাজ না ডুবলেই বাঁচি!

যোশী উচ্চহাসির কল্লোলে ফোর্‌-ডেক্‌টা মুখরিত করে বল্‌লে, তাহ'লে এমি জন্‌সনের মত উড়ে পালালে না কেন?

তেম্‌নি হাসিমুখে মিস্ রজার্স জবাব দিলে, পাখাও ত' ভেঙ্গে যেতে পার্‌ত!

যোশী তখন মোহিতকে এগিয়ে দিয়ে মিস্ রজার্সএর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে। বল্‌লে, এটি আমার কয়েক ঘণ্টার বন্ধু, মিস্ রজার্স, কাজেই লম্বা সার্টিফিকেট দিতে ভরসা হচ্ছে না···তবে ইনি এখনও বিদেশের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা, একটা তীব্রতার ভাব কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন নি।

মোহিত যোশীর এই গায়েপড়া গোছের বক্তৃতায় একটু বিরক্তি বোধ কর্‌ছিল। সে কোন কথা না বলে চুপ করে রইলো।

মিস্ রজার্স অভিবাদনস্থচক একটা ভঙ্গী ক'রে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, আপনি বুঝি এই প্রথম দেশছাড়া?

মোহিত সংক্ষেপে জবাব দিলে, হ্যাঁ।···কী-জানি-কেন মিস্

রজার্স আর যোশীর উচ্চহাসি আর কৌতুক তার চোখে কেমন যেন ঠেক্‌ছিল।

মেয়েটি নাছোড়বান্দা। আবার প্রশ্ন কর্‌লে, আপনার নিশ্চয়ই ভয়ানক মন খারাপ লাগ্‌ছে, নয় কি?

মোহিত অনন্যোপায় হয়ে উত্তর দিলে, একটু-আধটু লাগ্‌ছে বৈকি।

সহানুভূতির স্বরে মিস্ রজার্স বল্‌লে, দুদিন ওরকম লাগ্‌বে, তারপর সেরে যাবে!···তা' ছাড়া সমুদ্রের হাওয়ার গুণ যাবে কোথায়?

মোহিত এর কোন জবাব দিলে না।

যোশী চুপ করে এদের কথোপকথন শুনছিল। সে প্রতিবাদের স্বরে বল্‌লে, আমার সরল বন্ধুটির কাছে সমুদ্রের হাওয়ার গুণ-ব্যাখ্যান কর্‌তে হবে না এখন! তোমরা মেয়েরা হচ্ছ শয়তানের প্রতীক, কাউকে দেখ্‌লেই তোমাদের স্বভাবগত বৃত্তিগুলো জেগে ওঠে, তাকে তোমাদের ফিলসফির মধ্যে টেনে আন্‌তে না পার্‌লে তোমাদের তৃপ্তি হয় না।

মিস্ রজার্স বল্‌লে, এ তোমার বড্ড অন্যায়, যোশী। আমাদের ফিলসফি খুবই সহজ এবং ঋজু। তোমরা পুরুষেরাই সব জিনিষের একটা বঙ্কিম ব্যাখ্যা করে সাধারণতঃ প্রমাণ করতে চাও যে তোমরা যা করো তার পেছনে থাকে একটা মহানুভবতা, একটা গভীর অনুবেদনা। কিন্তু ওরকম কৃত্রিমতার মুখোস পরে তা নিয়ে দার্ঢ্য প্রকাশ করতে আমাদের সুরুচিতে বাধে।

মোহিত একমনে এদের আলোচনা শুনছিল। মিস রজার্স'এর হাস্যচপল লীলাভঙ্গী তার কাছে প্রীতিকর না ঠেকলেও তার কথাগুলো শুনে তার মন বেশ একটু আকৃষ্ট হয়ে উঠছিল। কিন্তু এসব মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা তার জুরিস্‌ডিক্‌শনের বাইরে, কাজেই নীরব শ্রোতা হয়েই সে আনন্দ পাচ্ছিল বেশী।

যোশী মিস্ রজার্স'এর শ্লেষসূচক সুরে একটু অস্বস্তি করছি বোধ করে বল্‌লে, কিন্তু তোমার এরকম একতরফা বিচার কি উচিত হচ্ছে মিস্ রজার্স?

মিস্ রজার্স একটু হেসে জবাব দিলে, একতরফা বিচার না যোশী, একটুখানি ওকালতী করছি মাত্র। তোমাদের কৃত্রিমতারও ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় সময় সময় এবং ব্যতিক্রম আছে বলেই তোমরা যে নকল সেটা জোরগলায় বলতে পারি।

যোশী চুপ করে রইলে।

মিস্ রজার্স এবার মোহিতের মৌনতা ভাঙ্‌বার উদ্দেশ্যে তাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলে, আপনি নিশ্চয়ই এসব তর্ক শুনে মনে মনে হাসছেন, না?

মোহিত এর কী জবাব দেবে বুঝতে পারলে না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে লজ্জাবিনম্রসুরে বললে, আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম, তাই এসব মনস্তত্ত্বের সমস্যা সমাধান করবার মত আস্পর্দ্ধা আমার মনের কোণে স্থানই পায় না।

মুখে সুন্দর একটি হাসি ফুটিয়ে মিস্ রজার্স বললে, আপনি দেখছি ভয়ানক সীরিয়স লোক! আমরাই বা কী আর জানি?

শুধু তর্কের খাতিরে, গল্প করবার অজুহাতে, আর সময় কাটাবার অছিলায় এসব দার্শনিক আলোচনা পেড়ে বসি, নয় কী যোশী ?

যোশী সায় দিয়ে বল্‌লে, সত্যি। তারপর মোহিতের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে,· ওদেশে গিয়ে তুমি দেখবে, মোহিত, কলেজের কমনরুমটা হচ্ছে এ সব গভীর দার্শনিক আলোচনার একটা প্রকাণ্ড আড্ডা। ছেলেমেয়েরা যে কী গভীর উৎসাহ নিয়ে নব্য জার্ম্মাণীর সমস্যা বা রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করতে থাকে তা দেখে তুমি সত্যি অবাক হয়ে যাবে—তোমার মনে হবে যেন সমস্ত জার্ম্মাণী বা রাশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কমনরুমের ঐ গবেষণাটুকুর ফলাফলের ওপর।

মিস রজার্স তার হাতের ঘড়িটার দিকে একবার তাকালে, তারপর বল্‌লে, আমায় এখন নড়তে হচ্ছে·· সময়মত পোষাক পরে যদি তৈরী না হয়ে নেই তা হলে অভিভাবিকাটীর কান্নার সুরে আমি পাগল হয়ে যাব!

যোশী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, তুমি আবার অভিভাবিকার সাথে এসেছ নাকি ? অবাক করলে যা হোক ?···

একটুখানি রাঙা হয়ে বললে, আমার স্বাধীন ইচ্ছামত কাজ করবার অবসর এখনও পাইনি, তাই এসব অত্যাচার সহ্য করতেই হয়। আমার বাবাটি তোমাদের দেশের উপর কী হাড়ে হাড়ে চটা তা তো জান না। ভাবেন তোমরা সবাই বুঝি জংলী দেশের মানুষ, তাই আমাকে একা ছেড়ে দিয়ে তিনি মনের স্বস্তি হারিয়ে বসেন!

মোহিত মিস রজার্স-এর এই কথাটিতে ভয়ানক ভাবে রুষ্ট হয়ে

বল্‌লে, আপনি তাহলে আমাদের মত জংলীদের সাথে কথাবার্ত্তা কয়ে আপনার অপমানের বোঝা না বাড়ালেই পারেন।

মিস রজার্স একটু আহতস্বরে বললে, আপনাদের মহত্ত্ব আর উদারতার মর্য্যাদা যদি আমি না বুঝতাম তা হলে কী যেচে আপনাদের সাথে আলাপ করবার জন্ত এত উন্মুখ হতাম মিঃ সেন ?

বলে আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে ক্ষুদ্র একটি অভিবাদন করে সে দ্রুতগতিতে চলে গেল।

যোশী তার গতিশীল মূর্ত্তিটির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, তুমি মিস রজার্সকে ভয়ানক চটিয়ে দিলে, মোহিত।

তাচ্ছল্যভরাকণ্ঠে মোহিত জবাব দিলে, বেশ করেছি। ওরকম দেমাকভরা কথা আমার মোটেই সহ্য হয় না।

তারপর যোশীর উপর যেন প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যেই একটু তীব্রস্বরে বল্‌লে, তুমি ওদেশের আদবকায়দা ভাল ভাবে জান, যোশী, ওদের মিষ্টি হাসি, লীলায়িত ভঙ্গী আর মিহিস্বর তোমার কাছে উর্ব্বশীতিলোত্তমাসম্ভব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার চোখে ওদের হাসির পেছনে লুকানো অহমিকার ছবিটাই বাজে বেশী।

যোশী একটু হেসে মোহিতের পিঠ চাপড়ে বললে, তুমি আজ যে মন্তব্য প্রকাশ করলে, মোহিত, এর জন্যে দুদিন পরে নিজেই অনুতাপ বোধ করবে, কাজেই এসম্বন্ধে বেশী আর কিছু বলব না। তবে এটুকু বলতেই হবে যে তুমি মিস রজার্সকে মোটেই চেননি। যেদিন চিনতে পারবে সেদিন দেখবে ওর মিষ্টি হাসি লীলায়িত

ভঙ্গী আর মিহিস্বরের পেছনে শুধু অহমিকাই লুকিয়ে নেই, তার পেছনে একটা সরল উদার মনও উঁকিঝুঁকি মারছে।

মোহিত এর কোন জবাব দিলে না, শুধু একটুখানি অবিশ্বাসের হাসি হাসলে।

তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। যোশী আর মোহিত ডিনারের জন্য তৈরী হবার উদ্দেশ্যে তাদের নিজেদের ক্যাবিন অভিমুখে যাত্রা করলে।

সারাটি দিন মোহিত তার ঘরের ভেতর যায়নি। যোশীর সাথে পরিচয় হবার পর থেকে তার সময়টা যে কখন কী ভাবে কেটে গেছে সে নিজেই বুঝতে পারেনি। জাহাজের দোলানির সাথে নিজের দেহটার ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে সে অপ্রশস্ত corridor দিয়ে যখন নিজের কামরায় ঢুকল তখন সেখানকার বদ্ধ হাওয়ায় তার মেজাজের তীব্রতা আরও বেড়ে উঠল।

ঘরে ঢুকে সুইচটা জ্বালাতেই দেখলে তার সহযাত্রী একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক নীচের বার্থ্ এ শুয়ে আছে।

আলোটা চোখে পড়ায় সে একটু পাশ ফিরে তাকিয়ে বল্‌লে, গুড্ ঈভনিং ..

মোহিত বল্‌লে, গুড্ ঈভনিং—আপনি কী ভয়ানক কাতর বোধ করছেন ?

ছেলেটী—তার নাম চিদম্বরম্—একটুখানি মলিন হেসে বল্‌লে,

আর বলবেন না, যাত্রার স্থরুতেই যা আরম্ভ হল তাতে আর ভরসা হচ্ছে না।

মোহিত তার শিয়রের কাছে বসে একটু আর্দ্রস্বরে বল্‌লে, এ কালই সেরে যাবে আপনার। যা কিছু দুর্ভোগ আগে শেষ হয়ে গেলেই ত ভালো!···তারপর দিব্যি চাঙা হয়ে বসে সমুদ্রের হাওয়া খেতে পাবেন।

কাতরভাবে চিদম্বরম্ বললে, দুর্ভোগের শেষ হওয়া পর্য্যন্ত উপভোগের ক্ষমতাটুকু বেঁচে থাক্‌লেই নিয়তিকে ধন্যবাদ দেব...

মোহিত একটু হেসে তার চুল কয়টা ঠিক করে নিলে, তারপর চিদম্বরম্‌কে আর একবার গোটাকয়েক সান্ত্বনাসূচক কথা ব'লে স্থইচ্‌টা টিপে বার হয়ে গেল।

*

*

*

*   *

ভোরবেলা মোহিতের যখন ঘুম ভাঙ্‌ল তখনও বেশ ক'রে ফর্সা হয়নি। পোর্টহোল্‌টা খোলা ছিল, আর তার ভিতর দিয়ে সমুদ্রের ফেনিল জলোচ্ছ্বাস চঞ্চল কিশোরীর মত ঢুক্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল, কিন্তু তার ছোট দুটি হাতে কিছুতেই নাগাল পাচ্ছিল না। মোহিত বিছানার উপর উঠে বসে পোর্টহোল্‌টার মধ্য দিয়ে সমুদ্রের জলটা একবার দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌লে।

: চোখ তার তখনও ঘুমে ভারাক্রান্ত। খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে তার চোখ যখন আবার ঘুমের আবেশে মুদে এলো তখন সে বালিশটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়্‌ল।

ঘুম যখন আবার ভাঙ্‌ল তখন অনেকখানি বেলা হয়ে গেছে। সূর্য্যোদয় দেখ্‌বার তার ইচ্ছা ছিল বেজায়, সেটা নিজের কুঁড়েমির জন্য এম্‌নিভাবে মাটি হয়ে গেল! সে কোন ক্রমেই নিজেকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ছিল না। ধড়মড়িয়ে উঠে সিঁড়ি বেয়ে সে মেজেতে নাম্‌লে।

চিদম্বরম্ তখন অঘোরে ঘুমুচ্চে—তার মুখে শ্রান্তির রেখা। মোহিত কোন-রকমে ড্রেসিংগাউনটা গায়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে গেল।

পিছনের ডেকে তখন লোকের ভীড় কমে গেছে। সূর্য্যের নীলিমা কখন আকাশে মিশে গেছে, তার কিরণের প্রখরতা ক্রমশঃ

বেড়েই চলেছে!···ছোট ছোট groupএ যাত্রীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প কর্‌ছিল।

যোশী ছায়ার নীচে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। মোহিতকে উঠে আস্‌তে দেখে বল্‌লে, এতক্ষণে বুঝি তোমার সূর্য্যোদয় দেখ্‌বার সময় হ'লো!

মোহিত লজ্জিতভাবে বল্‌লে, আমি উঠেছিলাম অনেক আগেই, আবার হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরবেলার ঘুমটা এত মিষ্টি লাগে!

যোশী বল্‌লে, একটা জিনিষ miss করলে কিন্তু!

—কী?

—মিস্ রজার্স তার আধঘুমন্ত চোখ আর ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া এলো চুল নিয়ে সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে এখানে এসেছিল, ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল তাকে!

মোহিত একটা বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী কর্‌লে।

যোশী সেটা উপেক্ষা করে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, শুধু তাই নয়, তোমার খোঁজ কর্‌ছিল!

মোহিত বিশ্বাস না করে বল্‌লে, কেন?

—কেন আমি কী ক'রে বল্‌ব? মেয়েদের অন্তর রহস্য বোঝ্‌বার মত ক্ষমতা ত' আমার নেই!··কালকে এমন খোঁচা দিলে তুমি, অথচ আজ ভোর বেলা প্রথম প্রশ্নটি আমাকে "তোমার সেই বন্ধুটি কোথায়?"

মোহিত এবার একটু হেসে বল্‌লে, তোমার মন বড্ড খারাপ

যোশী, সাধারণ ভদ্রতাসূচক একটা প্রশ্নের মধ্যে তুমি গভীর অর্থ-খুঁজবার চেষ্টা কর্‌ছ !

কাঁধটা বিচিত্রভঙ্গীতে নাড়িয়ে যোশী জবাব দিলে, গভীর অর্থ খুঁজ্‌বার চেষ্টা কর্‌তুম না যদি তার পরই দ্বিতীয় প্রশ্নটি না হ'ত, "উনি কি আমার উপর ভয়ানক রাগ করেছেন ?"

মোহিত একটু কুপিত হয়ে বল্‌লে, তাঁকে বলো তিনি এমন কিছু রাশভারি লোক নন্ যে তাঁকে নিয়ে সারাদিন আমার মাথাব্যথা হবে !

যোশী মোহিতের কথায় আশ্চর্য্যান্বিত ও রুষ্ট হয়ে বল্‌লে, ও রকম বর্ব্বরের মত ব্যবহার কর্‌লে তুমি নিশ্চয়ই পরে অনুতপ্ত হবে মোহিত !

এবার একটু শান্ত হয়ে মোহিত জবাব দিলে, কিন্তু আমাকে নিয়ে এরকম মাথা ব্যথা কেন তাঁর ?

—কেন তা' যদি জান্‌তে পার্‌তুম তা হ'লে কি এম্‌নি অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌তুম ? তা হ'লে এতক্ষণে যবনিকা ভেদ করে নেপথ্যের দৃশ্যটিকে সম্মুখে টেনে নিয়ে আস্‌তুম !

যোশীর রূপকভরা কথা শুনে মোহিত আর হাসি চেপে রাখ্‌তে পার্‌লে না। বল্‌লে, বিলেত প্রবাসের ফলে বুঝি তোমার কল্পনা শক্তি এমন অদ্ভুতভাবে বেড়ে উঠেছে ?

—তার কল্পনাশক্তি বেড়েছে কি কমেছে সেটা সে যেন নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছে না, এম্‌নি একটা ভঙ্গীতে মাথাটি আন্দোলন করে যোশী জবাব দিলে, এ ত কল্পনাশক্তির খেয়াল নয়, মোহিত, এ যে

ভয়ানক সত্যি কথা !···হেসো না মোহিত, আমার ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে যে মিস্ রজার্স তোমাকে একটুখানি পছন্দ করতে আরম্ভ করেছেন ! অবশ্য, এর মধ্যে বিস্মিত হবার কিছুই নেই !

মোহিত যোশীর মুখের গভীরতা হাসির এক ঝলকে উড়িয়ে দিয়ে বললে, তোমার এই গবেষণার জন্য তোমাকে নোবেল প্রাইজ্ আমি দিতুম যোশী, কিন্তু আপাততঃ খিদেয় নাড়ী চুঁইয়ে যাচ্ছে, কাজেই আমি প্রস্তাব করছি এখন বাস্তব জগতে ফিরে এসে ব্রেক্ফাষ্ট্ খাবার বন্দোবস্ত করা যাক্।

ব্রেক্ফাষ্ট্ সেরে মোহিত আর যোশী যখন আবার ডেকের উপর এসে বসলে তখন হাট বসে গেছে। সমুদ্র অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে—দোলানিটা নাড়ীভূঁড়িকে কোন রকম পীড়া না দিয়ে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে আরম্ভ করেছে।

চিদম্বরম্ উঠে বসেছিল। মোহিত আসতেই সে হাত নেড়ে তাকে ডাকলে। মোহিত যোশীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চিরম্বরম্-এর কাছে এগিয়ে গেল।

চিদম্বরম্ তাকে পাশের ডেক্চেয়ারটায় বসতে বলে তার কানের কাছে মুখটা নিয়ে এসে খুব চুপি চুপি বললে, আপনার সাহায্য একটু দরকার মিঃ সেন, একটু আগে একজন স্প্যানিয়ার্ড পাদ্রি ভয়ানকভাবে তর্ক আরম্ভ করেছিলেন খৃষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য নিয়ে; এই মাত্র নীচে তাঁর ক্যাবিনে চলে গেছেন কী একটা বই আন্তে···আমি ত' ওঁর

সাথে এঁঠে উঠতে পারছি না···আপনি বসুন এখানে, এলেন ব'লে !

মোহিত ত' এই চায় ! সে ভয়ানক উৎসাহের সুরে বল্‌লে, ওর ধর্ম্মান্ধতা যদি খানিকটা ঘোচাতে পারি তা হ'লে আমি ভয়ানক আনন্দলাভ করব, মিঃ চিদম্বরম্।

ততক্ষণে তাঁর আভূমি বেশভূষা লুটাতে লুটাতে ফাদার মাদারিয়াগা একখানা বই হাতে ক'রে হাজির। যেন মস্ত বড় একটা জেহাদ্‌এ নাম্‌ছেন এম্‌নি সুরে হাতের বইখানা চিদম্বরম্‌এর চোখের সাম্‌নে ধরে বল্‌লেন, এই দেখুন···

চিদম্বরম্ নিতান্ত অসহায় শিশুর মত মোহিতের দিকে তাকালে। মোহিত বল্‌লে, আমি দেখ্‌তে পারি কি ?

চশমার ফাঁক দিয়ে মোহিতের দিকে একটিবার তাকিয়ে অবজ্ঞার সুরে ফাদার জবাব দিলেন, সমস্ত পৃথিবীর সাম্‌নে আমি এই সত্য প্রচার কর্‌তে পারি জোর গলায়···

মোহিত একটু হেসে বল্‌লে, আমি সেই পৃথিবীরই এক কোণে আছি বলে আমার ধারণা !

বইটা হচ্ছে এক পাদ্রীর লেখা, তার প্রথম সংস্করণ হবে অন্ততঃ বছর কুড়ি আগে। বইখানার কাট্‌তি এমন যে তারপর প্রত্যেক এক বছর দু'বছর অন্তর নতুন মুদ্রণ হয়েছে, এবং সংশোধন বা পরিবর্ত্তন না করাতেও তার পাঠকপাঠিকার সংখ্যা কমেনি।

মোহিত ফাদারের নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠাটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে উদ্ধতভাবে প্রশ্ন কর্‌লে, দেখ্‌লাম···এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে কী ?

জোর গলায় ফাদার মাদারিয়াগা বল্‌লেন, প্রমাণ হচ্ছে এই যে তোমাদের দেশে যে এম্‌নি ধারা বাল্যবিবাহ আর আর শিশুমৃত্যু চল্‌ছে তার মূলে হচ্ছে তোমাদের ধর্ম্মনীতির অন্ধতা। তোমরা একটা স্থবির নীতিহীন—শুধু নীতিহীন কেন, দুর্নীতি প্রশ্রয়ক—dogmaয় ডুবে আছে বলেই আজ তোমাদের এমন দুর্দ্দশা!

ব্যঙ্গভরা সুরে মোহিত প্রশ্ন করলে, তা হ'লে আপনি কি বল্‌তে চান যে আমাদের এই দুর্নীতিপ্রশ্রয়ক ধর্ম্মটা ছেড়ে দিয়ে আপনাদের সুনীতি এবং সুরুচিসম্পন্ন ধর্ম্মটা মেনে নিলেই আমাদের সব দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান হবে?

জোর গলায় ফাদার বল্‌লেন, নিশ্চয়ই হবে! তবে এর মধ্যেও একটা "কিন্তু" আছে...শুধু খৃষ্টধর্ম্ম বল্‌লে ভুল করা হবে, হ'তে হবে রোম্যান ক্যাথলিক, যার প্রাচীনতা এবং সত্যতায় আজ পর্য্যন্ত কেউ সন্দেহ করেনি' এবং যার প্রতীক হয়ে রয়েছেন আমাদের পোপ্...তোমাদের দেশে খৃষ্টধর্ম্মের আলোক যে ভালোভাবে পৌছয় নি' তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে রোম্যান্ ক্যাথলিক্ প্রীচাররা উপযুক্ত সাহায্য বা সুবিধা পান্‌নি' সেখানে। নইলে আজ পোপের সিংহাসন অধিষ্ঠিত হ'ত দিল্লীতে!

মোহিত ইতিহাসের ছাত্র, সে একটুখানি ব্যঙ্গভরে বল্‌লে, Inquisitionটা হিন্দুস্থানে খাটাতে না পেরে বুঝি মনে আফ্‌শোষ হচ্ছে?

ছেলেটির তরলতায় রুষ্ট হয়ে ফাদার বল্‌লেন, যাদের বিশ্বাসের অভাব তাদের কাছে সত্য প্রচার করাটা বাতুলতা মাত্র!

মোহিত তেম্‌নি সুরে জবাব দিলে, আপনি বুঝি শুধু বিশ্বাসীদের নিয়েই একটা চার্চ্চ গড়ে তুল্‌তে চান, ফাদার?···সে মন্দ হবেনা কিন্তু!

ফাদার মাদারিয়াগা এবার চিদম্বরম্‌এর তাকিয়ে বল্‌লেন, আমার আলোচনা হচ্ছিল তোমার সাথে, এর সাথে নয়···

পাছে আবার তাকে তর্কের গোলকধাঁধায় পড়ে বিব্রত হ'তে হয় এই ভয়ে চিদম্বরম্ তাড়াতাড়ি বল্‌লে, হ্যাঁ, কিন্তু এ আমার বহুদিনের পুরাণো বন্ধু এবং এর চিন্তাধারা আর মতিগতি সব আমারই মত!···আমার শরীরটা তত ভালো নেই বলে এ আমাদের কথাবার্ত্তায় যোগ দিয়েছে।

গম্ভীরভাবে "অবিশ্বাসীদের সাথে আলোচনা যে করে সে মূর্খ" এই মন্তব্য প্রকাশ করে ফাদার মাদারিয়াগা সেখান থেকে উঠে গেলেন।

চিদম্বরম্ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নেত্রে মোহিতের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, আপনি আজ আমাকে এই ধর্ম্মপাগলের হাত থেকে মুক্ত করে যা' উপকার করলেন তা' আমি ভুল্‌বনা, মিঃ সেন···

মোহিত হেসে জবাব দিলে, আনন্দটা হ'ল আমার, মিঃ চিদম্বরম্, এবং তার সুযোগ করে দিয়েছেন আপনি···কাজেই ধন্যবাদ যদি কারও প্রাপ্য থাকে তাহ'লে সে আপনারই।

ব'লে সে উঠে দাঁড়ালে।

যোশী তখন সেকেণ্ডক্লাশ ডেক্ থেকে চলে গেছে। কোথায় গেল?···বুঝি বা সে মিস্ রজার্সএর সাথে গল্প করতে গিয়েছে।

কী জানি কেন তার মনে হচ্ছিল যোশীর হাসিখুসীভাব আর কৌতুকমেশানো কথাবার্ত্তার পেছনে আর একটি মানুষ লুকিয়ে আছে—সেটা হচ্ছে প্রেমিকের মানুষ! মিস্ রজার্সকে যোশীর ভালো লাগে এ বিষয়ে তার কোনই সংশয়ই ছিল না।

ফার্ষ্টক্লাশ ডেকের বিশাল প্রসারতার মাঝে এসে দেখে সেখানে ফাদার মাদারিয়াগা জাতীয় কোন উৎসাহী কারও ধর্ম্মপিপাসা উদ্রেক করবার চেষ্টা করছেন না। শিথিল অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে সবাই ঈজিচেয়ারে শুয়ে আছে—জাহাজের চাকার ঘর্ষণ আর জলের উচ্ছ্বাস এই দুটো মিলে একঘেয়ে একটা সুরের সৃষ্টি করছে।

মোহিতের উৎসুক চোখ দুটী যোশীকে খুঁজছিল। খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে এমন সময় একটি মেয়ের মৃদু হাসির ছটা তার মুখের উপর এসে পড়ায় সে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠ্ল।

ঘাড়টা একটুখানি ফিরিয়ে দেখ্লে মিস্ রজার্স একটা ছবি-ওয়ালা ম্যাগাজিনের ফাঁক দিয়ে অভিবাদন সূচক হাসি হাস্ছে। তার পাশে একটী বর্ষীয়সী ক্ষীণকায়া মহিলা বসে গম্ভীর ভাবে পশমের কী-একটা বুন্ছেন।

মুহূর্ত্তের জন্য মোহিতের মুখচোখ রাঙা হয়ে গেল। তারপর সে কোন প্রকার শিষ্টাচার না করেই জোরে জোরে পা ফেলে সম্মুখে এগিয়ে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে দেখে যোশী ফার্ষ্টক্লাশ স্পোর্ট্‌শ ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখ্ছে। ক্রীড়াশীলা ছেলেমেয়ের হাসি আর কলরব মিশে একটা অদ্ভুত স্পন্দনের সৃষ্টি করেছিল।

মোহিতকে দেখে যোশী বললে, ফাদারের সাথে ধর্ম্মালাপ শেষ হলো?

মোহিত হেসে বললে, আর ব'লো না ভাই, এমনি ছাচেঢালা ধর্ম্ম, তা নিয়ে আবার বাগাড়ম্বর করতে আসে!···আমার মন ত এদের উপর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছে ধীরে ধীরে!

যোশী বললে, ফাদারকে দিয়ে তুমি সমস্ত ইউরোপকে বিচার করতে যেয়ো না, মোহিত!···আমাদের দেশের পুরুতদের দিয়ে যদি আমাদের ধর্ম্মকে কেউ বিচার করতে চায় তাহ'লে সেটাকে তুমি মানবে?

মোহিত এবার যোশীর উক্তির সত্যতা স্বীকার করলে। বললে, আমি ইউরোপকে বিচার করছিনা যোশী···আমি শুধু ভাবছি যে এদের মত শিক্ষিত লোকও দেখতে পায় না যে যে-ধর্ম্ম সজীব মনের তত্ত্বের সাথে না মেলে তার দাম অকিঞ্চিৎকর, তা' কুশ্রী···

যোশী কথার ধারাটা উল্টে নিয়ে বললে, মিস্ রজার্সকে দেখলে?

অপ্রসন্নস্বরে মোহিত বললে, দেখলুম। আমাকে দেখে তাঁর ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে ছোট্ট একটী হাসি হাসলেন। ওজন করা হাসির ফাঁক দিয়ে তাঁর ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো ঝলক্ দিয়ে উঠল, আমার মনে জাগল সেই টুথ্‌পেষ্টএর বিজ্ঞাপনের ছবিটী!

মোহিতের পিঠে একটা চাপড় মেরে যোশী বললে, তুমি কিন্তু ভয়ানক দুষ্ট হয়ে উঠছ, মোহিত·· ভদ্র মেয়েদের সম্বন্ধে এরকম যা' তা' মন্তব্য প্রকাশ করা কিন্তু তোমার মোটেই উচিত হচ্ছে না।

একটুও না দমে মোহিত বল্‌লে, ম্যাগাজিনের পাতার ফাঁক দিয়ে বুড়ি অভিভাবিকার চোখ এড়িয়ে ওরকম ফিক্ ক'রে একটি হাসি যদি আমায় বিজ্ঞাপনের ছবির কথা মনে করিয়ে দেয় তাহ'লে সে কি আমার মনের দোষ?

যোশী এবার মোহিতকে বাধা দিয়ে বল্‌লে, যথেষ্ট হয়েছে... তোমার মনের যা ছবি আমি দেখ্‌ছি তাতে অবাক হয়ে যাচ্ছি। যাক্...সত্যি বল্‌ছি, মোহিত, মেয়েটী বড় ভালো—ওকে আমি ছয় সাত মাস ধরে দেখ ছি ত।

—কোথায়? লণ্ডনে?

—হ্যাঁ লণ্ডনে। ওর পূরো নাম হচ্ছে শীলা রজার্স...ভারী মিষ্টি নামটী, না?

—হবে...

—তুমি ভয়ানক cynical; জানো আমি নামটী দেখেই ওর প্রেমে পড়ে যাচ্ছিলুম আর কি!

—পড়্‌লে না কেন?

হেসে যোশী জবাব দিলে, ভালো ভাবে পড়্‌তে হ'লে দুদিকেরই টান থাকা চাই যে—প্রেম হচ্ছে চুম্বকের মত আকর্ষণ বিকর্ষণের সাথী...

মোহিত যোশীর প্রেমের সংজ্ঞায় না হেসে থাক্‌তে পার্‌লে না। বল্‌লে, তোমার কথাটী ভয়ানক মূল্যবান, ভাই...মনের পাতায় শাদা কালীতে আমি নোট্ করে রাখ্‌ছি।

তার উপহাসটা গায়ে না মেখে যোশী বল্‌লে, কিংস্ কলেজে ও

পড়ে। আমার পাশেই বসেছিল। একটা কাগজে আমাদের সব নাম লিখ্‌তে হয়—ও লিখ্‌লে, তার পরই আমার হাতে দিলে। আমি দেখ্‌লুম লেখা আছে, শীলা রজার্স। আমার নাম দস্তখত শেষ করেই মরিয়া হয়ে প্রশ্ন কর্‌লুম, তুমি কি হিন্দুস্থানে জন্মেছিলে? …অবাক্ হয়ে সে জবাব দিলে, না…। তারপর আস্তে আস্তে বল্‌লে, কিন্তু সে দেশটা দেখ্‌বার ইচ্ছে আমার খুবই আছে! আমি ভাব্‌লুম এটা বুঝি একটা ইঙ্গিত, ভয়ানক উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লুম। তখন ত' প্রোফেসার এসে পড়্‌লেন্, তাই আলাপ আর বেশী এগোল না।…ক্লাশ শেষ হবার পর শীলার পেছনে পেছনে ছুট্‌লুম, চায়ে নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত কর্‌লুম, কিন্তু কী ভয়ানক reserve মেয়েটার! হাসি খুসী ঠাট্টাতে সে অনেক ফ্লার্টকেও হারিয়ে দিতে পারে, তবু শীলতার সীমারেখার বাইরে ওকে কিছুতেই আনা যায় না।

মোহিত যোশীর গল্পে একটুখানি interested বোধ কর্‌ছিল, প্রশ্ন কর্‌লে, লণ্ডনে কি শীলতার সীমারেখার বাইরে অনেকেই আস্‌তে রাজী তা হ'লে?

—সেটা নির্ভর করে শীলতার সংজ্ঞার উপরে। আমাদের দেশের অভিধানে যাকে শীলতা বলে তা নিয়ে ত ওদের বিচার করা চলে না। ওরা যাকে শীলতা বলে তার দাম কম নয়, মোহিত! …তার বাইরেও অনেকে আসে, কিন্তু সে হচ্ছে এক বিশিষ্ট শ্রেণীর মেয়েরা।…কলেজ যারা আসে তারা ভদ্র, শিক্ষিত—তারা ভয়ানক ভাবে elusive, ছেলেদের সাথে সেক্স নিয়ে কত তুমুল আলোচনা

করে চলেছে, কিন্তু তাদের মনের মধ্যে কোন আলোড়ন বা চঞ্চলতার স্থষ্টি হচ্ছে কি না তা' বাইরে থেকে বুঝ্‌বার জোটি পর্য্যন্ত নেই !

—তুমি শীলাকে, মিস্ রজার্স্‌কে, এই দলের মধ্যে ফেল্‌তে চাও ?

—হ্যাঁ, এবং এর খুবই উঁচু স্তরে। মিস্ রজার্স্‌এর সাথে আমার কত গল্পগুজব হয়েছে, কিন্তু আমাকে তার প্রথম নামটি ধরে ডাক্‌বার স্থযোগ একটিবারও দেয়নি। একদিন আমি এই নিয়ে বলেছিলুম, এত বড় গালভরা "মিস্ রজার্স্" বলার চেয়ে শুধু "শীলা" বললে লোকের কষ্টের লাঘব হবে। তাতে উত্তর পেয়েছিলুম, জগৎ শুদ্ধ লোকের কষ্টের লাঘব কর্‌তে হ'লে যে আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাব ! অথচ আমার নামের আগে "মিঃ"টা পছন্দ করে না বলে "যোশী" এই ডাকটুকু আদায় করে নিয়েছে !

মোহিত হেসে বল্‌লে, একতরফা বিচার ত হ'তে পারে না, যোশী ...বাকীটাও আস্‌বে শীগ্‌গীরই !

দুঃখস্থচক একটা অস্ফুট শব্দ করে যোশী বল্‌লে, এ ত' আর দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ নয় যে যতই টান মার্‌বে ততই অফুরাণ হয়ে বেরিয়ে আস্‌বে।

উপমাটিতে ভয়ানক খুসী হয়ে মোহিত বল্‌লে, নামটা দিয়েছ ভালোই...তা' তুমি বুঝি অর্জ্জুনের সাথে ডুয়েল লড়্‌তে চাও ?

—অর্জ্জুন থাক্‌লে ত লড়্‌ব !...এ পর্য্যন্ত কাউকে ও মন দিয়েছে বলে ত আমার বোধ হয় না !...তোমার দিকে একটু ঝুঁক্‌ছে বলে মনে হচ্ছে, তুমি এবার হাত গুটিয়ে নাও, আমি তোমায় দু'চারটে মন্তর শিখিয়ে দিচ্ছি।

যেন ভয়ানক ভয় পেয়েছে এম্‌নি স্বরে মোহিত বল্‌লে, দরকার নেই যোশী, তোমার সাথে ডুয়েল লড়্‌তে হ'লে আমার এই মাছ ভাত খেকো শরীরটা চুরমার হয়ে যাবে একটি আঘাতেই! তার চেয়ে বসে বসে সমুদ্রের শোভা দেখা অনেক ভালো।

যোশী বল্‌লে, কিন্তু তুমি ভুল বুঝছ, মোহিত! তোমাকে যদি মিস্ রজার্স বরণ করে নেয় তাহলে আমি একটুও ঈর্ষ্যান্বিত হব না, আমার বরং আনন্দ হবে এই দেখে যে আমারই একজন বন্ধু এই গর্ব্বিতা মেয়েটীকে মাটিতে লুটিয়েছে।

কথা হচ্ছিল দুজনের ইংরেজীতে। মিস্ রজার্সকে নিয়ে আলোচনা কর্‌তে দুজনে যখন মশগুল তখন হঠাৎ কানের কাছে মেয়েলি স্বর একটি এসে বাজ্‌ল, সুপ্রভাত মিঃ সেন···

মোহিত চম্‌কে পেছন ফিরে দাঁড়ালে। যোশীও একটু লজ্জিত ভাবে তাকালে। ছিঃ ছিঃ মিস্ রজার্স বুঝিবা তাদের কথাগুলো শুনেছেন এবং মনে মনে না জানি কী ভীষণ ভাবে হেসেছেন!

মিস্ রজার্সএর সম্ভাষণের মধ্যে কিন্তু তার কোনই পরিচয় পাওয়া গেল না। হাসি মুখে মোহিতের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, আপনি আজ অনেক বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় শুয়েছিলেন বুঝি?

কথাটা খুবই সাধারণ—শুধু একটা কথোপকথনের অবতারণা কর্‌বারই চেষ্টা। তবু মোহিত একটু ঝাঁঝের সহিত জবাব দিলে, ছোট্ট স্কুলের মত ভোর বেলায় উঠেই আকাশের লালিমা দেখ্‌বার জন্য পাগল হওয়াটা আমি সুধীজনোচিত মনে করি না মিস্ রজার্স!···

মিস্ রজার্স ত' অবাক। তবু আবার হেসে প্রশ্ন কর্‌লে, আপনার কালকের রাগটা বুঝি এখনও পড়েনি ?

মোহিত কোন জবাব দিলে না। যোশী মোহিতের হয়ে বল্‌লে, রোদ যেরকম বাড়্‌ছে তাতে আমার বন্ধুটির রাগ কম্‌বার ত কোনই সম্ভাবনা দেখ্‌ছিনা, মিস্ রজার্স···

মিস্ রজার্স একটু অনুতপ্ত সুরে বললে, আসলে কিন্তু অন্যায়টা হয়েছিল আমারই যোশী। বাবা যে ভাষা ব্যবহার করেন সেটা আমার মুখে আনাই উচিত হয় নি। আমাকে কী এর জন্য ক্ষমা করতে পারবেন না মিঃ সেন।

মোহিত মিস রজার্স'এর কথায় একটু বিব্রত হয়ে বললে, আমি ঠিক রাগ করি নি মিস্ রজার্স, আমার তরুণ মনের সবুজের উপর একটুখানি কালোছায়া এসে পড়েছিল মাত্র। যা হোক, আমার মনের সব গ্লানি এখন কেটে গেছে।

মিস রজার্স ভয়ানক ভাবে খুসী হয়ে মোহিতের হাতটি ধরে বললে, তাহলে আমরা এখন বন্ধু কেমন ?

মোহিত মিস রজার্স'এর করস্পর্শে সঙ্কুচিত হয়ে উঠ্‌ল। স্বাধীন দেশের আদবকায়দা আবহাওয়ার সাথে সে তখনও নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি, তাই শীলা রজার্স'এর আবেগ ভরা আহ্বানের সে কোন উপযুক্ত উত্তর দিতে পারলে না, একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

মিস রজার্স চকিতের মধ্যে মোহিতের মনের বিতৃষ্ণাটুকু বুঝে নিয়েছিল। সে নিজের এই প্রগল্‌ভতায় নিজেই লজ্জিত হয়ে

হাতটা সরিয়ে নিয়ে বল্‌লে, অবিশ্যি আপনি যদি এখনও রাগ করে থাকেন তাহলে আমার বল্‌বার কিছুই নেই।

মোহিত শশব্যস্তে বলে উঠ্‌ল, না, না, আমি রাগ করিনি' এখন, তবে···

যোশী এতক্ষণ চুপ করে এদের কলহলীলা দেখছিল। সে মোহিতের কথাটুকু পূর্ণ করে বল্‌লে, তবে বন্ধুত্ব মানে যদি এরকম প্রগল্‌ভতা হয় তাহলে মোহিতের আপত্তি আছে।

মোহিত ভয়ানক ভাবে অপ্রস্তুত হয়ে মুখচোরার মত বল্‌লে, না, না, আমি তা বল্‌তে যাচ্ছিলুম না। আমি বলছিলুম এই যে "আমরা বন্ধু হব" এ রকম গৌরচন্দ্রিকা করবার ত কোনো দরকার নেই! আমাদের মধ্যে বন্ধুতা যদি সত্যই গ'ড়ে উঠবার হয় তা হ'লে তা উঠ্‌বেই, তার জন্যে কোনো রকম আয়োজন করবার দরকার হবে না।

মিস্ রজার্স বল্‌লে, তা' মানি। কিন্তু তার আগে কৃত্রিম ব্যবধানগুলো দূর করে দেওয়া উচিত নয় কি?···ভুল বোঝার সম্ভাবনা ত' আছে, শুধু আছে কেন, হয়েছেও—তাই সে সব হওয়ার সুযোগ আগে থেকেই বন্ধ করে দেওয়া দরকার নয় কী?

মোহিত এর উত্তরে কী বল্‌বে খুঁজে পাচ্ছিল না। যোশী তার হয়ে জবাব দিলে, সব খোলাখুলি ত' এখন হয়ে গেছে, লাইন্ ক্লিয়ার্, সিগ্‌ন্যাল্ ডাউন···এখন বন্ধুত্বের রকেট্ চালিয়ে দাও···দেখ কোথায় গিয়ে ঠেকে!

মিস্ রজার্স একটু তর্জ্জন করে বল্‌লে, তুমি ভয়ানক উদ্ধত ছেলে,

যোশী···আরেকটু হলেই আমি তোমার সাথে আড়ি কর্‌তুম, কিন্তু তাহ'লে মিঃ সেন দুঃখিত হবেন বলে আজও সেটা মুলতুবী রাখ্‌লুম।

যোশী একটুখানি কুর্ণিশ করার ভঙ্গীতে বল্‌লে, ধন্যবাদ, মাদামোয়াসেল···

সেদিন বিকালবেলা চা খাবার পর মোহিত চুপ করে বসে Sherlock Holmes-এর গল্প পড়ছিল আর মনে মনে হাস্‌ছিল। যোশী গিয়েছিল জাহাজের কাপ্তেনের সাথে ভাব কর্‌তে আর জাহাজখানা আরবসাগরের কোন্ জলরেখা বিদীর্ণ করে অগ্রসর হচ্ছে এই অমূল্য তথ্য সংগ্রহ কর্‌তে। চিরঞ্জীব অঘোর ঘুমুচ্ছিল, আর ফাদার মাদারিয়াগা বোধ হয় শীকারের উদ্দেশে ঘুরছিলেন এদিক ওদিক কোথাও।

খানিকক্ষণ পরে শ্রান্তিবোধ করায় মোহিত বইটা মুড়ে উঠে দাঁড়াল। যারপর কী করা যায় ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার মনে হ'ল একবার মিস্ রজার্স-এর সাথে খানিকটা গল্প করে আসা যায়। সকালবেলার আলোচনার পর তার মনের মেঘ অনেকখানি কেটে গিয়েছিল এবং ধীরে ধীরে এই তরলভাষী হাস্যবিলাসনিপুণা মেয়েটির প্রতি তার বিতৃষ্ণা কমে আস্‌ছিল।

ফার্ষ্ট ক্লাস ডেকে এসে দেখে মিস্ রজার্স-এর প্রিয় স্থানটিতে কেউ নেই—দুটো চেয়ারই খালি। একটুখানি হতাশ হয়ে সে ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু কী মনে ক'রে পাশেই স্মোকিং-রুমে সে ঢুক্‌ল।

দেখ্‌লে এক কোণে একটি টেবিল অধিকার করে মিস্ রজার্স একমনে কী লিখ্‌ছে।

লেখার সময় বিরক্ত করা উচিত নয় এই ভেবে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় আহ্বান শুন্‌তে পেল, মিঃ সেন···

বিস্ময়ের সহিত মোহিত অনুভব কর্‌লে যে মিস রজার্স-এর এই ডাকে তার মনের মধ্যে পুলকের একটা ঢেউ খেলে গেল। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল।

মিস্ রজার্স হেসে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, বন্ধুর খোঁজে এসেছিলেন বুঝি?

ফস্ করে মিথ্যা কথাটা মোহিতের মুখ দিয়ে বাহির হল না।—সে একটু ইতস্ততঃ করে বল্‌লে, না, এই আপনারই খোঁজে এসেছিলুম···

মিস্ রজার্স-এর মুখ আভায় দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে, ঠাট্টা কর্‌ছেন না ত?

—না, সত্যি···

—তাহ'লে বসুন···

মোহিত পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌ল। মিস্ রজার্স তার সাম্‌নের কাগজপত্রগুলো গুছাতে গুছাতে মোহিতের সেদিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে বল্‌লে, এগুলো আমার অবসর সময়ের ছেলেখেলা, মিঃ সেন। যখন কিছু কর্‌বার থাকে না আর শরীর আলস্যে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন এই কাগজগুলোর উপর আঁচড় কাটি। আমার বন্ধুরা অবশ্য

এর মস্ত একটা গালভরা নাম দেন, বলেন এ নাকি আমার ডায়েরী…

মোহিত মিস্ রজার্স-এর কথার ভঙ্গী আর ছন্দ বেশ উপভোগ কর্‌ছিল। মেয়েটির ব্রীড়ার অভাব থাকতে পারে, কিন্তু তার ব্রীড়াহীনতার মধ্যে একটা লীলায়িত স্বাচ্ছন্দ্য আছে যাকে উপেক্ষা করা চলে না।

বল্‌লে, ডায়েরী লেখা ত খুবই ভালো জিনিষ, মিস্ রজার্স…

একটু তাচ্ছিল্যের সুরে মিস্ রজার্স বল্‌লে, ছাই ভালো!… আমার ডায়েরী ত' আর আসল ডায়েরী নয়, এ হচ্ছে এলোমেলো কতকগুলো কথা বা ভাবের সমষ্টি…

মোহিত হেসে বল্‌লে, ঐখানেই ত ডায়েরীর যথার্থ মর্য্যাদা! যদি কাঠখোট্টা কতকগুলো ঘটনার সমাবেশ হ'লেই ডায়েরী হত তাহ'লে জগতের বড় বড় চিন্তাশীলদের ডায়েরী আজ বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবে যেত!

ডায়েরীর কথাটা উল্‌টিয়ে নিয়ে মিস্ রজার্স প্রশ্ন কর্‌লে, আচ্ছা মিঃ সেন, আপনাকে যদি গুটিকয়েক প্রশ্ন করি তাহ'লে রাগ কর্‌বেন কি?

—না, রাগ কর্‌ব কেন?

—তাহ'লে প্রথম প্রশ্ন কর্‌ছি এই, আপনি আমাদের দেশের উপর ভয়ানকভাবে চটা, নয় কি?

—চটা ঠিক বল্‌লে ভুল করা হবে, তবে আপনাদের সভ্যতার অনেকগুলো আচরণই আমার কাছে ভয়ানকভাবে মেকী ঠেকে।

তাই যখন দেখি সে সব মেকী জিনিষ নিয়ে লোকে গর্ব্ব করছে তখন আমার প্রতিবাদের স্পৃহা জেগে ওঠে!

খুব শান্ত অথচ গভীরভাবে মিস্ রজার্স প্রশ্ন করলে, এ আপনার অন্যায় নয় কি?

—অন্যায় কিসে?

—আপনি আমাদের দেশের কীই বা দেখছেন বা শুনেছেন! যা' কিছু আপনার অভিজ্ঞতা তা' পুঁথিপড়া, হয়ত বা একটা বিশিষ্ট মতবাদের পোষক এক শ্রেণীর পুঁথি তা'!···আপনি আগে থেকেই এ রকম সংস্কারান্ধ মন নিয়ে একটা দেশে যাচ্ছেন, এ কি আপনার শিক্ষা বা জ্ঞানের সহায়তা করবে?

মোহিত জবাব দিলে, আমি সঙ্কীর্ণতা নিয়ে যাচ্ছি না, মিস্ রজার্স···আমার মধ্যে অন্ধভক্তির ছায়া নেই এইটুকুই আমি বুঝিয়ে দিতে চাই।

হেসে মিস রজার্স বললে, তা' যদি হয়ে থাকে তাহ'লে আমার ঝগড়া করবার কিছু নেই—কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আপনি আপনার গলদ কোথায় ঠিক বুঝতে পারছেন না।...আপনি যাকে অন্ধভক্তির অভাব বলছেন তাকে আমি বলব অতি স্থূল রকমের একটা গোঁড়ামি।···আমায় মাপ করবেন, মিঃ সেন, কিন্তু মিস্ মেয়ো যদি তাঁর বই সম্বন্ধে বলেন যে তিনি যা' বলেছেন তা' শুধু 'অন্ধভক্তির ছায়া তাঁর উপর পড়ে নি' এর পরিচায়ক, তাহ'লে আপনার রক্ত কি গরম হয়ে উঠবে না?

মোহিত এবার বলে উঠল, আপনি কার সঙ্গে কার তুলনা

কর্‌ছেন, মিস্ রজার্স ? মিস্ মেয়োর সেই পঙ্কিল আবর্জ্জনাময় গালিগালাজের কি তুলনা হয় কখনও ?

—মেনে নিলুম না হয় আপনার কথা। কিন্তু বাইরে থেকে আপনার এই অনভিজ্ঞ মন থেকে উৎসারিত কথা শুনে যদি সাধারণ লোকে—আমাদের দেশের লোকে—আপনাকে সঙ্কীর্ণমনা ভাবে তাহ'লে তাদের কি অন্যায় হবে ?

অন্য সময় হ'লে হয়ত মোহিত এর তীক্ষ্ণ একটা জবাব দিত, কিন্তু আজ তার মুখ দিয়ে সেরকম কোন কথা বেরুল না। সে একটুখানি চিন্তিতস্বরে বল্‌লে, এটা অবিশ্যি আমি ভেবে দেখি নি', মিস্ রজার্স···

হেসে মিস্ রজার্স বল্‌লে, আচ্ছা, আমার প্রথম প্রশ্নটির সমাধান ত একরকম হ'ল। এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি কর্‌ছি··· আপনাদের দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

মুহূর্ত্তের জন্য মোহিতের চোখ দুটো জ্বলে উঠ্‌ল, তারপর শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বল্‌লে, মাপ করবেন, ওটা হচ্ছে আমাদের গভীর অনুবেদনার বস্তু, তা নিয়ে আমি এখানে মতামত প্রকাশ কর্‌তে চাইনে' !

মলিন হাসি হেসে মিস্ রজার্স বল্‌লে, আমার গায়ের রং আর নাড়ীর রক্ত বোধ হয় আপনার স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা দিচ্ছে !··· কিন্তু আপনাকে বল্‌ছি, যতই অপ্রিয় হোক্ না কেন, আমি একটুও অসন্তুষ্ট হব না !···আর একটি কথা ভুলে যাবেন না, আমি স্বাধীন

দেশেরই মেয়ে, স্বাতন্ত্র্য এবং সাম্যের দাম কী তা' আমার কাছে অজ্ঞাত নেই।

মোহিত আগেরই মত শান্তভাবে বল্‌লে, আজ থাক, আর একদিন বল্‌ব।

দু'জনেই খানিক্ষণ চুপ করে রইল।...অস্তায়মান সূর্য্যের লাল রশ্মি স্মোকিং-রুমের জান্‌লা দিয়ে শীলা রজার্স-এর মুখের উপর এসে পড়েছিল, আর তার মুখ চোখ এক অপূর্ব্ব আলোকে প্রতিভাত হয়ে উঠ্‌ছিল। মোহিত একটুখানি মুগ্ধভাবে তার দিকে ক্ষণেকের জন্য তাকিয়ে ছিল, তার পর হঠাৎ যেন-ভয়ানক-একটা-অন্যায়-করেছে এম্‌নি একটা ভঙ্গীতে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

শীলা রজার্স স্তব্ধভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সূর্য্যের লালিমা দেখে বোধ হচ্ছিল যেন তার মনের কুঞ্জেও আবীর লেগেছে...ছোট্ট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়াল।

মোহিতও সাথে সাথে উঠে পড়্‌ল। শীলা একটুখানি হেসে বল্‌লে, আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট কর্‌লুম, আশা করি কিছু মনে কর্‌বেন না।

মোহিত একটুখানি মৃদুহাসি হাস্‌লে।

* *
*

*

*　　*

শীলার ডায়েরী হইতে ঃ

বুধবার, সকালবেলা। আজ আমার এত ভালো লাগ্‌ছে যে কী বল্‌ব! জাহাজটার প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন মধুতে স্নাত বলে মনে হচ্ছে।···সূর্য্যোদয় ত রোজই দেখি, রোজই সুন্দর লাগে, কিন্তু আজকের সৌন্দর্য্য যেন সব সৌন্দর্য্য-গরিমা ছাপিয়ে উঠেছিল। মনটা হয়ে উঠেছে খুঁতখুঁতে ছেলের মত, কিছুতেই শান্ত হতে চাচ্ছে না...অথচ একটুখানি চাঞ্চল্যের পরই কী জানি কেন ফেনিয়ে ওঠা মদের মত শান্ত-সমাহিত হয়ে পড়্‌ছে।

কাল ডিনারের পর নাচ হ'ল। নাচটা চিরকালই আমার ভালো লাগে···সুরের মূর্চ্ছনা আর সমুদ্রের বাতাস এই দুই মিশে ভারী রোম্যান্টিক্‌ একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। আমি সুন্দর নীলরঙের একটা গাউন পরেছিলুম, আর আমার গলায় ছিল নীল পাথরের ছোট্ট একটি টুক্‌রো।···কর্ণেল গ্রীণ ত সারাটা সময় আমাকে কম্‌প্লিমেণ্ট দিতেই ব্যস্ত ছিলেন! বুড়োকে আমার বড্ড ভালো লাগে, ভয়ানক আমুদে ও রসিক লোক কিন্তু! আর কী ভীষণ হুইস্কি আর সোডা খেতে পারে! আমি ওকে বল্‌ছিলুম, এবার কিন্তু তুমি আর টাল সাম্‌লাতে পারবে না, শেষে তোমার বাহুতে বদ্ধ হয়ে আমিও কি সমুদ্রের জলে পড়ে যাব?···কর্ণেল

তাতে একটুখানি হেসে বলেছিলেন, এ ওস্তাদ বহুদিন এর মধু খেয়ে খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে গেছে, এ ভাঙ্গবে তবু নড়বে না!

নাচের মাঝখানে হঠাৎ একবার সেনের কথা মনে হয়েছিল। ভাব্‌ছিলুম, ও যদি আমায় এম্‌নি ভাবে নাচ্‌তে দেখে তাহ'লে কী ভাব্‌বে?...ওর যা' মন তাতে হয়ত বিচ্ছিরি একটা কিছু ভেবে বস্‌বে, আর আমার সাথে জীবনেও কথা কইবে না! অবশ্যি ওকে দোষও দেওয়া যায় না...নাচের মধ্যে না হোক্, নাচের পর অনেক সময় যা' সব কাণ্ড হয় তাতে যে-কেউ শক্ পেতে পারে!... প্যাট্রিশিয়ার যৌবন বোধ হয় প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় এসে ঠেকেছে, তবু সে কী ঢলাঢলিটা না কর্‌লে! সবাই একটুখানি হাস্‌লে তাদের উপরের ডেকে চলে যেতে দেখে। কর্ণেল গ্রীণ আমার কানে অস্ফুটস্বরে বল্‌লেন, ওদের সী-সিক্‌নেস্ হয়েছে...

কাল রাতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম হয়নি', বোধ হয় নাচের উত্তেজনার ফলে! বারোটার সময় নাচ শেষ হবার পর অনেকক্ষণ আমি ডেকে দাঁড়িয়েছিলুম, কর্ণেল গ্রীণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প কর্‌ছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস্ কর্‌ছিলেন, ইণ্ডিয়া কেমন লাগ্‌ল।...আমি কী জবাব দেব বুঝ্‌তে পার্‌ছিলুম না। যেভাবে দেশটা দেখেছি তা' না দেখারই সমান। গেলুম একটা নতুন দেশ দেখ্‌তে, কিন্তু সব সময় রইলুম আমার রং এবং রক্তের মর্য্যাদা নিয়ে দেশের লোকদের এড়িয়ে। মিস্ হিলকে কত ক'রে বল্‌লুম, চলো, এসব বড় বড় হোটেল ছেড়ে দিয়ে ছোট্ট একটি সহরে দিশী কোন একটা ধর্ম্মশালায় জাতীয় জায়গায় গিয়ে বসি।...

শুনে মিস্ হিলের মূর্চ্ছা হয় আর কি! তাঁর ক্ষীণ বপু, ঋজু দেহ আর চশমার ভিতর দিয়ে জুল্‌জুল্ চাউনি নিয়ে তিনি বল্‌লেন, তোমাকে শয়তানে পেয়েছে নাকি?

সত্যি, এত বড়ো একটা দেশ, এর মধ্যে যে কোন মর্ম্মভেদী বেদনা প্রচ্ছন্ন আছে তা' আমরা বাইরের পথিকেরা কতটুকুই বা বুঝতে পারি?...আসি, বড় বড় হোটেলে থাকি, তাজমহল, উদয়পুর, দার্জ্জিলিং আর কল্‌কাতা দেখি, তারপর দেশে ফিরে একটা ইম্প্রেশন্‌স্-এর বই লিখে বসি...The mysterious East ...The glamorous East! কিন্তু এই রহস্য, এই বৈভবের পেছনে যে কতো বড়ো যন্ত্রণা লুকানো আছে সেটা আমাদের চোখে আসে না, এলেও তার কুশ্রীতা আমাদের মনের ভাবপ্রবণতাকে এতখানি চঞ্চল করে দেয় যে তা' কোন রকমে বিদায় করতে পারলে বাঁচি!

কর্ণেল গ্রীণ যখন সাড়ে বারোটার সময় আন্দাজ বিদায় নিয়ে তাঁর ক্যাবিনে শুতে চলে গেলেন তখনও আমি ডেকের উপর দাঁড়িয়ে রইলুম। কালো সিন্ধুর জল ভেদ করে আমাদের জাহাজ চল্‌ছিল, আর ট্রপিক্যাল্ আকাশে তারার শোভা যেন শা'জাহানের হারেমের রূপসীদের হীরকখচিত শাড়ীর আঁচলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আমি শুধু ইণ্ডিয়ার কথা ভাব্‌ছিলুম; যতদিন সেখানে ছিলুম আমার মনের গোপন অন্তঃপুর মথিত ক'রে একটা অসোয়াস্তির ভাব জেগে উঠেছিল, কিন্তু তার বেশী কিছু আলোড়ন হয়নি'।...এখানে এসে সেনের সাথে দু'চারটি কথাবার্ত্তা হওয়াতে

যেন একটা বিপ্লবের নৃত্য সুরু হ'ল! তার শান্ত দৃঢ়তা আর আবেগময়ী চাউনিতে দেশের সব অর্দ্ধস্ফুট ভাব যেন সবাক্ ভাষা হয়ে ফুটে বেরুল!

আজ সকালবেলা যখন সেনেদের ডেকে গিয়েছিলুম তখন কেউই ছিল না সেখানে। কাল একটু ঠাণ্ডা পড়েছিল কিনা, তাই ডেকের উপর শোবার সাহস কেউ করেনি' এবং ভোরের আলো ফুটে ওঠা সত্ত্বেও কম্বলের সুখস্পর্শ ছেড়ে কেউ বাইরে বেরিয়ে আস্তে চায় নি'।

আমি প্রতীক্ষমানা মূর্ত্তিতে ডেকের উপর একটা চেয়ার নিয়ে রেলিংএর সাথে গালটি ঘেসে বসেছিলুম। আর লাল আলো আগমনের ঔৎসুক্যে আমার সব ইন্দ্রিয় কটাকে সচেতন রাখ্বার চেষ্টা কর্‌ছিলুম, এমন সময় শ্লিপারের মৃদুশব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকালুম। দেখ্‌লুম, সেন, পাত্‌লা এক কিমোনো পরে এসেছে। চোখে তার তখনও ঘুমঘোর, ঠোঁট দুটো আলস্যে ভরা, চুলগুলো দুষ্টু ছেলের মত বেপরোয়া।

বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা ছিল কিন্তু সূর্য্য উঠবার আগে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলুম, আপনার শীত করছে না? এরকম পাত্‌লা একটা কিমোনো পরে আছেন!

সে আমাকে প্রথমে দেখ্‌তে পায়নি', আমার কথা শুনে একটুখানি চম্‌কে উঠে বল্‌লে, ওঃ, আপনি বসে আছেন···না, ঠাণ্ডা আর এমন কি!

বেশ হাসি মুখেই সে কথাক'টি বল্‌লে, কিন্তু তার পরই

পলকের মধ্যে তার মুখ ভয়ানক ভাবে গম্ভীর হয়ে গেল, সে বল্‌লে, আমি ত তবু দিব্যি এখানে কিমোনো গায়ে ঘুর্‌ছি, কিন্তু আমার দেশের লোকেরা একটি ছেঁড়া কাঁথার অভাবে ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে কাঁপ্‌ছে !

মনটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। সেনের কথার সুরে মনে হ'ল যেন আমাকে খোঁচা দেবার জন্তেই ও এম্‌নি করে বল্‌লে। আমি একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বল্‌লুম, আমার সাধারণ একটা কথার উত্তরে এরকম জবাব দেবার উদ্দেশ্য কি আমার রক্ত আর রংএর কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া, মিঃ সেন ?

মিঃ সেন এর উত্তরে মাত্র একটি কথা বল্‌লে, সেটা সত্যি হ'ত, যদি একথাটি শুন্‌তেন কাল বিকেলের আগে, মিস্‌ রজার্স···এখন এটা যে বল্‌লুম তা বিবাদ বা অভিযোগের অভিপ্রায়ে নয়, আপনি আপনার সমবেদনা দিয়ে বুঝ্‌তে পার্‌বেন এই বিশ্বাসে···

মুহূর্তের জন্য অবগুণ্ঠন সরে গেল ! বিদ্যুতের ঝিলিকে যে আমি একটি মনের ছবি দেখ্‌তে পেলুম তার জন্যে আমি আমার নিয়তিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তাই আমার মন আজ সকালবেলাটা এত খুসীতে ভরে আছে !

বুধবার, চায়ের আগে। মিস্‌ হিল কি আমায় শান্তিতে থাক্‌তে দেবেন না ? কাল থেকেই লক্ষ্য কর্‌ছিলুম তাঁর মুখখানা যেন শ্রাবণ-মেঘের ছায়ায় আচ্ছন্ন। আজ লাঞ্চ্‌এর পর আমি সেকেণ্ডক্লাস ডেকে যাব এমন সময় আমায় ডেকে গুরুগম্ভীরস্বরে প্রশ্ন কর্‌লেন, কোথায় যাচ্ছ ?

আমি জবাব দিলুম, একটি বন্ধুর সাথে দেখা করতে। . .

ভ্রূকুটিকুটিল চক্ষে প্রশ্ন করলেন, সেই ভারতীয় ছোক্‌রা ছুটো বুঝি ?

তাঁর কথার ভঙ্গীতেই আমার মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল। আমি সোজা জবাব দিলুম, যদি তাই হয়ে থাকে তাহ'লে ক্ষতি আছে কি ?

হঠাৎ পায়ের সামনে সাপ দেখ্‌লে মানুষের মুখের চেহারা কেমন হয় কেউ দেখেছ কি ? মিস্ হিলের মুখের বর্ণবৈচিত্র্যও ঠিক তেম্‌নি হ'ল। আমার মত শান্ত সুবোধ মেয়ের কাছ থেকে বোধ-হয় এরকম জবাব তিনি স্বপ্নেও আশা করেন নি'···তিনি খানিকটা স্তব্ধ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন···তাঁর সে সময়কার চাউনি আমি কখনও ভুল্‌তে পার্‌ব না !

পরে একটু ক্রূর হাসি হেসে বল্‌লেন, সাগরজলের হাওয়া লেগেছে কি না, তাই একটুখানি স্বেচ্ছাচারের স্পৃহা জেগে উঠেছে, না ?···তা' মন্দ নয়, যদি সীমানা ছাড়িয়ে না যায় !

মিস্ হিলের এই বক্র ইঙ্গিতে আমি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্‌লুম। তীব্রকণ্ঠে বল্‌লুম, নিজের স্বৈরিতা দিয়ে অপর লোকের ভদ্র-ব্যবহারকে বিচার কর্‌তে যাওয়াটা তোমার মত ইতর মেয়েরই পরিচায়ক !

রাগে আমার মাথার শিরাগুলো দপ্ দপ্ ক'রে জ্বল্‌ছিল। মিস্ হিলের সাম্‌নে আর দাঁড়াতে পার্‌ছিলুম না, কেবলই ভয় হচ্ছিল হয়ত অসম্ভব একটা চীৎকার করে একটা সীন্ করে বস্‌ব !

মনটা বড্ড অবসন্ন হয়ে গেছে। মিস্ হিল যে বাবার কতখানি বিশ্বাসের পাত্রী তা' আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। 'লণ্ডনে পৌছবার সাথে সাথেই ত সব ঘটনা বাবার কাছে রিপোর্ট হয়ে যাবে, আর তাঁর স্বভাব ত' আমি জানি! খাঁটি ব্রিটিশার ছাড়া আর কারো ছায়া মাড়ালেও যাঁর আভিজাত্যের গর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হয় তিনি আমার এই যোশী আর সেনের সাথে বন্ধুতাকে কখনই সদ্‌চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌বেন না!

দূর হোক্‌গে ছাই। কী সব আজ্‌গুবি ব্যাপার ভাব্‌ছি!··· লণ্ডনে পৌছে কী হবে তা' নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? যা' ভালো এবং সঙ্গত বলে মনে হচ্ছে তা' করে যাই, পরের ভাবনা পরে হবে!···অনুতাপ করাটা আমার প্রকৃতির বিরুদ্ধে, কাজেই মিস্ হিলের সাথে আজকের এই বচসা বা সেনের প্রতি আমার একটুখানি আকর্ষণ এর কোনটার জন্যেই অনুশোচনা আমার কোনদিন হবে না! বার্ণার্ড শ' না কে যেন বলেছিলেন, অনুতাপ করে মূর্খেরা, যাদের মনের দৃঢ়তা নেই, সত্যে নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসের অভাব যাদের অণুপরমাণুতে।

বুধবার, ডিনারের পর। সবাই সিনেমা দেখ্‌তে চলে গেছে, আর আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে লিখ্‌ছি। মিস্ হিলের শ্যেনদৃষ্টির বিভীষিকা থেকে কয়েকটি ঘণ্টার জন্য যে বেঁচেছি এই আমার আনন্দ! এমন নীরস, কল্পনাবোধহীন মেয়েমানুষ আমি আর দেখিনি'·· আমার এ ডায়েরী লেখাকে মিস্ হিল দু'চক্ষে দেখ্‌তে

পারেন না, বোঝেন না যে এ আমার মনের একটা অভিব্যক্তি মাত্র, এর মধ্যে যুক্তি বা বুদ্ধি নেই। রক্ত যখন যুক্তির নিগড় ছাড়িয়ে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে এবং তার উপর সাগরের দোলা এসে লাগে তখনই আমি আমার এলোমেলো কাগজের টুক্‌রোগুলো নিয়ে বসি।

সাগরদোলার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা উচ্ছৃঙ্খল বাঁশীর সুর আছে। নইলে সেনের মত লোকও আস্তে আস্তে আমার পাশে সোফাটির উপর এসে বস্‌লে! সন্ধ্যার ঠিক আগে ফার্ষ্টক্লাশ ডেকে একবার ঢুঁ মারাটা যেন ওর নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হয়ে গেছে।...আজও সে স্মোকিংরুমে ঢুকেছিল, চলে যাবার ছলও করেছিল, কাজেই আমাকে ডাক্‌তে হ'ল। সে ফিরে এল, এসে খানিকক্ষণ নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলে; তারপর ছোট্ট একটি কম্‌প্লিমেণ্ট দিলে, আপনাকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে!... তার পর অনুমতির অপেক্ষা না রেখে আমার ডান পাশে সোফার উপর বসে পড়্‌লে।

আমি একটু খুসী যে হলুম তা' বলাই বাহুল্য। এতদিন যেন ওর ধরা-ছোঁয়া পাচ্ছিলুম না, ওর মনের আলো-আঁধারের ইসারায় আমার বুদ্ধি ধাঁধার মধ্যে ঘুরছিল; আজ সন্ধ্যায় ইসারাটা যেন একটু সহজ হয়ে উঠ্‌ল।

এরপর ঘণ্টাখানেক যা' হ'ল তাকে সোজা ভাষায় বল্‌ব— tête-á-tête. মঁপাসাঁ যখন এর মাধুর্য্যের ব্যঞ্জনা করেছিলেন তখন আমি হেসেছিলুম মনে মনে; কিন্তু আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেনের পাশাপাশি বসে আমি ওর প্রাণের প্রত্যেকটি স্পন্দন যেন

অনুভব করছিলুম, ওর কথার মূর্চ্ছনায় আমার মন তালে তালে নেচে উঠ্‌ছিল···আমার মনের গুটি থেকে আনন্দের দ্যুতি বেরিয়ে আস্‌ছিল প্রজাপতির মত !

সে কথা বলে কম, একটু লাজুক স্বভাব কি না ! কিন্তু দু' একটি টুক্‌রো যা' বলে তাতেই মনের বাঁধন খসে যায়। মাঝে মাঝে তার চোখে অস্বাভাবিক এক দীপ্তি ফুটে ওঠে। দেশকে ও যে কী প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তা' ওর সাথে খানিকক্ষণ নিবিড়ভাবে আলোচনা না কর্‌লে বোঝা অসম্ভব ; ও হচ্ছে অথই জলের মাছ, ভাসাভাসা স্তুতি বা উচ্ছ্বাস ওর মনের গভীরতার কাছে সাগর-জলের বুদ্‌বুদের মত।

তবু দেখ্‌তে পাই মাঝে মাঝে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সে বোধ হয় আমার সান্নিধ্যের জন্যে। সে কখনই আমায় ভুল্‌তে দেয়না যে আমি হচ্ছি তার শাসকদেরই জাতের মেয়ে···তাই নিবিড়তা আস্‌বার পথে বাধা ফুটে ওঠে, ব্যবধানের পাঁচীল এসে সহজতার মাঝেও একটা অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করে।

আমি সেনকে তার আগের দিনকার প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিলুম। সে ভুলেই গেছ্‌ল প্রায়। আমি বল্‌লুম, আপনি আপনার দেশের কথা আমাকে বল্‌বেন কাল প্রতিশ্রুতি করেছেন, আজ বল্‌তেই হবে···

সে কথাটি এড়িয়ে জবাব দিলে, আপনি ত' নিজেই দেখে এসেছেন, আমায় আবার প্রশ্ন কর্‌ছেন কেন ?

আমি বল্‌লুম, আমি কিছুই দেখিনি' আপনার দেশের। আমি

দেখেছি শুধু গুটিকয়েক প্রাসাদ আর স্তূপ···আপনাদের জীবন্ত দেশ একেবারে এড়িয়ে এসেছি !

মলিন হাসি হেসে মোহিত বল্লে, আমাদের দেশ জীবন্ত নয়, ও হচ্ছে মৃত্যুপথের যাত্রী···

আমি নাছোড়বান্দা হয়ে আবার বল্লুম, তারই একটু ছবি আমায় বলে দিন্ না !

বোধ হয় আমার কণ্ঠের মধ্যে সত্যিকারের আগ্রহের সুর ফুটে উঠেছিল, সে আর কোন প্রকার দ্বিধা কর্‌লে না। অতি সংক্ষেপে দু'চারটি কথায় আমার চোখের সাম্‌নে এমন একটি ছবি এঁকে তুল্‌লে যে আমি ওর ক্ষমতাকে মনে মনে প্রশংসা না ক'রে পার্‌লুম না।···কথা যখন শেষ হ'ল তখন দেখ্‌লুম অন্তর-নিংড়ানো আবেগে সে অবশ হয়ে পড়েছে !

আমি প্রশ্ন কর্‌লুম, ক্লান্তি লাগ্‌ছে ? আপনাকে কষ্ট দিলুম ?

বল্‌লে, না···একটুখানি বিস্ময় বোধ কর্‌ছি মাত্র—আপনার কাছে এসবকথা এমন আগ্রহভরে বল্‌ব এ আমি কখ্‌খনও ভাবিনি' কিন্তু !

আমি ভয়ানক ভাবে পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌লুম, জয়ের গৌরবে আমার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল।

* * * *

মিস্ হিল সিনেমা দেখে ফিরে এসেছেন, মুখখানি খুব হাসি-হাসি। কর্ণেল গ্রীণ বোধ হয় ওঁর গাউনটার প্রশংসা করেছেন আজ !·· কর্ণেল গ্রীণ খুব লোকভুলানো পুরুষ বটে !

আমি মিস্ গ্রীণকে প্রশ্ন কর্‌লুম, কেমন ছবি দেখ্‌লে ?

—বেশ হয়েছিল, তুমি গেলে না, কর্ণেল এবং আরো অনেকে তোমার কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন।

—আরও অনেকের মধ্যে কারা আছেন ?

—জিমি, ব্ল্যাকি এরা সবাই !

জিমিকে আমি বেশ ভালোরকমই জানি। আমার দুর্ভাগ্য হয়েছিল দিল্লীতে ওর ওখানে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলুম, তারপর থেকে সে যে আমার পেছনে লেগেছে আমার একদণ্ডও শান্তি নেই ! আমারই জন্যে সে ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে !···কিন্তু কাল ওকে আমি বেশ শক্তরকম দাবড়ানি দিয়েছি, তার ফলে আজ সারাদিন আমায় বিরক্ত কর্‌তে আসেনি'।

মিস্ হিল আমার মৌনতায় খুব প্রসন্ন হলেন না। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌লেন, ওরা তোমার কথা নিয়ে যেন একটু হাসাহাসি কর্‌ছিল বলে মনে হল···আর ওদেরও দোষ দেওয়া যায় না !

আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম মিস্ হিল কোন্ বিষয়ে ইঙ্গিত কর্‌ছেন। ওর সাথে এসব নিয়ে তর্ক করাটাও আমার কাছে অপমান বলে মনে হচ্ছিল, আমি কিছু জবাব দিলুম না।

মিস্ হিল আপন মনে অস্ফুটস্বরে গজ্‌গজ্ কর্‌তে লাগ্‌লেন, কিন্তু দেখ্‌লেন আমার গাম্ভীর্য্য অটল এবং দুর্ভেদ্য। শোবার পোষাক পরে আমাকে প্রশ্ন কর্‌লেন, রাত হ'ল, শোবে না ?

আমি বুঝ্‌লুন, আলোটাতেই মিস্ হিলের আপত্তি। আমি

বেড্‌সুইচের আলোতে লিখ্‌ছিলুম, কিন্তু ঝাল মেটাতে হ'লে একটা বস্তু চাই! মিস্ হিলের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়্‌ল আমার শিয়রের কাছের বাতিটার উপর।

সারাদিন ডায়েরী লিখে লিখে আমারও চোখ জড়িয়ে আস্‌ছে, আমি আর কিছু না ব'লে বাতিটা নিবিয়ে দিচ্ছি।

বিষ্যুৎবার, সন্ধ্যার পর। আজ সারাটি দিন ডায়েরী লিখ্‌বার অবসর পাইনি'। সকালবেলায় যখন শুন্‌লুম যে আমরা আজ বিকেলে এডেন্ পৌঁছব তখনই মনটা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। এতদিন শুধু জলের রাশি দেখে আর সাগরের দোলা খেয়ে মনটা ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। তাই মাটির স্নেহস্পর্শ পাবার আশায় খেয়ালী আমি আনন্দোন্মুখ হয়ে উঠ্‌লুম।

সারাটা সকাল ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছি। খানিকক্ষণ কর্ণেল গ্রীণ্-এর সাথে গল্প কর্‌লুম। কর্ণেল গ্রীণ বেশ একটুখানি চোখের ভঙ্গী ক'রে আমাকে প্রশ্ন কর্‌লেন, নতুন বন্ধুদের কেমন লাগ্‌ছে?

আমি ওঁর ইঙ্গিত বুঝ্‌লুম। কর্ণেলের কথার ভঙ্গীটির মধ্যে কিন্তু কোনই বিষ নেই, তাই হাসিমুখে বল্‌লুম, মন্দ লাগ্‌ছে না, কর্ণেল, তবে জানই ত', পুরাণো জিনিষ হচ্ছে সব চেয়ে সেরা, তার সাথে কিছুরই তুলনা হয় না।

কর্ণেল হেসে বল্‌লেন, কথাটা কিন্তু মাত্র আংশিকভাবে সত্যি! এই ধর না, যদি আমার ছেলেবেলাকার একটি মিসেস্ গ্রীণ এখন

পর্য্যন্ত বেঁচে থাক্‌তেন তাহ'লে কি আর আজ তাঁর সাথে প্রেম কর্‌তে পারতুম ?···তরুণী যুবতী শীলা রজার্স যেমন মিষ্টি প্রৌঢ়া বর্ষীয়সী মিসেস্ গ্রীণ কি তেমন মিষ্টি হতে পারেন ?

এখানে বলে রাখি, কর্ণেল গ্রীণ হচ্ছেন কুমার। তাই তাঁর মুখে রসের ফোয়ারার কখনও কম্‌তি নেই। আমি কর্ণেলের কথায় একটুখানি তর্জ্জন করে বল্‌লুম, তুমি তরুণী যুবতীদের মধুই দেখ্‌ছ, কর্ণেল, মধুর পেছনে যে হুল আছে সেটা ভুলে যেয়োনা যেন !

কর্ণেল বল্‌লেন, কিন্তু মধুভরা হুল ত ? মধুর খাতিরে সে হুলটুকু সহ্য করা যায়।

আমি দেখ্‌লুম কর্ণেলের সাথে কথায় পার্‌বার যো নেই। তাঁর আগেকার প্রশ্নের সোজা উত্তর দেই নাই সেটা মনে হ'ল। বল্‌লুম, কর্ণেল, তোমরা ভারতীয় ছেলেদের সাথে আমাদের মিশ্‌তে দেখ্‌লে এমন আঁৎকে ওঠ কেন, বল ত ?

কর্ণেল আমার প্রশ্নে খুবই প্রীত হ'লেন বলে বোধ হল। বল্‌লেন, যারা বুদ্ধিমান্ তারা কখনই আঁৎকে উঠ্‌বে না···কারণ এদেশের শিক্ষিত ছেলেরা যথার্থ ভদ্রতায় আমাদের শিক্ষিত ছেলেদেরও ছাড়িয়ে যায়। তবে কি জানো, আমাদের একটা কম্‌প্লেক্স্ আছে, সেটা হচ্ছে রংএর, রক্তের, মিথ্যা আভিজাত্যের। পাছে তার কোন হানি হয় এই ভয়ে আমরা সর্ব্বদাই সজাগ থাকি যেন ! বুঝি, এরকম কম্‌প্লেক্স্ অন্যায়, অন্ধ···কিন্তু সংস্কারের স্বভাবই এই, বুদ্ধি দিয়ে মানুষ তার বিচার করে না, তার বিচার করে নিজের কতকগুলো প্রবৃত্তি দিয়ে !

—কিন্তু আমরা যারা শিক্ষিত তারাও যদি এমন করি তাহ'লে আমাদের শিক্ষার দাম কতটুকু ?

হেসে কর্ণেল বল্লেন, সেইজন্যই ত আমি বলি, আমরা ব্রিটিশররা সব চেয়ে বেশী অর্দ্ধ-শিক্ষিত জাত !

কর্ণেল ভয়ানক চালাক কিন্তু ! কোন একটা সমস্যা উঠ্লেই ভারী চমৎকারভাবে সেটা এড়িয়ে যান্। অথচ এমন ভাবে সেটা করেন যে কেউ তাতে রাগ করবার অবকাশও পায়না, তাঁর আমুদে কথায় প্রীত হয় বেশী।

কর্ণেল গ্রীণের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে গেলুম সেকেণ্ডক্লাশ ডেকে। যোশী আর আর-একটি ছেলে দাঁড়িয়ে কী যেন গল্প কর্ছিল। আমাকে দেখে যোশী একটু হাস্লে, কিন্তু তখ্খুনই সরে এল না। বুঝ্লুম অভিমান হয়েছে।

চোখের ইঙ্গিতে ডাক্লুম, আমার ভাষা যোশী বুঝ্লে। ছেলেটির কাছে বিদায় নিয়ে এগিয়ে এল।

প্রশ্ন কর্লে, মিস্ রজার্স-এর হুকুম ?

যোশীর কথা বলবার ভঙ্গীটি ভারী চমৎকার—ওর মধ্যে প্রাচ্যের লজ্জা বা আড়ষ্টতা নেই, অথচ মাধুর্য্য আছে বেশ।···লণ্ডনে ও আমার সাথে ভাব জমাবার জন্যে কী কম চেষ্টা করেছিল ! মুস্কিল হচ্ছে এই যে এরকম ভাব জমানো আমার ধাতে সয় না। আমি চাই সবার বন্ধু হ'তে—যারা আমার সংসর্গ এবং সাহচর্য্য কামনা করে তাদের মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্য করাটা আমার ভয়ানক খারাপ লাগে।

আমি যোশীর কথার জবাব দিলুম, বহুদিন তোমার দেখাশুনো নেই, ভাব্‌লুম এডেন পৌঁছবার মুখে সী-সিক্‌নেস্ হ'ল নাকি ?

যোশী বল্‌লে, যদি হ'ত তাহ'লেও কি আর মিস্ রজার্স দয়া করে এই রোগীকে দেখ্‌তে আস্‌তেন ?

আমি ওর বাহুতে একটা ঠোনা মেরে বল্‌লুম, তুমি ভয়ানক আদুরে হয়ে উঠ্‌ছ, যোশী। তুমি ভুলেই যাচ্ছ যে আদর পাবার যোগ্য তুমি মোটেই নও!···উচ্ছৃঙ্খলতার শিখা যাদের রক্তের শিরায় শিরায় তারা আদর চাইবে কেন ?

আমি জান্‌তুম ঐখানেই যোশীর দুর্ব্বলতা। ওকে যদি কেউ উচ্ছৃঙ্খল বলে তাহ'লে সে ভয়ানক মুষ্‌ড়ে পড়ে। অথচ মনে প্রাণে আমি জানি যাকে উচ্ছৃঙ্খল বলে ও তা' নয়, ও হচ্ছে একটু খেয়ালের চরম সুরে গাঁথা।

যোশী মুখখানা একটু ভার কর্‌লে। আমি প্রশ্ন কর্‌লুম, তোমার সুবোধ বন্ধুটি কোথায় ?

একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি, যোশীর মধ্যে শেষ রিপুটার বিষ খুবই কম। ও আমাকে খানিকটা ভালোবাসে তা' আমি জানি, কিন্তু এটা ও জানে যে আমি ওর বঁধুকে পছন্দ কর্‌তে আরম্ভ করেছি। তার জন্যে একটুও ঈর্ষ্যান্বিত ও হয়নি'।

আমার প্রশ্নের উত্তরে বল্‌লে, কুকের গাইড্ দেখ্‌ছে—এডেন সম্বন্ধে।

প্রশ্ন কর্‌লুম, কোথায় ?

—উপরে, স্পোর্ট্‌শ্ ডেকে।

বল্‌লুম, এসো না, সেনকে দেখে আসি…

য়োশী ভারী সুন্দর একটি হাসি হাস্‌লে, তারপর বল্‌লে, 'আমার এই বন্ধুটির সাথে গল্প কর্‌ছিলুম, তা' শেষ হয়নি' ত এখনও !

কী সহজ ও সরলভাবে যোশী নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলে ! আমি মনে মনে তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পার্‌লুম না।

স্পোর্টস্‌ ডেকে সেন গভীর অভিনিবেশের সহিত কুকের বই পড়্‌ছিল—আর ঘণ্টা কয়েক পরেই জাহাজ ডাঙায় ভিড়্‌বে কি না ! কিন্তু ওর মুখের ভঙ্গী দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌ছিলুম যে মনের সঙ্গে বইএর আলাপ পূরোপূরি ঘনিয়ে উঠ্‌ছে না !

আমি যে এগিয়ে আস্‌ছি সেটা ওর চোখ এড়ায়নি', যেন আমারই অপেক্ষায় বসেছিল ! পরিচিত হাসি হেসে সে আমাকে অভিনন্দন জানালে।

আদবকায়দা যে ও শেখেনি' এখনও তার পরিচয় হ'ল এইতে যে সে আমাকে আস্‌তে দেখে উঠে দাঁড়ালে না।…আমার কিন্তু সেনের এই সহজ স্বাভাবিক অভদ্রতাটুকুই ভালো লাগে।

আমি কাছে গিয়ে রেলিংটায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালুম। বল্‌লুম, এডেন দেখ্‌তে যাবেন ত ?

—হ্যাঁ, সেইজন্যেই ত আগেই একটুখানি খবর সংগ্রহ করে রাখ্‌ছি।…আপনাদের বাহাদুরি আছে যা'হোক্‌ · পথের আনাচে-কানাচে আপনারা ঘাঁটি বেঁধে রেখেছেন, আপনাদের নিশানের কাছে একবার মাথা না নুইয়ে যাবার যো কি আর আছে ?

কথার মধ্যে একটুখানি শ্লেষের সুর বোধ হয় ছিল, কিন্তু

এতদিনে সেটা আমার গা' সহা হয়ে গেছে, কাজেই আমি রাগ কর্‌লুম না। আমার মনের ক্ষোভ বা বিরক্তি যা' কিছু ছিল তা' আগেই স্থির হয়ে জমে গিয়েছে কি না! বল্‌লুম, আপনার জন্য দুঃখ হচ্ছে···কিন্তু কাজের কথা বল্‌ছি, আমি যদি আপনার সহযাত্রী হই তাহ'লে কি আপনার আপত্তি হবে?

পলকের জন্য সেনের মুখ রাঙা হয়ে উঠ্‌ল, সে কী বল্‌বে যেন ভেবে পেলে না। আমার সহযাত্রী হবার প্রস্তাবটা শুনে সে কী ভাবলে সেই জানে! মনে হ'ল আমার উপর ওর শ্রদ্ধা অনেকখানি কমে গেল। আস্তে আস্তে সে বল্‌লে, যোশী যাচ্ছে ত?

আমি বল্‌লুম, জানিনে—যেতেও বা পারেন! আর যোশী না গেলে কি আপনার সাথে আমার যাবার পক্ষে কোন বাধা হতে পারে?

আমি খুব তীক্ষ্নভাবে সেনের মুখের ভাব লক্ষ্য কর্‌ছিলুম··· যেন একটা নতুন গ্রহের মধ্যে এসে পড়েছে সে, সেখানকার আলোছায়ার লুকোচুরি যেন পৃথিবীর নিয়মে চলে না, বাতাসের গুরুত্ব যেন সেখানে কম, মাটির আকর্ষণ যেন নতুন ছাঁদে বাঁধা!

অবশেষে বল্‌লে, বাধা হতে যাবে কেন?

আমার মনটা শঙ্কায় ঝাপ্‌সা হয়ে উঠ্‌ছিল, সেনের একটি কথায় আলোর প্রবাহ এসে সব আবিলতা ধুইয়ে দিলে।

*　*　*　*

সাগর দোলায় ঢেউ

জাহাজ যখন এডেনে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হ'তে আরম্ভ করেছে। ···এডেনে সেনের সাথী ছিলুম শুধু আমিই; এই সন্ধ্যাটির কথা আমি ডায়েরীতে লিখ্‌ব না, কারণ এ ডায়েরী হচ্ছে সাগরের দোলার একটি ছোট্ট ঢেউ, আর এর তুলনায় এই সন্ধ্যাটি হচ্ছে অনেক বড অমর্ত্ত্য জগতের একটা অব্যক্ত ধ্বনি।

*   *

*

*

* *

মোহিত একদৃষ্টিতে লোহিত সাগরের ঘোলাটে জলের দিকে তাকিয়েছিল।…এডেনের কাছে বিদায় নিয়ে আবার তারা চলা সুরু করে দিয়েছে…অপরিচিত সিন্ধুপারগামী পাখীর মত তার মন ঘুরে বেড়াচ্ছিল সাম্‌নের দিনগুলোর দিকে। এডেনের স্মৃতি তার মনে যতই জাগ্‌ছিল ততই তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে এগিয়ে চল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল।…যেন স্বপ্নোত্থিত সে, স্বপ্নের স্পর্শ-টুকুর মাধুর্য্যের চেয়ে তার অস্বাভাবিক অতীন্দ্রিয়তায়ই যেন সে শিউরে উঠ্‌ছিল।

এডেনের শুষ্ক কঠোর পাহাড়ের মাঝে কী মাদকতা ছিল মোহিত জানেনা, তবে যা' কাণ্ড ঘটে গেল তাতে সে বিস্ময়ের চেয়ে ব্যথা অনুভব কর্‌ছিল বেশী। ব্যথা হচ্ছিল এই ভেবে যে সে নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়ে ফেলেছে একটি বিদেশিনী মেয়ের দুর্দ্দান্ত উচ্ছ্বাসের সম্মুখে।

শীলা আর মোহিত এঁকে বেঁকে এডেনের মরুপাহাড় ধরে ধরে উঠ্‌ছিল। শীলা ছিল আগে, আর পেছনে ছিল মোহিত। শীলা বর্ষার সদ্যোজাত ঝর্‌ণার মত উচ্ছ্বসিত ভাবে আপন মনে বকে চল্‌ছিল, আর পেছনে পেছনে মোহিত শুধু দু' একটি "হুঁ—হ্যাঁ" ব'লে কথোপকথনটাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল।

অনেকখানি উঁচুতে উঠে তারা একবার সাগর পানে তাকালে।

দেখ্‌লে, তাদের জাহাজের বাতিগুলো জ্বল্‌ছে···যেন বহুদূরে কোন্‌ গ্রহের অপরিচিত অধিবাসীরা সঙ্কেতের নিশান উঁচিয়ে রেখেছে—পৃথিবীর পথিকের পদধূলির প্রতীক্ষায়।

শীলা চুপটি করে তাকিয়ে থেকে বল্‌লে, কী সুন্দর!

মোহিত প্রথমে কোন কথা বল্‌লে না।···দেশ ছেড়েছে সে মাত্র পাঁচ দিন, এরই মধ্যে যে সে একটি বিদেশিনী মেয়ের সাথে এম্‌নি ভাবে ঘুরে বেড়াবে সে তার স্বপ্নেরও অগোচর!...ফস্‌ করে তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, তোমার নামের চেয়েও সুন্দর কি?

শীলা মোহিতের কাছ থেকে এমন জবাব মোটেই প্রত্যাশা করেনি। ক্ষণিকের জন্য তার মধ্যে একটা ইচ্ছা অশান্ত হয়ে উঠ্‌ল, সে বল্‌লে, তাহ'লে সুন্দরকে উপেক্ষা কর কেন? আমার নাম ধরে ডাক্‌লেই ত পার!

দিনের পর দিন নীরবে চলে যায়, কিন্তু মনের রুদ্ধ ভাষা যখন দুয়ারে এসে আঘাত করে তখন তার আকস্মিকতায় নিজেই বিস্মিত হয়ে যেতে হয়।...মোহিত গভীর ভাবে বল্‌লে, তাই ডাক্‌ব, শীলা···

পুলকে শীলার মনটি নেচে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে, তোমার নামটিও আমায় বল্‌তে হবে সেন।...একতরফা স্বাধীনতায় আমি কিন্তু কিছুতেই রাজী নই!

নামটি জেনে নিয়ে শীলা যখন পাহাড় থেকে নাম্‌লে তখন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে তার খবর দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল, ওগো, তোমরা সবাই শোন, আমি মোহিতের মনের স্নেহ পেয়েছি···তার স্থির অটল গাম্ভীর্য্যের মধ্যেও দোলার চাঞ্চল্য এনেছি···

মোহিত এই ঘটনাটির কথাই ভাব্‌ছিল, এবং এর পর শীলার সম্মুখীন কী ক'রে হবে তা' চিন্তা করে আকুল হয়ে উঠ্‌ছিল !···গভীর একটা অবসাদ, নিবিড় একটা নৈরাশ্যে তার মন ভরে উঠ্‌ছিল ।

যোশী এসে প্রশ্ন করলে, কাল এডেন কেমন দেখলে ?

যেন অপরাধ করেছে এম্‌নি এক চাউনি নিয়ে মোহিত নতমুখে জবাব দিলে, মন্দ নয় ।

যোশী হেসে প্রশ্ন কর্‌লে, তা' অমন গম্ভীর যে ? শীলা রজার্স-এর সাহচর্য্য কি ভালো লাগ্‌ল না ?

মোহিত প্রথমে কোন জবাব দিলে না। তার মনে হচ্ছিল যোশী সব কথাই জানে···হয়ত বা শীলা রজার্সই কৌতুকভরা সুরে যোশীকে তার পরাভবের কথা বলেছে ! একটু তীব্রকণ্ঠে বল্‌লে, তোমার নিজের অভিজ্ঞতা এ সম্বন্ধে কী বলে ?

তাহার কথার তীব্রতায় যোশী অবাক্ হয়ে বল্‌লে, হঠাৎ এমন ধারা চট্‌ছ কেন ?...আমার অভিজ্ঞতার মাপকাঠি দিয়ে ত তোমার আনন্দ বা বিষাদের বিচার হবে না !

একটুখানি নরম হয়ে মোহিত জবাব দিলে, কাল একটা কাণ্ড হয়ে গেছে, যোশী···মিস্ রজার্স আর আমি আমাদের পরস্পরের নাম ধরে ডাক্‌ব এরকম একটা understandingএ এসেছি !

যেন কিছুই হয় নাই এম্‌নি একটা তাচ্ছিল্যভরা সুরে যোশী বল্‌লে, ওঃ, এই ! আর এরই জন্যে তুমি এতখানি ভাব্‌ছ !··· তোমার মনের শুচিতায় আঘাত লেগেছে, বুঝি ?

আসলে কিন্তু যোশী একটু বিস্মিতই হয়ে উঠেছিল। যে শীলা রজার্স সহজে কাউকে তার নাম ধরে ডাক্‌বার অধিকার দেয় না সে শুধু তিন দিনের পরিচয়েই কী করে মোহিতকে এতখানি আপনার করে নিলে তা ভেবে সে অবাক্ হয়ে গেল। সাগর সম্মোহনে অনেক কিছু সম্ভব হয় সে জান্‌ত, কিন্তু এতকাল শীলা রজার্সকে সে সেই সম্ভাবনীয় সমষ্টি থেকে পৃথক্ করেই রেখেছিল।

মোহিত কিন্তু ভয়ানক ভাবে অস্বস্তিবোধ কর্‌ছিল। অলঙ্ঘনীয় এক নিস্তব্ধতা যেন তার আর যোশীর মাঝে পাঁচিল তুল্‌ছিল, সমস্ত শক্তি সংহত ক'রেও মোহিত তাকে ভাঙ্গতে পার্‌ছিল না। খানিকক্ষণ পরে সে হাই তুলে বল্‌লে, বড্ড ঘুম পাচ্ছে আজ যোশী...

যোশী বুঝ্‌লে মোহিতের চিত্ত একটু বিক্ষিপ্ত, ভাব্‌বার অবসর চায় সে। কিছু না ব'লে সে চিদম্বরম্‌এর খোঁজে চলে গেল।

মোহিত চোখ মুদে অসাড়ের মত পড়ে রইল। তার মনের মধ্যে কালের প্রবাহ যেন থম্‌কে গিয়েছিল, চিন্তা করবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত যেন সে হারিয়ে ফেলেছিল।

চিদম্বরম্ তখন মহোৎসাহে ব্রিজ্ খেল্‌তে আরম্ভ করেছে। যোশী খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার খেলা লক্ষ্য কর্‌লে, তারপর বিরক্ত হয়ে ফার্ষ্ট ক্লাশ ডেকের দিকে চলে গেল।

শীলা রজার্স যোশীর প্রতীক্ষায়ই যেন ছিল। যোশীকে আস্‌তে

দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে, এসো, তোমাকে ভয়ানক দরকার কিন্তু···

যোশী কাছে এসে বস্‌লে, তারপর বল্‌লে, আমার বন্ধুটির কী অবস্থা তুমি করেছ তা' একবার ভেবে দেখেছ কি মিস্ রজার্স? ·· এডেনের বাতাস তার মনের উপর ইডেন্‌এর কাজ যে করেনি' তা' আমি হলপ নিয়ে বল্‌তে পারি!

শীলা মোহিতের সংবাদের প্রত্যাশায়ই বসেছিল। সে আগ্রহের স্বরে বল্‌লে, কী হয়েছে?

—হবে আবার কী! যা' হবার তা' হয়েছে!··ছিল বেশ, কী মোহিনী-শক্তিতেই যে তুমি ওকে ভুলোলে, সে এখন চুপটি ক'রে চোখ মুদে স্বপ্ন দেখ্‌ছে।···বোধ হয় শীলা রজার্স্‌এর মুখখানি ধ্যান কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে!

কথাটা শীলার বিশ্বাস কর্‌তে সাহস হচ্ছিল না, কিন্তু মনের মধ্যে কৌতূহল তার দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠ্‌ছিল।···ঘরে যদি নানা জিনিষ ভিড় ক'রে থাকে তাহ'লে তার মধ্যে সুন্দর একখানা ছবিও শুধু একখানা আস্‌বাবের চেয়ে বেশী মর্য্যাদা পায় না; কিন্তু রিক্ততার মাঝে ছবির সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে।···শীলা কল্পনা কর্‌ছিল, ঠিক তেম্‌নি বোধ হয় মোহিতের মনের অন্দরে তার মুখচ্ছবির জ্যোতি প্রকাশিত হয়ে উঠ্‌ছে!

যোশীকে প্রশ্ন করলে, আমার কথা কিছু বল্‌লে সে?

—ঐখানেই ত গলদ, মিস্ রজার্স···যদি কিছু বল্‌ত তাহ'লে না হয় বুঝ্‌তুম ব্যাধি কোথায়, প্রতীকারের চেষ্টাও দেখ্‌তুম। কিন্তু

হৃতভাগা যে মনের মধ্যে গুম্‌রে গুম্‌রে মর্‌তে চায়, কাউকে তার অংশটুকুও দিতে সে ভয়ানক ভাবে নারাজ!

—কিচ্ছুই বলেনি' মোহিত?

—বলেছিল, কাল্‌কে নাকি কী একটা কাণ্ড হয়েছে তোমাদের ...তোমরা পরস্পরের সম্বোধনটাকে নাকি একটু সংক্ষিপ্ত এবং সু-উচ্চার্য্য করে নিয়েছ!

হেসে শীলা বল্‌লে, যদি শুধু এই ঘটে থাকে তাহ'লে এর জন্যে এতখানি ব্যাকুলতার প্রয়োজন যে কী সে ত আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, যোশী...

—ব্যাকুলতা আমার হতনা, যদি সেন আমার মত ছন্নছাড়া উদাসী হত!

প্রতিবাদ ক'রে শীলা বল্‌লে, নিজের প্রতি অবিচার করোনা, যোশী...তুমি যদি ছন্নছাড়া উদাসী, তাহ'লে ভোগকামী কে?

কথোপকথনে তাদের উপস্থিত সমস্যা সেনের মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কোনই সমাধান হ'ল না। অবশেষে শীলা বল্‌লে, আমি একবার দেখে আসিগে মোহিতের কী হয়েছে, কী বল?

যোশী বল্‌লে, কী আর বল্‌ব?...ওষুদও তুমি, বিষও তুমি; তোমার একটা বিষে যদি আরেকটা বিষ ছাড়ে তাহ'লে আমি আমার বন্ধুর হ'য়ে তোমার কাছে চিরদিনের জন্যে কেনা হয়ে থাক্‌ব!

হেসে শীলা বল্‌লে, শুধু বিষে বিষ ছাড়ে না, যোশী, ওষুদেও বিষ ছাড়ে!

পথে মিস্ হিলের সাথে দেখা। এডেনে সে যে কালো ছেলে-দের একজনের সাথে গিয়েছিল তা' মিস্ হিলের নজর এড়ায়নি'। রাত্রিবেলা শীলা খুব দেরীতে শুতে আসায় এবং ভোরবেলায় সকলের আগে বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়ায় মিস্ হিল শীলার সাথে একবার বোঝাপড়া করতে পারেননি'। এখন শীলাকে দ্রুতগতিতে সেকেণ্ড-ক্লাসের দিকে যেতে দেখে পথ রুখে দাঁড়িয়ে মিস্ হিল বল্লেন, শীলা, তোমার সাথে আমার খুব দরকারী এবং জরুরী একটা কথা আছে।

কথাটা যে কী শীলা তা' মিস্ হিলের মুখভঙ্গী থেকেই খানিকটা আঁচ করে নিয়েছিল। শ্রাবণ গগনের থম্‌থমে মেঘভরা মিস্ হিলের মুখ—যেন কোন একটা উচ্ছ্বাসে নিজেকে নিষ্কাশিত করে ফেল্‌তে পার্‌লে বাঁচে!

শীলা প্রতীক্ষমানা মুখে তাকালে।

মিস্ হিল প্রশ্ন কর্‌লেন, কাল এডেনে কার সাথে যাওয়া হয়েছিল শুনি?

খুবই শান্তস্বরে গম্ভীর ভাবে শীলা বল্‌লে, আমার এক ভারতীয় বন্ধুর সাথে···

মিস্ হিল দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে বল্‌লেন, তোমার হয়ত আত্ম-সম্মান জ্ঞান থাক্‌তে না পারে, শীলা, কিন্তু চোখের সাম্‌নে আমি আমাদের সবাকার এই অপমানভরা প্রহসনের খেলা ঘট্‌তে দেব না।

দৃঢ়স্বরে শীলা জবাব দিলে, অপমান বোধ যদি তোমাদের

থাক্‌ত, মিস্ হিল, তাহ'লে এমন নির্লজ্জের মত এমন কথা আজ তুমি বল্‌তে না! আমার ব্যবহারের মধ্যে তুমি অন্যায়টা দেখ্‌লে কোথায় শুনি ?...যোশী, সেন এরা তোমার জিমি আর ব্ল্যাকির চেয়ে কোন্ অংশে ছোট ? আমি যদি আজ সারারাত জিমির সাথে চলাচলি করি তাতে আমার বা তোমার মর্য্যাদা ও শ্রী একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না, অথচ যোশী বা সেনের সাথে খানিকক্ষণ বেড়ালে বা গল্প করলে তোমাদের সবার মুখে চূণকালি পড়বে!

রাগে মুখ চোখ লাল ক'রে মিস্ হিল বল্‌লেন, সাবধান হয়ে কথা ব'লো, শীলা···কাদের সাথে কাদের তুলনা কর্‌ছ একবার ভেবে দেখ!

তীব্রকণ্ঠে শীলা জবাব দিলে, তুলনায় ভুল হয়েছে সে আমি স্বীকার কর্‌ছি!···মানুষের সাথে বাঁদরের তুলনা কখনও শোভা পায়না!

ব'লে আর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে শীলা গট্ গট্ ক'রে তার গন্তব্যপথে চলে গেল।

মোহিত তখনও ডেক্‌চেয়ারে নিমীলিত চোখে শুয়েছিল। শীলা এসে মুগ্ধনেত্রে খানিকক্ষণ মোহিতের তন্দ্রালস মুখটির দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে তার কপালে হাতটি দিয়ে ডাক্‌লে, মোহিত···

মোহিতের কাছে এই আহ্বান ঠেক্‌ল দূরাগত বাঁশীর ডাকের মত। সুরের রেশটি তার অর্দ্ধচেতন মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মৃদু এক নৃত্যের সুরু ক'রে দিলে।

শীলা আবার ডাক্‌লে, মোহিত ··

এবার মোহিতের তন্দ্রা ভাঙ্গ্‌ল। চোখ খুলে সম্মুখে শীলাকে দেখে সে প্রথমে একটুখানি চম্‌কে উঠ্‌লে, আর তার দৃষ্টি গেল ডেকটার একটা survey দিতে···কেউ শীলার এই স্নেহভরা ডাক শুনেছে কিনা!

ডেক্‌ লোকের ভীড়ে জম্‌কালো না হ'লেও দর্শক এবং শ্রোতার অভাব ছিলনা। মোহিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত এদিক্ ওদিক্ তাকালে, কিন্তু শীলা একটুও ভ্রূক্ষেপ না ক'রে মোহিতের পাশে বসে প্রশ্ন কর্‌লে, শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে কি, মোহিত?

মোহিত এর কী জবাব দিবে বুঝতে পার্‌লে না। ঘাড়টি নেড়ে জানালে যে শারীরিক সে বেশ সুস্থই আছে।

শীলা আবার প্রশ্ন কর্‌লে তাহ'লে কি মন ভারী হয়েছে তোমার? দেশের কথা মনে পড়েছে?

শীলার এই প্রশ্নে মোহিতের চোখ দিয়ে হু হু করে জলধারা বেরিয়ে এল। সে কোন ক্রমে অশ্রু সংবরণ করে বল্‌লে, আমাকে প্রশ্ন করোনা, শীলা···

শীলা আস্তে আস্তে দরদমাখা ভঙ্গীতে তার মাথাটীর উপর হাত রাখলে, তার অসম্বৃত চুলগুলোর মধ্যে চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলো একবার চালিয়ে দিলে।

মোহিত খানিকক্ষণ নীরবে শীলার স্পর্শটুকু উপভোগ কর্‌ছিল, তারপর আস্তে আস্তে বল্‌লে, আমার মন যে এত কোমল তা' আমি জান্‌তুম না···

. শীলাও তেমনি স্বরে, যেন আর কেউ শুন্‌তে না পায় এম্‌নি ভঙ্গীতে বল্‌লে, তাতে লজ্জার কি আছে মোহিত ?

একটি অদ্ভুত হাসি হেসে মোহিত বল্‌লে, লজ্জার কিছু আছে তা' ত' আমি বলিনি', শীলা।...আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি শুধু এই ভেবে যে এ কয়দিনের পরিচয়ে তুমি কী করে আমায় এতখানি আপন করে নিলে !...আর যে আমি তোমাদের জাতকে কখনও ভালোবাস্‌তে পার্‌ব এই কল্পনাটাকেই স্বপ্নেরও অতীত ব'লে ভাবতুম সেই আমিও কী ক'রে তোমার কাছে এত শীগ্‌গীর ধরা দিলুম !

মৃদুকণ্ঠে শীলা বল্‌লে, সাগরের দোলানিতেই এসব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে, মোহিত। তুমি ভেবোনা, দোলানি যেই থাম্‌বে তোমার মনের নাচও বন্ধ হবে !

আহতকণ্ঠে মোহিত বল্‌লে, তুমি ভুল বুঝ্‌ছ, শীলা, দোলানিকে আমি খারাপ বল্‌ছি না মোটেই, শুধু ভাবছি, দোলানি ত বন্ধ হবে, কিন্তু মনের নাচ যদি বন্ধ না হয় !

হেসে শীলা বল্‌লে, তোমার অন্তর স্পন্দনের উৎস হচ্ছে এই দোলানি ; উৎস যখন শান্ত হয়ে যাবে, স্পন্দন বন্ধ হ'তে বাধ্য !

দুপুরবেলা সেকেণ্ডক্লাশ স্মোকিং-রুমে এককোণে খুব জটলা হচ্ছিল। শীলা আর মোহিতের নিবিড় আলোচনার দৃশ্যটুকু অনেকের চোখই এড়ায়নি' ; এরকম ঘটনা সেকেণ্ডক্লাশ ডেকে সচরাচর ঘটেনা, তাই আলোচনা আর মন্তব্যের প্রস্রবণ ছুটেছিল অবাধে।

ডাক্তার বর্ম্মণ খুব বিজ্ঞের হাসি হেসে বল্‌ছিলেন, অভিনয় এ জাহাজে অনেক দেখেছি, মশাই, কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি, এমন সাদাসিধে গোবেচারীকে এমন ফাঁদে পড়তে কখনও দেখিনি'।

আহম্মদ প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লে, সাদাসিধে বল্‌বেন না, ডাক্তার···ওঁর পেছনে অনেকখানি দুষ্টবুদ্ধি লুকানো আছে এ আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি।

চিদম্বরম্ এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল; একটা নতুন কিছু বল্‌বার জন্যে তার মন উৎসুক হ'য়েছিল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লে, ও ত আমারই ক্যাবিন্-মেট্, আমি ওর খবর বেশ জানি! কালকে দু'জনে একা গিয়েছিল এডেনের পাহাড়ে বেড়াতে···

ডাক্তার বর্ম্মণ একটু ক্রূর হাসি হেসে বল্‌লেন, শুধু বেড়াতে নয়, মশাই!···বলুন, চোখ টিপ্‌তে, মুচ্‌কে হাস্‌তে, মাথায় হাত বুলাতে, আরো কত কি!

সবাই ডাক্তার বর্ম্মণের কথায় হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লে।

ডাক্তার বর্ম্মণ বল্‌লেন, আর একটা ছোকরা যে আছে, যোশী না ফোশী কী নাম ওর, সে ভয়ানক ধুরন্ধর কিন্তু!···ওর চেহারা দেখ্‌লেই বোঝা যায় বেশ কিছু স্ফূর্ত্তি ক'রে নিয়েছে মেয়েটার সাথে, তারপর বুদ্ধিমানের মত সরে পড়েছে!

চিদম্বরম্ বল্‌লে, তাইত সেনের জন্যে দুঃখ হয়, মশাই! যোশীর সাথে আমারও আলাপ আছে, সেনের গভীর বন্ধু সে, তাই ওর কাছ থেকে কথা বার করা মুস্কিল।···কিন্তু আগুন তো আর লুকানো থাকে না। যোশীর সাথে মেয়েটার পরিচয় বহুদিনের···

আহম্মদ হাই তুলে বল্‌লে, সে যাই হোক্, সেনকে একটু হিংসে না ক'রে পাচ্ছি না, ডাক্তার বর্ম্মণ। এই ত আমরাও যাচ্ছি, আমাদের ভাগ্যে ত এমন তুষারনিন্দিত শুভ্রকোমল হাতের স্পর্শ জুট্‌ল না!

ডাক্তার বর্ম্মণ একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্‌লেন, ভারী ত ভাগ্য! এমন ভাগ্যের মুখে আগুন!···কোথাকার কোন এক ল্যাণ্ডলেডীর মেয়ে, সে আমার প্রেমে পড়্‌ল না ব'লে বুঝি আমার ঘুম হবে না?···ছোঃ!···

চিদম্বরম্ প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লে, ওখানে ভুল কর্‌লেন, ডাক্তার। ও ল্যাণ্ডলেডীর মেয়ে যে নয় তা' ওর চালচলন থেকেই বোঝা যায়। তাছাড়া যোশী আমায় বলেছে, মেয়েটার সাথে তার আলাপ হয় কলেজে, যেখানে যোশী পড়্‌ত।

আহম্মদের এই প্রথম বিলাত যাত্রা, এর আগে সে কখনও বিলাত-ফেরত সমাজের সংস্পর্শে আসেনি'। ল্যাণ্ড্‌লেডী এবং অভিজাতের মধ্যে তফাৎটা কোথায় তা' তার বিচারের অতীত। সে চুপ ক'রে রইলে।

ডাক্তার বর্ম্মণ আগেরই মত তাচ্ছিল্যের সুরে বল্‌লেন, আপনিও যেমন, যোশীর কথা বিশ্বাস করেন!···আর, আমি নিজেই কতবার আমার মেয়ে-বন্ধুদের সম্বন্ধে বলে বেড়িয়েছি যে তারা অমুক ব্যারন্ বা নাইট্‌এর দৌহিত্রী বা ভাইঝি! তাই বলে কি সত্যিই তারা তাই ছিল?

অকাট্য যুক্তি।···নিজের ব্যবহারগত অভিজ্ঞতার দোহাই, এর সাথে আর তর্ক চলে না!

সাগর দোলায় ঢেউ

আহম্মদ বললে, মেয়েটির চেহারার মধ্যে লালিত্য আছে কিন্তু বেশ!

ডাক্তার বর্ম্মণ জবাব দিলেন, ওরকম চেহারা অনেক দেখতে পাবেন, মশাই; একবার বিলিতি ডাঙায় পা' দিন! তখন আপনাকে খুঁজে পেলে হয়!···ভারী ত' চেহারা, যেন আদুরে খুকী আর কি!

চিদম্বরম্ সায় দিয়ে বল্লে, আর কেমন বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে! আমি একটুখানি শুন্ছিলুম, সাগর দোলা সম্বন্ধে কী যেন বল্ছিল!

প্রাজ্ঞের মত ডাক্তার বর্ম্মণ বললেন, বলছিল বোধ হয়, আমাদের এই ভাবটুকু সাগর দোলারই মত··তোমাকে খানিকটা চঞ্চল ক'রে রেখে আমি অন্য নৌকায় দোল দিতে যাব!

শীলা চলে যাবার পরও মোহিত চুপ করে শুয়ে রইলে। তার অস্পষ্ট ভাবনাগুলোর উপর ঝরে পড়্ছিল সমুদ্রের ছল্ছল্ শব্দ··· ধারা হ'য়ে। নিবিড় তরুপল্লবের শ্যামলতায় আবিষ্ট ছোট্ট একটি দ্বীপের মত সে সর্ব্বান্তঃকরণে নিজকে উপলব্ধি কর্বার চেষ্টা কর্ছিল।···শীলার স্নেহস্পর্শে তার মনের সঙ্কোচ অনেকখানি কেটে গিয়েছিল···তার সমস্ত অন্তর ছাপিয়ে একটি ঘনীভূত অনুভব জেগে উঠ্ছিল, যার নাম দেওয়া যায়, তৃপ্তি। অনবচ্ছিন্ন এক গভীর ভাবে তার মন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

চুপটি ক'রে সে লোহিত সাগরের বুকে ছোট্ট ছোট্ট ঢেউগুলোর

খেলা দেখ্‌ছিল। রূপে, রং-এ, আলোয় সেগুলো তার মনের অস্ফুট অথচ পরিপূর্ণ ভাষার প্রতীক বলে মনে হচ্ছিল। সে ভাব্‌ছিল, সংসার কি বিচিত্র! যে বিরাট্‌ শূন্যতা তার মধ্যে এতদিন ছিল, যার কথা সে এতদিন চিন্তাই করেনি', তা' যেন ধীরে ধীরে সমুদ্রের কল্লোলে পূর্ণ এবং সমগ্র হ'য়ে উঠ্‌ছিল। সমুদ্রের এই দুঃসাহসিক স্পর্দ্ধায় তার মনে গভীর বিস্ময়ের সুর বেজে উঠ্‌ছিল।

যে ব্যথার ভাবটা তাকে এতক্ষণ পীড়া দিচ্ছিল তা' আস্তে আস্তে কমে আস্‌ছিল। শীলার সাথে তার মনের সম্বন্ধটা সে একটু নিরপেক্ষভাবে বিচার কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। শীলার সাহচর্য্য তার ভালো লাগে এটা মনের কাছে স্বীকার কর্‌তে সে আর দ্বিধাবোধ কর্‌ছিল না।···এটা ভালো লাগাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা' নিয়ে এখনই গবেষণা করাটা সমীচীন নয় এ সিদ্ধান্তে সে এসে পড়েছিল। ভালো লাগে, এই যথেষ্ট নয় কি? মানুষ ত' আর একটা জায়গায় স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে না—প্রবহমান ঘটনার সাথে সাথে পরিচয়ের দ্বার সে উদ্‌ঘাটন কর্‌তে থাকে!

মনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক ক'রে নিয়ে মোহিত উঠে দাঁড়ালে। রেলিং-এর সাম্‌নে এসে একবার ঝুঁকে জলের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে—মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণ-সম্পাতে জলটা ঝল্‌সে উঠেছে।

শীলা যখন মোহিতকে ওষুদ দিতে চলে গেল তখন যোশী খানিকক্ষণ চুপটি ক'রে শীলার চেয়ারে বসে রইলো। অন্যমনস্কভাবে

সে শীলার পরিত্যক্ত একখানা মাসিক কাগজের পাতা উল্‌টাচ্ছিল এমন সময় কর্ণেল গ্রীণ এসে হঠাৎ বল্‌লেন, মাপ করবেন, আপনার সাথে একটু আলাপ করতে পারি কি?

যোশী মুখ তুলে তাকিয়ে দেখ্‌লে আগন্তুককে সে চেনে না। একটু বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বল্‌লে, নিশ্চয়ই···

—আমার নাম হচ্ছে কর্ণেল গ্রীণ, আমি কিছুদিনের ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছি...আপনি বোধ হয় এই প্রথম ইণ্ডিয়া ছাড়্‌ছেন?

যোশী এর আগে কর্ণেল গ্রীণের নাম শোনেনি'···শীলা এর কথা গল্পচ্ছলেও কখনও বলেনি'। বল্‌লে, Oh no, আমি দু'বছর বিলেতে ছিলুম, ছুটিতে দেশে বেড়াতে এসেছিলুম, আবার ফিরে যাচ্ছি···আমার নাম হচ্ছে যোশী···

কর্ণেল একটুখানি দমে গেলেন। তারপর বল্‌লেন, আপনার সাথে শীলা রজার্স বলে একটি প্যাসেঞ্জারের পরিচয় আছে?

যোশী ধীরে ধীরে ব্যাপারটা আঁচ করে নিচ্ছিল। বল্‌লে, সে সম্বন্ধে আপনার সাথে আলোচনা করতে আমি বাধ্য কি?

কর্ণেল দেখ্‌লেন যোশী খুব সোজা প্রকৃতির ছেলে নয়। বেশ মোলায়েম স্বরে বল্‌লেন, অবশ্যি আপনি বাধ্য নন্, তবু জিজ্ঞেস্ করছি এই জন্যে যে মেয়েটি আমাদেরই সহযাত্রিনী, আমি তার একপ্রকার অভিভাবক বল্‌লেই চলে এবং আইন অনুসারে সে এখনও নাবালিকা···'

যোশী খুবই শান্তস্বরে বল্‌লে, এসব বলার তাৎপর্য্য?

—তাৎপর্য্য বিশেষ কিছুই নয়; তবে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, মিঃ

যোশী, মেয়েটির বাবা যদি শুনতে পান যে সে তার অভিভাবকদের কথা শুন্‌ছে না, আর যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহ'লে তার অনেক দুর্গতি হবার সম্ভাবনা আছে।

যোশী বেশ শান্তস্বরে বল্‌লে, তার মানে আপনি বল্‌তে চান যে মিস্ রজার্স আমার এবং আমার বন্ধুর সাথে মাঝে মাঝে আলাপ করেন ব'লে তাঁর বাবা তাঁকে লাঞ্ছনা এবং অবমাননায় ফেল্‌বেন, এবং প্রকারান্তরে তার জন্যে আমরাই হব দায়ী ?

কর্ণেল গ্রীণ মনে মনে যোশীর বুদ্ধির প্রশংসা না ক'রে থাক্‌তে পার্‌ছিলেন না। বল্‌লেন, আপনি সংক্ষেপে বিষয়টা ঠিকই বর্ণনা করেছেন, মিঃ যোশী···

যোশী বল্‌লে, মিস্ রজার্স এর অবমাননা বা লাঞ্ছনার কারণ আমরা কেউই হ'তে চাইনে, কর্ণেল গ্রীণ, এটা আপনি তাঁকে খুব বিশদ্‌ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। আর, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে অপমানের মুখে ফেল্‌বার জন্যে আমাদের কারোরই আগ্রহ নেই। তার চেয়ে সময় কাটাবার মত উপযোগী কাজ আমাদের অনেক আছে।

শান্তভাবে কথাটা বল্‌লেও তার মধ্যে খোঁচা ছিল অনেকখানি। কর্ণেল গ্রীণ একটুখানি লজ্জিত হয়ে বল্‌লেন, আপনারা ইচ্ছা করে মিস রজার্সকে অপমানের মুখে ফেল্‌তে চাচ্ছেন এমন ইঙ্গিত আমি করিনে', মিঃ যোশী।···সত্যি কথা বল্‌তে কি, মিস্ রজার্স যদি আমার মেয়ে হ'ত তাহ'লে আমি এরকম ভাবে আপনার কাছে এ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে উপস্থিত হতুম না।···মানুষে মানুষে সম্বন্ধের মর্য্যাদা

আমিও একটু বুঝি, মিঃ যোশী ; কেবল মেয়েটার ভবিষ্যৎ লাঞ্ছনার কথা ভেবেই আপনার সাথে এ আলাপটুকু করলুম, আপনি কিছু মনে করবেন না।

যোশী হাসিমুখে বললে, মনে কিছু করি আর নাই করি, কর্ণেল, আপনাদের এই বর্ণ-সমস্যার সমাধান ত' তাতে হবেনা !

ফার্ষ্টক্লাশ স্মোকিং-রুমেও আলোচনা হচ্ছিল মন্দ নয়। মিস্ হিল ছিলেন তার উদ্যোক্তা। যেন ভয়ানক একটা কাণ্ড ঘটেছে এম্‌নি ভাবে জল্পনা হচ্ছিল আর প্রতীকার নির্দ্ধারণের চেষ্টা হচ্ছিল। জিমি আর ব্ল্যাকি দলের মধ্যে যে ছিল সেটা নিশ্চয়ই আর বিশেষ ক'রে বলে দিতে হবে না ···আর অপবিত্রতার সাথে তার সাম্য রক্ষা কর্‌বার জন্যে ছিলেন দু'জন মেয়ে মিশনারী যাত্রী।

শীলা রজার্সকে যে কিছুতেই উচ্ছন্নের পথে যেতে দেওয়া হবে না এ বিষয়ে তারা সবাই একমত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কী ক'রে স্রোতকে রোধ করা যায় সেটা তারা কিছুতেই স্থির ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না।

মিস্ হিল বল্‌লেন, আমি ওকে অনেক ভয় দেখিয়েছি, বাপু, কিন্তু এমন লক্ষীছাড়া মেয়ে, একটুখানিও কাঁপে না !

জিমি বল্‌লে, আমার মনে হয় এর মধ্যে সেই কালো ছেলে দুটোর যোগ আছে। শীলাকে আমি খুব ভালো রকমই জানি, নিজে ওর এতখানি সাহস হবে না যে আমাদের সকলের বিরুদ্ধে যায়।

ব্ল্যাকি প্রস্তাব করলে, একবারটি ওদের একটুখানি নাকানি-চুবানি দিলে কেমন হয়?…বলেই সে আস্তিন গুটালে, তার স্ফীত মাংসপেশীগুলোর দিকে প্রশংসাসূচক চোখ কয়েক জোড়া পড়বে এই আশায়।

জিমি দুঃখভরা সুরে বললে, মুস্কিল হচ্ছে এই যে এটা একটা জাহাজ, এবং এর মধ্যে যা' কিছু করতে হয় সাবধানে করতে হ'বে।

কর্ণেল গ্রীণ এমন সময় যোশীর সাথে কথাবার্তা শেষ করে তাঁর ক্যাবিনের দিকে যাচ্ছিলেন। মিস্ হিল তাঁকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন, কর্ণেল, এখানে এসো, বড্ড জরুরী কাজ আছে।

কর্ণেল এগিয়ে এলেন। মিস্ হিল বললেন, আমরা বড্ড সমস্যার মধ্যে পড়েছি শীলাকে নিয়ে, কর্ণেল। তুমি ত' অনেক ফন্দীফন্দী জান, কী ক'রে ওকে ঠিক আগেরটির মত ক'রে নেওয়া যায় বল দেখি!

খুবই গম্ভীরভাবে কর্ণেল গ্রীণ বললেন, মিস্ হিল, আমার উপদেশ আপনারা শুনবেন না জানি…তবু আমি বলছি, শীলা রজার্স এর এই ব্যাপারে আপনারা হস্তক্ষেপ না করে তাকে তার স্বাধীনতাসহ ছেড়ে দেওয়াই বোধ হয় সুরুচিসঙ্গত হত!

তাঁর উপদেশ কারো মনঃপূত হবেনা তা' কর্ণেল জানতেন। মিস্ হিলের আহ্বানের জবাব দিয়ে তিনি আর কোনপ্রকার আলোচনার অপেক্ষা না রেখে চলে গেলেন। ভিজিল্যান্স কমিটির সভা ভাঙ্গল লাঞ্চের ঘণ্টার সাথে সাথে।

সাগর দোলায় ঢেউ

কর্ণেল গ্রীণের সাথে যে কথোপকথন হ'ল তা মোহিতকে বলা সঙ্গত কিনা যোশী বার কয়েক ভাবলে। তারপর স্থির করলে সব ঘটনা মোহিতকে জানিয়ে রাখাই ভালো। ঘটনার সমাবেশ যা' হয়েছে তাতে কখন কী হয় তা' বলা যায় না, তখন যদি মোহিত বেচারীকে দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়তে হয় তার জন্যে দায়ী হবে যোশী নিজে।

মোহিত খুব গম্ভীরভাবে যোশীর কথাগুলো শুনলে। প্রথমে কর্ণেল গ্রাণের উপর সে অনেকখানি রুষ্ট হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। অবশেষে সে স্থির করলে যে যা' হবার হয়েছে, বেশীদূর আর সে এগোবেনা···মিস্ রজার্স'এর সান্নিধ্য সে এড়িয়ে চলবে।···এত' সাগরদোলায় ঢেউ, বাতাসের গতি বদলে গেলে ঢেউএর উত্থান পতনও নতুন এক সীমারেখার দিকে ছুটবে!

মনকে বোঝান কিন্তু শক্ত। সারাটা দিন মনের সাথে তার বোঝাপড়া চলল। যোশীর কথার এক ধাক্কায় তার মনের বেড়া গেল ভেঙ্গে। দেখলে, এতদিন সে যাকে ভেবেছিল শুধু ভালোলাগা, তা' তার অজ্ঞাতে কোন্ এক ফাঁক দিয়ে এনে জড়িয়েছে তার সমস্ত সত্বাকে—বেদনা এবং আনন্দ নিবিড়ভাবে মিশে মনটাকে করে দিয়েছে এলোমেলো।

ঈজিপ্ট্ থেকে বন্ধু শোভনলালকে কল্‌কাতায় সে চিঠি লিখতে প্রতিশ্রুত হয়েছিল। সে লিখলে:

"ভাই শোভনলাল,

সাগর দোলায় ঢেউ

যদিও দেশের মাটি ছেড়েছি আজ হপ্তাখানেকের বেশী হয়নি', তবু যেন মনে হচ্ছে দেশ ছেড়ে এসেছি যুগযুগান্তর আগে। একটা ধূমকেতুর ধাক্কায় দেশের বুক থেকে ছিট্‌কে পড়েছি, মাধ্যাকর্ষণটা কেটে গেছে, তাই ফির্‌বার আর পথ খুঁজে পাচ্ছিনা।...মাটির বাঁধন ত' খুলেই গিয়েছিল, চলার বাঁধনও বুঝি এবার খুল্‌তে চল্‌ল। পথহারা আমি ভাব্‌ছি মিশরের মরুস্থানের মধ্যেই আমার আস্তানা গাড়্‌ব কি না!

তুমি তোমার নৃতত্ত্বের রসের মধ্যে বসে বসে হাস্‌বে তা' আমি জানি। এসব বাঁধনের খবর তোমার পাথরে গড়া মনের ত্রিসীমানার মধ্যেও পৌছায় না! আমি মিশরের যেখানেই বাসা করিনা কেন, তুমি ভাব্‌বে ভালোই আছে সেখানকার মামি এবং ফারাওদের মধ্যে।...এদের বাদ দিয়ে শুধু আমার কথাটি যদি কখনও তোমার মনে উঁকি মারে সে আমার সৌভাগ্য!

তুমি ভাব্‌ছ, বন্ধুটির আমার হ'ল কী? হ'বার মত যদি কিছু হ'ত তাহ'লে তবু একটা সান্ত্বনা থাক্‌ত!...না হওয়ার অতৃপ্তি আমায় পেয়ে বসেছে, শোভনলাল! বাঁশীর সুর কানে এসে পৌছেছিল, সুরের অধিনায়িকার স্পর্শটুকু কিন্তু পেলুম না।

কানে না আস্‌তে আস্‌তে এই হারিয়ে যাওয়ার জন্যে দুঃখ একটু হচ্ছে বৈ কি! তুমি বল্‌বে, মেলানেশিয়ার অনেক দ্বীপপুঞ্জেই সেখানকার আদিম অধিবাসীদের কানে এমন অনেক সুর এসে লাগে, আবার হারিয়ে যায়...তাতে তারা ভ্রুক্ষেপও করে না!

তারা নিজেদের প্রাণের স্পন্দনে চল্‌তে থাকে, মনের গানের তালে তালে—বাইরের সুরের প্রতীক্ষায় নয়।

সে যাই হোক্, বন্ধু, এই আলো-ছায়ার মাঝখানে অস্পষ্ট আঘাতেরও দাম আছে, তাই আমি ব্যথার মধ্যেও আলোর রেখা দেখ্‌তে পাচ্ছি।

মনে কী হচ্ছে তা' বোধ হয় ঠিক বোঝাতে পার্‌লুম না।… তোমার ল্যাবরেটারী হচ্ছে বিশ্বজোড়া মানুষের মন আর তার ব্যাপকতা ইচ্ছে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। আমার চিঠিখানা তোমার ল্যাবরেটারীর মধ্যে যদি তোমার সাধনায় একটুও বিঘ্ন ঘটায় তাহ'লে আমার আনন্দ হবে অপরিসীম।

—তোমার মোহিত।"

চিঠি লেখা ত' শেষ হ'ল, কিন্তু ঈজিপ্টে পৌঁছবার যে তখনও আরো আড়াই দিন বাকী! চিঠিখানা নিয়ে মোহিত খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া কর্‌লে, তারপর আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে ষ্টীমারের ডাক বাক্সে ফেলে দিলে।…যদিও সে জান্‌ত, ইচ্ছা কর্‌লেই ষ্টুয়ার্ডকে ব'লে সে চিঠিখানা আবার তুলে নিতে পারে, তবু সেটা ফেলার সাথে সাথেই তার এক স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরুল, যেন সে তার মনের রুদ্ধ আবেগ পরিচিত কারও কাছে বলে ফেল্‌লে।

সারাটা দিন মোহিত একটু অন্যমনস্কভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ালে। যোশী মোহিতকে খানিকটা ভাব্‌বার অবসর দিয়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল। চিদম্বরম্, ডাক্তার বর্ম্মণ

প্রমুখ সহযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে খুব হাসি ঠাট্টা কর্‌ছিলেন···বোধ হয় মোহিতকে নিয়েও খানিকটা!

শীলা রজার্স সেই যে ফার্ষ্ট ক্লাশ ডেকের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল তার আর পাত্তাই ছিল না। এক একবার মোহিতের মনে দুর্দ্দমনীয় একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠ্‌ছিল শীলা রজার্স এর মুখোমুখী হ'য়ে তাকে প্রশ্ন করে, এমন প্রহসন কর্‌বার প্রয়োজনটা কী ছিল?···তীব্রস্বরে সে শুধোবে, তরুণ একটা মন নিয়ে না খেল্‌লে কী চল্‌ত না?···ব'লে তার মুখের উপর রেখার বিন্যাস দেখ্‌বে, তার আঁখির পাতা নড়ে কি না লক্ষ্য কর্‌বে···

* * *



*

*　　　*

পরের দিনও অভ্যাসমত মোহিত সেকেণ্ডক্লাশের ডেকের নির্দ্দিষ্ট কোণটিতে বসেছিল—সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে। লোহিত সাগরে এসে অবধি সূর্য্যোদয়ের দিক্ গিয়েছিল বদ্‌লে, ফার্ষ্ট ক্লাসের যাত্রীরা তাই বড় একটা সেকেণ্ডক্লাশে আস্‌ত না। গরমের জন্য মোহিত সেদিন ডেকের উপরই শুয়েছিল। ঘুম যখন ভাঙ্গ্‌ল তখনও আঁধার অনেকখানি রয়েছে—দূর থেকে প্রভাতী তারার আলো তখনও ভেসে আস্‌ছিল বাতাসে।

চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাক্‌তে তার ইচ্ছা হচ্ছিল না। উঠে গিয়ে তাই সে রেলিংটার পাশে বস্‌লে। আধ-আলোর ছায়ায় সাগরের জল মথিত ক'রে চল্‌ছিল বিশাল জাহাজ···মালার মত জাহাজের আলোগুলো জ্বল্‌ছিল, যেন মানুষের ইতিহাসের প্রতীক ধারাবাহিক একটা সমাবেশ।

হঠাৎ দেখ্‌তে পেলে অদূরে ফার্ষ্টক্লাশ ডেকের উপর বসে রেলিং ধরে একটি নারীমূর্ত্তি এক দৃষ্টিতে সাগরের জলে তাকিয়ে আছে—যেন ঢেউ গুণ্‌ছে!

মুহূর্ত্তের জন্যে মোহিতের বুকটা ধ্বক্ ক'রে উঠ্‌ল। একটু ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে মোহিত দেখ্‌লে মেয়েটি আর কেউ নয়···শীলা রজার্স···

. মোহিতের একবার খেয়াল হ'ল শীলাকে ডাকে। নিস্তব্ধ জলরেখা, তার মাঝে এঞ্জিনের অস্ফুট শব্দ আর বিদার্য্যমান সাগরের চাপা কান্নার সুর। একটুখানি সাহস করে ডাক্‌লেই হয়ত উত্তর দিবে!

শীলা কিন্তু মোহিতকে দেখেনি'। সে আপন মনে স্তব্ধনেত্রে জলের ফেণারাশির উচ্ছ্বাস এবং বিকাশ লক্ষ্য করছিল।·· মিস্ হিল আগের দিন রাত্রিতে তাকে তাঁদের তরফের চরম-বাণী শুনিয়ে দিয়েছিলেন এবং খুবই গম্ভীর ভাবে শাসিয়ে বলেছিলেন, যদি সে তার স্বভাব না শোধ্‌রায় তাহ'লে যে শুধু তার বিপদ হ'বে তাই নয়, ·যাদের নিয়ে এই বিপ্লব তাদেরই লাঞ্ছনা হবে সবচেয়ে বেশী এবং সকলের আগে।

এই শেষের কথাটিতেই তার মন এত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। যোশীর সহজ কথাবার্ত্তা তার অপছন্দ হয়না, আর মোহিতের সলজ্জ অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভঙ্গী তার কাছে বেশ মধুর বলেই ঠেকে, কিন্তু তার এই ভালো লাগার জন্যে যদি তাদের বিপদ বা লাঞ্ছনার সুরু হয় তাহ'লে সে কি নিজের তুচ্ছ একটা আনন্দকে বড় করে দেখ্‌তে পারে? · তার চোখের দু' কোণ ছাপিয়ে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়্‌ছিল, কিন্তু সে তা' মনের দৃঢ়তা দিয়ে রোধ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল।

অন্যমনস্ক ভাবে শীলা একবার সেকেণ্ডক্লাশ ডেকের দিকে তাকালে। তার চোখ কিন্তু মোহিতের দিকে গেল না। মোহিতকেও অতিক্রম ক'রে সে দেখ্‌ছিল শাদা ঢেউগুলো, যা' চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে তাদের জাহাজ চল্‌ছিল মিশরের পথে···থেইহারা

সমুদ্র যেন উদয়রশ্মি উদ্ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপনার মুখ তুলে ধরেছে !

ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে শীলা রজার্স সেখানে থেকে উঠে গেল।

দুপুর বেলা মোহিত ভাব্‌লো দূর হোক্‌গে ছাই, এমন ক'রে চুপচাপ বসে থাকা কি আমার শোভা পায় ?...খুব গম্ভীর ভাবে সে Sherlock Holmesএর চমকপ্রদ কাহিনীর মধ্যে মনোনিবেশ করবার প্রয়াস কর্‌লে।

ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাসের রসের মধ্যে তার মন ডুবে আস্‌ছিল এবং তার অন্তর্নিহিত বুদ্ধি চলেছিল Sherlock Holmesএর সাথে মৃত্যু-রহস্য উদ্‌ঘাটন কর্‌তে, এমন সময় যোশী এসে বল্‌লে, চল মোহিত, আজ জাহাজটার টপোগ্রাফী একবার ভালো ক'রে দেখে নেওয়া যাক্।

জাহাজের খুঁটিনাটি দেখা এবং তার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা যোশীর একটা বাতিক। বিলেতে সে অনেক বড় বড় জাহাজের অভ্যন্তর সুদক্ষ expert এর মত পর্য্যবেক্ষণ করে এসেছে, উচিত-অনুচিত মত প্রকাশ কর্‌তে একটুও কার্পণ্য করেনি' সে ; আজ ছোট্ট এবং সাধারণ এই জাহাজখানার টপোগ্রাফী জান্‌বার জন্যে তার হঠাৎ এমন আগ্রহ কেন মোহিত বুঝ্‌তে পার্‌লে না।

কিন্তু সে আপত্তি কর্‌লে না। চুপচাপ বসে থেকে থেকে এবং একই বিষয় নিয়ে চিন্তা ক'রে তার বিরক্তি ধরে গিয়েছিল ; এখন

এই অলস কর্ম্মহীনতা থেকে খানিকক্ষণের জন্যেও মুক্তি পাবার সুযোগ পেয়ে সে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচ্‌লে। Sherlock Holmesটা হাতেই রেখে সে উঠে বল্‌লে, চল···

প্রথমে তারা ঢুক্‌লে এঞ্জিন-রূমে। যোশী অনেক রকমের এঞ্জিন দেখেছে, এর খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও সে অনেক কিছু জানে। বেশ অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে সে এঞ্জিনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ কর্‌ছিল আর তার প্রশ্নে সেখানকার লোকদের বিব্রত ক'রে তুল্‌ছিল। মোহিতের কাছে এসব দুর্ব্বোধ্য; এঞ্জিন-রূমের শব্দে এবং কলকব্জাগুলোর বিশালতায় তার মনে হচ্ছিল আরব্যোপন্যাসের সেই দৈত্যের কথা যে প্রদীপাধিকারীর একটি মাত্র আদেশে সব মূল পদার্থকে বাঁধতে পার্‌ত···দূর দূরান্তর থেকে স্বপ্নপুরীর রাজকন্যাকে এনে দিত আলাদিনের সম্মুখে, আবার নিমিষের মধ্যে তাকে গিরি-পর্ব্বতের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলে যেত!

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে ইট্যালিয়ান্ এঞ্জিনিয়ারটি যোশীকে জানালে যে তাদের লাইনে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে নতুন এঞ্জিন; এর গতি বেশী এই এর একমাত্র গুণ নয়, এর প্রতিবন্ধও সাধারণ এঞ্জিনের চেয়ে ভালো।

যোশী খুব গম্ভীরভাবে মন্তব্য প্রকাশ কর্‌লে, কিন্তু ট্রান্স-অ্যাটলান্টিক লাইনে আপনাদের এবং জার্ম্মান কোম্পানীর যে সব ষ্টীমার আছে সে গুলোর তুলনায় এ 'এঞ্জিন খেলার কল বই আর কিছুই নয়!

ইট্যালিয়ান্ যুবকটি খুবই সম্ভ্রমভরা সুরে স্বীকার কর্‌লে যে যোশীর কথা সত্যি।

এঞ্জিন রূম থেকে তারা খালাসীদের থাক্‌বার জায়গা, তাদের রান্নাঘর, জাহাজের সার্জ্জারী প্রভৃতি দেখে ফার্ষ্টক্লাশ corridor দিয়ে ফার্ষ্টক্লাশ eoungeএ ঢুক্‌লে। সেখানে বসেছিলেন কর্ণেল গ্রীণ, মিস্ হিল এবং আরও অনেকে। কর্ণেল যোশীকে দেখে একটু স্মিতহাসি হাস্‌লেন, যোশীও মাথাটি হেলিয়ে তাকে অভিবাদন জানালে।

মোহিত জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, ভদ্রলোকটি কে?

—সেই কর্ণেল, যার কথা তোমায় বলেছিলাম।

মোহিত একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কর্ণেল গ্রীণের দিকে তাকালে। মুখখানা বেশ শান্ত আর হাসিভরা। মোহিত ভেবেছিল তাকে দেখেই তার মনে বিজাতীয় একটা ঘৃণার উদ্রেক হবে, কিন্তু আসলে কর্ণেলের স্মিতহাসিটি তার কাছে বেশ ভালোই লাগ্‌ল।

হঠাৎ যোশী বল্‌লে, ওই যাঃ—আসল জায়গাটাই যে দেখা হল না!

—সে আবার কি?

—নীচে, এঞ্জিন-রূমের পাশ দিয়ে যেতে হয়, যেখানে ডেক্‌প্যাসেঞ্জাররা থাকে।

এই জাহাজে যে ডেক্‌প্যাসেঞ্জার বলে এক শ্রেণীর যাত্রী আছে

তা' মোহিত জান্‌ত না। সে বল্‌লে, এখানে আবার ডেক্‌প্যাসেঞ্জার আস্‌বে কোত্থেকে ?

যোশী বল্‌লে, আছে হে, মোহিত, আছে···। সবাই ত আমাদের মত পয়সাওয়ালা এবং catholic নয়, ডেক্‌কে আশ্রয় করেই তাদের গতি !

চকিতের মত মোহিতের মনে ভেসে উঠ্‌ল শরৎবাবুর বর্ণিত রেঙ্গুনষ্টীমারে ডেক্ প্যাসেঞ্জারদের কোলাহলের ছবি···। মনে হতেই তার proletarian মনও একটুখানি শিউরে উঠ্‌ল। বল্‌লে, কী আর হবে ওসব দেখে, তার চেয়ে আমাদের নিজেদের ডেকে ফিরে যাই।

যোশী বল্‌লে, সে কি হয় ?···ওখানে অনেক কিছু interesting জিনিষ মিল্‌তে পারে ! চাই কি, কিছু দিশী হালুয়া আর পুরীও পেতে পার !

হালুয়া বা পুরীর প্রতি মোহিতের বিশেষ লোভ ছিল না। তবু, বন্ধুর অনুরোধে এবং ডেক্‌যাত্রীদের অবস্থাটা নিজের চোখে পরখ ক'রে নেবার কৌতূহলে সে যোশীর অনুগমন কর্‌লে।

অতি অপ্রসর সিঁড়ি বেয়ে তারা সোজা নীচে নেমে চলে গেল। লোটাকম্বল নিয়ে একজন বিশালকায় সিন্ধুদেশীয় ভদ্রলোক হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন, যোশী আর মোহিতকে আস্‌তে দেখে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বস্‌লেন।

যোশী হাসিমুখে প্রশ্ন কর্‌লে, এখানে আপনার কেমন লাগ্‌ছে, জী ?

সাগর দোলায় ঢেউ

সিন্ধুদেশীয় ভদ্রলোকটি, নাম তাঁর কৃপালানি, বল্‌লেন, আপনাদের মত আলোবাতাস পাইনে বটে, বাবুজী, কিন্তু কোন অসুবিধা বোধ হচ্ছেনা—সমুদ্র শান্ত আছে ব'লে।···তা' ছাড়া ষ্টুয়ার্ডের সাথে ভাব করে নিয়েছি, মাঝে মাঝে ডিম আর আলুসেদ্ধ দিয়ে যায়, তাতে মন্দ খাওয়া হয়না।

মোহিত বল্‌লে, ঝড় উঠ্‌লে আপনার ভয়ানক কষ্ট হবে কিন্তু!

হেসে কৃপালানি বল্‌লেন, ওরকম কষ্ট আমাদের সওয়া আছে, বাবুজী!···তবুও দিব্যি আরমে পা' ছাড়িয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের দেশে যারা করাচী থেকে বম্বে বা বস্‌রা যায় তাদের অবস্থা কি দেখেছেন কখনও?

মোহিতের অভিজ্ঞতা খুবই অল্প। সে ঘাড় নেড়ে জানালে সে দেখে নাই। কিন্তু তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল সেই রেঙ্গুনগামী জাহাজের ছবি···সেই মুরগীগুলোর ক্যাঁক্‌ক্যাঁক্‌ শব্দ, টগরের কলহ, জাহাজের আবদ্ধ খোলের মধ্যে সারা ভারতবর্ষ হ'তে আগত যাত্রীদের মহা-সঙ্গীতের সমবেত অনুশীলন···

যোশী কৃপালানির সাথে বেশ জমিয়ে নিলে। তার লোটা-বাসন সম্বন্ধে গোটাকয়েক প্রশংসাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করে সে তার কম্বলটার উপর দিব্যি আঁটসাঁট হয়ে বস্‌লে।

কৃপালানি যাচ্ছে দক্ষিণ ফ্রান্সে, সেখানে তার জাতভাই কয়েকজন আছে তারা মুক্তোর ব্যবসা করে। সেখানে সে তার ভাগ্যপরীক্ষা করবে। ইংরেজী ভাষার উপর দখল তার সামান্য, ফরাসীর বিন্দুবিসর্গও সে জানেনা, তবু সে চলেছিল অনিশ্চিতের

ডাকে, কারণ তার কাছে নিশ্চয়তাও অনিশ্চয়তার মতই দুর্ব্বোধ্য এবং চঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মোহিত চুপটি ক'রে আগ্রহভরা চোখে কৃপালানির কথাগুলো শুন্‌ছিল। কিছুকালের জন্য তার সমস্ত মনটি গিয়েছিল তার কাহিনীতে আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠ্‌ছিল, তার নিজের দেশেও অনাগতের আহ্বানে উত্তর দেয় এমন লোকের অভাব নেই! শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে তার চিত্ত ভরপূর হয়ে উঠ্‌ছিল।

কৃপালানি ডেকের অপর প্রান্তে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বল্‌লেন, ওই যে ওদিকে দুটো লোক শুয়ে আছে, বাবুজী, ওরা আস্‌ছে বিহার থেকে। ওরা এসেছিল খুবই উৎসাহ নিয়ে, কিন্তু জাহাজের দোলানি খেয়ে ওদের মন গিয়েছে ভেঙ্গে। ওরা যাচ্ছিল জার্ম্মাণিতে, হাম্‌বুর্গ্‌ না কোথায় ··কি; এখন বল্‌ছে পোর্ট সেডে পৌছেই ওরা দেশে ফিরে যাবে...এসব কষ্ট নাকি ওদের সহ্য হয় না!

যোশী একটুখানি কৃপাপূর্ণ চক্ষে লোকদুটোর দিকে তাকালে। কম্বলমুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে তারা আচ্ছন্নের মত পড়ে রয়েছিল।

কৃপালানি বল্‌তে লাগ্‌লেন, আরে দেশ থেকে যখন বেরিয়েছি তখন এরকম সৌখীন হ'লে কি চলে? সাধে কি আর আমাদের দেশের নাম খারাপ?···কিছু মনে কর্‌বেন না, বাবুজী, এক পঞ্জাব আর সিন্ধ্‌ ছাড়া কোথাও মরদ্‌কা-বাচ্চা ত দেখ্‌লুম না!

কথাটা হয়ত সত্যি নয়, কিন্তু এমনই আগ্রহ এবং বিশ্বাসের

সুরে কৃপালানি কথাটি বল্লেন যে মোহিত বা যোশী কেউই প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত মনে আন্তে পার্লে না।

কৃপালানি বল্লেন, বাবুজী, তোমরা এসেছ; আমি ভারী খুসী হয়েছি কিন্তু।...তোমাদের কী দিয়ে যে অভ্যর্থনা কর্ব বুঝ্তে পার্ছি না; আমার সাথে আমার বহু'র দেওয়া কিছু মেওয়া আছে, কিন্তু সে ত তোমাদের ভালো লাগ্বে না! তবে, কিছু মশ্লা আছে, খাবে কি?

যোশী এবং মোহিত আগ্রহভরা সুরে বল্লে, মশ্লা খানিকটা পেলেত বেঁচে যাই, কৃপালানিজী!...এখানকার বিলিতি খাবার খেয়ে অরুচি ধরে গেছে, একটুখানি মুখশুদ্ধি হওয়া ত' দরকার!

কৃপালানি বল্লেন, ঐ ত তোমাদের দোষ, বাবুজী; তোমরা বড্ড impulsive, যেই আমি মশ্লার নাম উল্লেখ কর্লুম অম্নি এমন ক'রে তোমরা তার স্তুতিগান আরম্ভ করে দিলে যে কেউ শুন্লে মনে কর্বে এর অভাবে তোমাদের সারারাত ঘুম হচ্ছিল না!...অথচ, আমি জানি, এই মশ্লার কথা যাক্, দেশের কথাটি একটিবারও তোমাদের মনে হয়নি'!

যোশী কী যেন বল্তে যাচ্ছিল, কৃপালানি বাধা দিয়ে বল্লেন, আমি তোমাদের মন্দ বল্ছি না, বাবুজী, এ হচ্ছে এই সমুদ্রের গুণ। কী যে আছে এর মাঝে বলা শক্ত, কিন্তু এর হাতে পড়ে আমরা যেন হয়ে যাই এর খেলনার মত, আমাদের মন, আমাদের প্রবৃত্তি, আমাদের সমস্ত সত্ত্বাকে নিয়ে সমুদ্র ছিনিমিনি খেলে...অনুভূতির গভীরতা কমে যায়, তার প্রসারতা বেড়ে ওঠে...

মোহিত কৃপালানির কথাগুলোর মধ্যে তার নিজের মনের সুরের ছন্দ দেখ্‌তে পাচ্ছিল। এই নিরক্ষর ব্যবসায়ীর বিচারক্ষমতা ও চিন্তাশক্তি দেখে সে বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে উঠ্‌ছিল।

যোশী বল্‌লে, কৃপালানিজী, আমি দেশ-বিদেশ একটু আধটু ঘুরেছি, নানাদেশের লোকের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে···আমি দেখেছি আমাদের দেশের লোক যদি অবসর পায় তবে যেমন ভাব্‌তে পারে অনেক দেশের লোকই তেমন ভাব্‌তে পারেনা।

কৃপালানি হেসে বল্‌লেন, ঐখানেই ত আমাদের মস্ত দোষ, বাবুজী। ভাব্‌তে আমরা জানি বেশ, ভাবুক ব'লে আমাদের খ্যাতিও আছে যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের শক্তির অবসান হয় ঐখানেই! ভাব্‌তে আমরা এতখানি পারি বলেই কাজ করবার সময় যখন আসে তখন একেবারে গুলিয়ে যায় সব, কাজের বিশালতা আর জটিলতা দেখে আমাদের মন হয়ে যায় বিকল!

বল্‌তে বল্‌তে কৃপালানি তাঁর পুটলী খুলে একটা শিশি বার ক'রে তার থেকে খানিকটা মশ্‌লা মোহিত আর যোশীর হাতে দিলেন। অভ্যাসমত মোহিত আর যোশী তাঁকে ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিল, কৃপালানি বাধা দিয়ে বল্‌লেন, বিলিতী সুরে ঐকথাটি বলে আমার এই তুচ্ছ জিনিষটুকুর মর্য্যাদার হানি ক'রোনা, বাবুজী!···সত্যি কথা বল্‌তে কি, বাবুজী, এদের অনেক কিছুই

আমার ভালো লাগে, কেবল এই ছলে-অছিলায় ধন্যবাদ দেবার বাড়াবাড়িটা ছাড়া!

এই কথা যদি কৃপালানির মুখ থেকে না বেরিয়ে ডাঃ বর্ম্মণ বা চিদম্বরম্‌এর মুখ দিয়ে বেরুত তাহ'লে যোশীর সাথে তাদের একপ্রস্থ খণ্ডযুদ্ধের অভিনয় হয়ে যেত, কিন্তু কী জানি কেন কৃপালানির গভীরতা এবং সরলতার সাম্‌নে যোশীর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

মোহিত বল্‌লে, ধন্যবাদ দেওয়াটা আমিও পছন্দ কর্‌তুম না, কৃপালানিজী, কিন্তু এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি জিনিষটা আগে যতটা শ্রুতিকটু ঠেকৃত আজকাল যেন আর তা' মনে হয়না। এর পেছনে যে সৌজন্যটুকু প্রচ্ছন্ন আছে তা' আমাদের মনকে একটু স্পর্শ করে বৈ কি!

কৃপালানি সায় দিয়ে বল্‌লেন, সে কি আমি বুঝিনা, বাবুজী? ...তবে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমাদের মধ্যে ওটার প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে গেছে।...মুখের ভাষাতে আমাদের মধ্যে মনের আদানপ্রদান হয়না, তার চেয়ে বড়ো আমাদের চোখের ভাষা, আমাদের অঙ্গভঙ্গী গতিটুকুর তাৎপর্য্য...

এম্‌নিধারা কথাবার্ত্তায় কখন যে লাঞ্চের সময় হয়ে এল তা' দু'জনের কারোরই খেয়াল ছিলনা। হঠাৎ উপরে সতর্ককারী ঘণ্টার শব্দে তারা একটু আত্মস্থ হয়ে উঠ্‌ল। কৃপালানি বল্‌লেন, আপনাদের সময় হ'লো, বাবুজী...ঘড়ি বল্‌ছে, খিদের সময় হয়েছে, খেতে এসো...

যোশী আর মোহিত উঠ্‌তে উঠ্‌তে বললে, আপনাকে মাঝে মাঝে এরকম বিরক্ত কর্‌তে আস্‌ব হয়ত, আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না যেন।

অভিবাদন ক'রে কৃপালানি বল্‌লেন, বলো কি বাবুজী? তোমরা এরকম মাঝে মাঝে আস্‌লে যে কী আনন্দ পাই তা কী ক'রে বোঝাব? তোমাদের তরুণ সরল মনের সংস্পর্শে এলে বুঝ্‌তে পাই যে জরা আমায় এখনও এসে ধরেনি'!

ডাইনিংরুমে যেতে যেতে যোশী জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, কৃপালানিকে কেমন লাগল, মোহিত?

উচ্ছ্বসিত স্বরে মোহিত বল্‌লে, ভারী চমৎকার লোক, যোশী। আমাদের দেশের অর্দ্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত লোকদের মাঝেও যে এমন সুষ্ঠু অথচ সরলমনা লোক আছে তা' আমি জানতুম না।... দেশটাকে আজ নতুন ক'রে ভালো-বাস্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে কৃপালানির মত লোককে জন্ম দিয়েছে বলে!

যোশী বল্‌লে, আমি ত এই পথে এবার নিয়ে চারবার আনাগোনা কর্‌ছি; প্রত্যেকবারই এই ডেক্‌প্যাসেঞ্জারদের সাথে পরিচিত হবার চেষ্টা করি, আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রত্যেকবারই এদের মধ্যে এমন লোকের সাথে আলাপ হয় যে আমার মনে গভীর একটা দাগ রেখে যায়!

মোহিত সায় দিয়ে বল্‌লে, তোমার কথা একটুও অবিশ্বাস হচ্ছেনা, যোশী...কৃপালানিকে যে ভাবে আবিষ্কার কর্‌লুম আমরা,

তাতে আমার মনে হয় আমাদের আশেপাশে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত অনেক কুপালানি পড়ে আছে যাদের আমরা কোন খবরই রাখিনা বা খোঁজ নেই না!

যোশী বল্‌লে, তাহ'লে ডেক্‌যাত্রীদের আস্তানাটা দেখ্‌তে যাওয়া নেহাৎ ব্যর্থ হয়নি' ?

গভীর স্বরে মোহিত জবাব দিলে, পাগল !...

লাঞ্চের পর Sherlock Holmes টা খুলে মোহিত ঈজি-চেয়ারে শুয়ে ঝিমুচ্ছিল। সকালবেলাতেও যে অবসাদ তার তরুণ মনকে পীড়া দিচ্ছিল তা' আস্তে আস্তে যেন কেটে যাচ্ছিল। বেদনার বিরাট্ পুঞ্জীভূত একটা ইতিহাস যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তা' বাইরের নানা জিনিষের সংঘাতে আস্তে আস্তে হাল্‌কা হয়ে আস্‌ছিল—অল্প কয়েকদিনের অতীতকে সরিয়ে দিয়ে অন্যরকমের একটা নিবিড় বর্ত্তমান তার মধ্যে উঁকিঝুঁকি মার্‌ছিল। ...বন্ধুবর যোশী পাশেই বসে ছিল, সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মোহিতের মনের লীলা বুঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল।

যোশী বল্‌লে, ফার্ষ্ট ক্লাশের দু' একটা জিনিষ কিন্তু আজ সকালে দেখা হ'ল না!

—কী ?

—সেখানকার জিম্‌ন্যাসিয়াম আর সুইমিং বাথ···

জিম্‌ন্যাসিয়ামের সম্বন্ধে মোহিতের ধারণা খানিকটা ছিল, কল্‌কাতার কলেজে সে জিম্‌ন্যাসিয়ামে মাঝে মাঝে ডন-বৈঠকও

করেছে। ধরে নিলে যে জাহাজের জিম্ন্যাসিয়াম্‌ও সেই গোছের একটা জিনিষেরই ছোটখাট সংস্করণ হ'বে।···সুইমিং বাথের সম্বন্ধে কিন্তু তার ধারণার চেয়ে কল্পনাই ছিল বেশী, আমেরিক্যান ফিল্ম্‌এর কল্যাণে। কল্পনা যা ছিল তাতে সে খুব উৎসাহিত বোধ কল্‌লে না, বল্‌লে, কী হবে আর ঐসব ছাইভস্ম দেখে ?··· তার চেয়ে না হয় কৃপালানির সাথে একটু গল্প করিগে···বেচারী একলাটি পড়ে আছে !

যোশী বল্‌লে, সেখানে ত যাবই, তার আগে একটা অছিলায় ফার্ষ্টক্লাশের এই দুটো জিনিষ দেখে নিতে পার্‌লে মন্দ হত না !

মোহিত জান্‌ত, সম্মতি আদায় কর্‌তে যোশী সিদ্ধহস্ত। কাজেই সে আর কোন প্রতিবাদ কর্‌লেনা।

চা'এর পর যাবে স্থির হল। মোহিত আবার Sherlock Holmes এ মনোনিবেশ কর্‌লে।

চা'এর ঘণ্টা যখন পড়্‌ল তখন মোহিতের বই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এক নিংশ্বাসে গল্পগুলো শেষ ক'রে তার মনে ভারী আনন্দ হচ্ছিল—যোশীকে দু'একটা জায়গা সে পড়িয়ে শোনাচ্ছিল। মোহিতের মনের অবস্থা সাধারণ গতিতে ফিরে এসেছে দেখে যোশীও একটু আশ্বস্ত বোধ কর্‌ছিল, এবং ফার্ষ্টক্লাশ ডেকে একবার শীলা রজার্স এর মুখোমুখি হয়ে সে মোহিতের মনের এই প্রকৃতিস্থতাটা দৃঢ় ক'রে তুল্‌বে কিনা ভাব্‌ছিল।

চা'এর পর দুপুরবেলার প্রোগ্র্যাম মত তারা গেল ফার্ষ্টক্লাশ

জিম্ন্যাসিয়াম আর সুইমিং বাথ দেখ্তে। জিম্ন্যাসিয়াম ছিল তখন খালি, মোহিত আর যোশী মহা উৎসাহে সেখানকার সাজসরঞ্জাম নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা ক'রে দেখ্লে।···কলের ঘোড়া দেখে মোহিতের যা' হাসি! বল্লে, সমুদ্রের বুকে বুঝি এম্নি ক'রে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হয়?

তারপর সুইমিং বাথ এর পালা। যোশী বল্লে, এবার হয়ত কিছু রঙীন্ জিনিষ চোখে পড়বে।...মোহিত একটু বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করলে।

আসলে কিন্তু সেরকম রঙীন্ কিছুই চোখে পড়্ল না। স্নানের পালা আরম্ভ হয় সন্ধ্যার ঠিক আগে, তাই এখনও স্নানার্থী-স্নানার্থিনী বড় কেউ ছিল না। মোহিত আর যোশী কাছেই একটি রেলিংএর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালে।

মোহিত বল্লে, চল, এবার কৃপালানির কাছে যাই।

যোশী বাধা দিয়ে বল্লে, আর একটু অপেক্ষা কর···বেশ সুন্দর বাতাস বইছে এখানে···

খানিকক্ষণ পর তারা যখন নীচের ডেকের দিকে রওনা দিবে এমন সময় পথে একটা কাণ্ড ঘটে গেল যার জন্য পরে যোশীর মনস্তাপের অবধিমাত্র ছিলনা।

সুইমিং ডেকের সিঁড়ি দিয়ে দু'জনে নাব্ছিল, মোহিত আগে আর যোশী পেছনে। এমন সময় তারা দেখলে সিঁড়ির পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে—দু'জনেই সুইমিং

কষ্টিউম্ পরা। মেয়েটি আর কেউ নয়—শীলা রজার্স। সুইমিং কষ্টিউম্ এর উপর একটা বাথ্ গাউন জড়ানো—নিতান্ত বেপরোয়া ভাবে ···কষ্টিউম্এর আঁটসাঁট বাঁধুনীতে তার দেহের প্রত্যেক রেখা যেন ফুটে উঠেছিল অগ্নিশিখার মত···আর তার হাঁটবার লীলায়িত ভঙ্গীটি মোহিতের মনে তাণ্ডবনৃত্য সুরু করে দিয়েছিল।

সঙ্গের লোকটিকে মোহিত চিন্‌তে পারেনি', কিন্তু যোশী দেখেই চিনেছিল—সে হচ্ছে কর্ণেল গ্রীণ। খুব হাসতে হাস্‌তে কর্ণেল গ্রীণ শীলার পাশাপাশি আস্‌ছিলেন।

শীলা আর কর্ণেল সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে যাবে এমন সময় লক্ষ্য করলে দুটি ছেলে সিঁড়ির আগায় দাঁড়িয়ে আছে—নামবার প্রতীক্ষায়।

মোহিত পলকের জন্য থতমত খেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যোশী তার বাহুটি ধরে তাকে সিঁড়ির এপাশে টেনে আন্‌লে, আগন্তুক এবং তার সহচরীকে পথ ছেড়ে দেবার জন্যে।

শীলা মোহিত এবং যোশীকে দেখে মুহূর্ত্তের জন্য রাঙা হয়ে উঠেছিল···হয়ত বা তার একবার ইচ্ছা হয়েছিল সাহসভরে সত্যকে সম্পূর্ণ ক'রে স্বীকার করে নেয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌বার আগে তাই সে একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কর্ণেল গ্রীণ শীলার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা লক্ষ্য করছিলেন। অবস্থাটা যে একটু অস্বাভাবিক এবং অস্বস্তিকর হয়ে উঠ্‌ছে সেটা তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ এড়ায়নি'। ব্যাপারটাকে সহজ ক'রে নেবার

জন্যে তিনি বল্‌লেন, দেরী হয়ে যাচ্ছে, মিস্ রজার্স, চট্‌পট্ উঠে পড়ো…

কর্ণেলের কথায় শীলার চেতনা যেন ফিরে এল। দম্‌কা একটা হাওয়ার মত সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে সুইমিং বাথের দিকে ছুটে পালালে।…যোশী বা মোহিতকে একটা সম্ভাষণ করবার সাহস পর্য্যন্ত তার হ'লনা ; অশান্ত মন নিয়ে সদ্যোজাত ঝর্‌ণার গতিতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কর্ণেল গ্রীণ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌লেন। যোশীকে দেখে সান্ধ্য-সম্ভাষণ জানালেন। যোশী অস্ফুটস্বরে তার প্রতি-উত্তর করলে।

মোহিত এতক্ষণ যেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কর্ণেল গ্রীণ দৃষ্টির বহির্ভূত হতেই সে দাঁতে দাঁত চেপে শীলার উদ্দেশে উচ্চারণ করলে, স্বৈরিণি !…

ডেকপ্যাসেঞ্জারদের আস্তানায় যাবার সিঁড়ির সম্মুখে আস্‌তেই মোহিত হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, তুমি একা যাও এখন, যোশী, আমি একটু পরে আস্‌ছি।

যোশী বুঝলে মোহিত খানিকক্ষণের জন্যে নিজের মধ্যে আশ্রয় নিতে চায়। সে আর কোন আপত্তি না ক'রে নীচে চলে গেল।

কৃপালানি তাঁর আগের জায়গাটিতে ছিলেন না। তাঁর লোটাকম্বল পুরাণো জায়গায়ই প'ড়ে ছিল, কিন্তু তিনি গিয়েছিলেন জাহাজের সম্মুখভাগে। যোশী তাঁকে অতি সহজেই খুঁজে নিলে।

যোশীকে আস্তে দেখে কৃপানালির মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। একটা লোহার নঙ্গরের উপর চাদর ছড়িয়ে বসেছিলেন, যোশীকে দেখে অভ্যর্থনা করে বললেন, আইয়ে বাবুজী...

যোশী বল্‌লে, বেশ জায়গাটি খুঁজে বার ক'রে নিয়েছেন কিন্তু!

হেসে কৃপালানি বল্‌লেন, আমাদের ত সৌখীন আরাম কেদারা আর অর্কেষ্ট্রার গান জুটবেনা, বাবুজী, আমাদের কোন রকমে টিঁকে থাক্‌লেই হ'ল! তবে ভগবানের দয়ার কণা থেকে আমরাও বঞ্চিত হইনে···সমুদ্রের জল, ফুরফুরে হাওয়া আর আকাশের গায়ে হোরিখেলার ছবি কারোরই একচেটে নয় বলে এই জায়গায় বসেও তার আস্বাদ আমরা মাঝে মাঝে পাই!

জায়গাটা মোটেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, এদিকে ওদিকে নঙ্গর, লোহার শিকল, দড়িদড়া, অ্যালুমিনিয়ামের ডেক্‌চি প্রভৃতি ছড়ানো···কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য ছিল সেখানে, সেখানকার গভীর নীরবতা ভাঙ্গ্‌তে কোন লোকেরই সমাগম ছিল না! দূরে উপরে ফার্ষ্টক্লাশ ডেক থেকে হাসির লহরী ভেসে আসছিল বাতাসের সাথে!

কৃপালানি একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে বল্‌লেন, ওরা চোখের উপর দূরবীণ লাগিয়ে মেঘ আর জলের বিশ্লেষণ করছে, বাবুজী, আর আমি আমার শাদা চোখ দিয়ে দেখছি ঝাপ্‌সা একটা রেখা! ওদের মনে কৌতূহল আছে প্রচুর, সময়ের দামও ওদের বেশী—আর আমি আমার নিরবচ্ছিন্ন অবসর নিয়ে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কাটিয়ে

চলেছি একটি আকাশকুসুমের দিকে তাকিয়ে, বিশ্লেষণ করবার উত্তেজনা আমার মনের ত্রিসীমানায়ও ঠাঁই পাচ্ছেনা!

যোশী চুপ করে শুনছিল···কৃপালানির কথার স্রোতে বাধা দিতে তার মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না।

কৃপালানি প্রশ্ন করলেন, তোমার সেই বন্ধুটী কোথায় গেল, বাবুজী?

—ও আমার সাথেই আস্‌ছিল, হঠাৎ কী মনে হওয়ায় থম্‌কে দাঁড়াল, বল্‌লে, একটুখানি পরে আসবে!

একটুখানি চিন্তিতস্বরে কৃপালানি বল্‌লেন, ছেলেমানুষী ভাবটা তোমার বন্ধুর মন থেকে এখনও যায়নি' বাবুজী।···ওর সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা উচ্ছ্বাস—এতদিন ছিল তা' রুদ্ধ জাহাজে উঠে বোধ হয় সাগরের বাতাস লেগে তা' উঠেছে ফেনিল হয়ে।···মনের উপর যে কৃত্রিম একটা যবনিকা ছিল সেটা গেছে সরে, তার ভিতর থেকে ফুটে উঠেছে তার কল্পপ্রবণতা, নয় কি বাবুজী?

যোশী কৃপালানির চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল, বল্‌লে, আপনি কী ভীষণ প্রাজ্ঞ, কৃপালানিজী!

হেসে কৃপালানি বল্‌লেন, পাগল!···আমি কতটুকুই বা দেখিছি বা পড়েছি?···তোমাদের জ্ঞান আমাদের চেয়ে কত বেশী!

গভীরস্বরে যোশী বল্‌লে, অমন কথা বল্‌বেন না, কৃপালানিজী! ···আমার দুঃখ হচ্ছে শুধু এই ভেবে যে কেন এতদিন আপনাকে খুঁজে বার করিনি'···ক'টা দিন শুধু শুধু নষ্ট হয়ে গেছে!

যোশীর হাতের উপর একটা চাপড় মেরে কৃপালানি বল্লেন, তুমিও ছেলেমানুষী আরম্ভ করলে, বাবুজী!...নতুনের মাধুর্য্য বড় ভয়ানক—সেটা তোমায় পেয়ে বসেছে এখন!

কথাটা আংশিকভাবে হয়ত সত্যি, তবু যোশী প্রতিবাদ করে বল্‌লে, কিন্তু এমন অনেক নতুনত্ব আছে যা' কখনও পুরাণো হয়না!

হেসে কৃপালানি বল্‌লেন, সেটা বিচার করবার সময় এখনও আসেনি, বাবুজী...পুরাণো হবার মুহূর্ত্ত যখন আস্‌বে তখন সেটা পরখ ক'রে দেখো!

কী একটা কথা মনে হওয়ায় যোশী প্রশ্ন করলে, আচ্ছা, আপনার বয়স কত, কৃপালানিজী?

—আন্দাজ কর, দেখি...

—পঞ্চাশ?

—আমাকে কি ততখানি বুড়ো দেখায়, বাবুজী?

একটুখানি লজ্জিত হয়ে যোশী বল্‌লে, না, ঠিক নয়...আপনার বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে বোধ হয়, নয় কি?

হেসে কৃপালানি বল্‌লেন, হ'লনা, বাবুজী...আমার একটি ধমকেই তুমি কক্ষভ্রষ্ট হয়ে গেলে!...আমার বয়স এখন পঁয়ষট্টি ছাড়িয়ে গেছে...দেশে আমার বড় ছেলে আছে, দোকান করছে, তার বয়সই ত প্রায় পঁয়তাল্লিশ হতে চল্‌ল!

সম্ভ্রম এবং বিস্ময়ভরা চোখে যোশী বস্‌লে, আপনি আমায় কক্ষভ্রষ্ট করেছেন বলে আমার একটুও লজ্জা হচ্ছে না, কৃপালানিজী

…আমার চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞ লোককেও আপনি কক্ষচ্যুত করতে পারেন!

এমন সময় হাসিমুখে মোহিত এসে হাজির হল। কৃপালানির দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, মনটা একটু বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল, কৃপালানিজী, তাই খোলা বাতাসে সেটাকে সুস্থ ক'রে আনলুম…

কৃপালানি সস্নেহদৃষ্টিতে মোহিতের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, তোমার জন্য কেন যেন আমার ভয়ানক ভয় হয়, বাবুজী! তোমাকে দেখ্‌লে আমার নাতিটার কথা মনে পড়ে, সে তোমারই বয়সী হবে, কিংবা হয়ত তোমার চেয়ে বছরখানেকের ছোট…তোমার মত অন্যমনস্ক কল্পনাপ্রবণ মন তারও…

মোহিত বল্‌লে, জানাইত, কৃপালানিজী, এ হচ্ছে বাতাসের দোষ…বাতাস যদি মনকে চঞ্চল ক'রে দেয় তবে আমি আর কী করতে পারি?

তিরস্কারভরা কণ্ঠে কৃপালানি বল্‌লেন, এ আমি কখ্‌খনই মান্‌তে রাজী নই, বাবুজী…বাতাসত বইবেই, সমুদ্রের দোলা গায়ে এসে ত লাগবেই, তাই বলে কি তাতে মন এলিয়ে দিয়ে থাকাটা খুব সমীচীন?

মোহিতের তর্কের স্পৃহা চেপে উঠেছিল। কৃপালানির মনের স্বচ্ছতা তাকে স্পর্শ করেছিল এবং সে বুঝ্‌তে পেরেছিল যে তর্ক যদি

সে করে তবুও ক্বপালানির মনের ছড়িয়ে-পড়া আলো তাতে একটুও কম্‌বেনা। বল্‌লে, তুমি আগে থেকেই ধরে নিচ্ছ, ক্বপালানিজী, যে বাতাস এবং সমুদ্রের এই চঞ্চল-করিয়ে-দেওয়া স্বভাবটা খারাপ, অন্ততঃ কৃত্রিম—তাই তুমি উপদেশ দিচ্ছ, সাবধানে চলো!···আমি যদি সেটা না মানি?

ক্বপালিনি বল্‌লেন, তোমার ইঙ্গিত আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, বাবুজী, তোমার কথা যে একেবারে ভুল সেও আমি বল্‌তে পারিনে, কারণ যা' স্বভাবজ তার সাথে আমার ঝগড়া কোনদিনই নেই।···তবু আমার মনে হয় তুমি যখন আকাশ-বাতাসের এই প্রকৃতি থেকে নিজকে মুক্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছ তখন এই চেষ্টাটাই তোমার স্বভাব, চঞ্চল-হয়ে-যাওয়াটা তোমার স্বভাবের বাইরে!

হেসে মোহিত বল্‌লে, কিন্তু এমনও ত' হতে পারে যে আমার স্বভাব হচ্ছে দুটো এবং তাতে সংঘাত লেগেছে আজ!··· তাদের সামঞ্জস্য কর্‌তে পার্‌ছি না বলেই নিজের খেয়ালমত একটাকে বড় ক'রে আর একটাকে নির্ম্মূল কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি!

সন্ধ্যার ছায়ায় মোহিত এবং যোশী যখন উপরে নিজেদের ডেকে ফিরে এল তখন মোহিতের মন অনেকখানি প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। সারাটা পথ সে যোশীর সাথে ক্বপালানির কথা আলোচনা কর্‌ছিল···ক্বপালানির সাথে পরিচয় তার মর্ম্মের একটা

অধ্যায় খুলে দিয়েছিল।···প্রকৃত সাহিত্যিকের অনুভূতি নিয়ে এই অভিজ্ঞতাটুকু সে নানা রংএ রাঙিয়ে দেখ্‌ছিল···মনে এক অভূতপূর্ব্ব অনুবেদনার সঞ্চার সে উপলব্ধি কর্‌তে পাচ্ছিল···

* *

*

*

*   *

সোমবার জাহাজ সুয়েজে যখন পৌঁছল তখন ভোর হয়ে গেছে। এর আগের সোমবারটিতে মোহিত দেশের মাটির কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল—এবার তার বিদায় নিতে হবে শুধু দেশ থেকে নয়, সমস্ত প্রাচ্যভূমির স্নেহ-আলিঙ্গনের বন্ধন থেকে।··· অজানা দেশে সে চলেছে, কতদিনের জন্য কে জানে?···জলে ভাসা অবধি জাহাজের দোলানি থামেনি', উত্থানপতনের বেগ মাঝে মাঝে মন্দীভূত হয়ে এসেছে, কিন্তু স্তব্ধ হয়নি'।

শীলার সাথে এ কয়দিন তার দেখা হয়নি'। সেই যে সেদিন সুইমিংবাথের সিঁড়ির কাছে একটা খণ্ডদৃশ্যের অভিনয় হয়ে গেল তার পর সে যেন একেবারে চিরদিনের জন্য নেপথ্যে সরে গেল—ভুলেও সে সেকেণ্ডক্লাশের সীমানায় আর পা' দিল না।

যোশীর এক একবার তীব্র ইচ্ছা হচ্ছিল শীলা রজার্স্‌এর সাথে গিয়ে আলাপ করে, মোহিতের প্রতি তার ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের বেগ কোথায় গেল প্রশ্ন করে। কিন্তু সে যে সেদিন তাদের না চিন্‌বার ভাণ করে সম্ভাষণটুকু পর্য্যন্ত করেনি' তার অপমানবেদনা তার মনে ভীষণভাবে বেজেছিল। তারপর যখন সে দেখ্‌লে মোহিতের বিক্ষুব্ধ মনও শান্ত হয়ে এসেছে তখন সে ভাব্‌লে, যা হয়ে গেছে তা' নিয়ে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে কী লাভ? ক্ষতকে নেড়ে চেড়ে তা' নতুন করে দেওয়ায় ত কোন সার্থকতা নেই!

..বিক্ষুব্ধ চিত্ত যদি সত্যি সত্যিই শান্ত হয়ে গিয়ে থাক্‌ত তাহ'লে কোন কথাই ছিলনা, কিন্তু মোহিত নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না তার মন শান্ত হয়ে গেছে কি না। বাইরের সমতাতে ত আর অন্তরের সমতার পরীক্ষা হয়না, আর অন্তরের সমতা বিচার করবার মত শক্তিও যেন সে হারিয়ে ফেলেছিল!...সাগর দোলায় যে ঢেউ ওঠে তা কি শুধু জলের উপরেই খেলে, না তার অভ্যন্তরেও দোলানি লেগে একটা ফল্গুস্রোত বয়?

তবু সে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা কর্‌লে যে তার মনের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য নেই। তাই যোশী যখন কৃপালানির কাছে প্রস্তাব কর্‌লে যে তিনজনে একটা ট্যাক্সিভাড়া ক'রে মিশরের পিরামিড আর Sphynx দেখে না আসাটা ভয়ানক একটা নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হবে তখন সে গভীর উৎসাহে তাতে সম্মতি দিলে।

কৃপালানি বল্‌লেন, বাবুজী, আমি মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ, তোমাদের বিদ্যা নিয়ে ত' ওসব জিনিষ আমি দেখ্‌ব না, আমি দেখ্‌ব আমার সহজ বুদ্ধি নিয়ে। আমার সাধারণ চোখ দিয়ে দেখ্‌ব একটা সভ্যতার বিকাশ যার আলো বহু শতাব্দী আগে আমাদের দেশের মত আরেক দেশে ফুটে উঠেছিল।...আর তোমাদের সংসর্গ এই বুড়ো বয়সে ভালো লাগে দেখতেই পাচ্ছ...লোভ সামলানো দায়!

সুয়েজ্‌ থেকে পোর্ট সেড্‌ পর্য্যন্ত জাহাজ যেতে ঠিক্‌ আঠারো ঘণ্টা লাগে। ঠিক হ'লো, যোশী, মোহিত আর কৃপালানি তিনজনে ট্যাক্সি করে যাবে মরুভূমির ভিতর দিয়ে। প্রথম কায়রো সহরটা দেখে সেখানে কোন একটা রেস্তঁরায় লাঞ্চ খেয়ে বিকালের দিকে

যাবে পিরামিড্ আর Sphynx দেখ্তে…কায়রোর উপকণ্ঠে। সেখান থেকে ট্রেনে করে তারা আস্বে পোর্ট সেডে, জাহাজ ধর্বে সেখানে।

সুয়েজে জাহাজ ভিড়্বার আগেই যোশী ষ্টুয়ার্ডকে গিয়ে তাদের প্রোগ্র্যাম জানালে। ষ্টুয়ার্ড বল্লে, ট্যাক্সি পেতে তাদের কোন অসুবিধা হবেনা, তারা যদি বড় একটা পার্টি করে তাহ'লে মোটর-বাস্এরও বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।

মোহিত প্রশ্ন কর্লে, পথে যদি কোন ব্রেক্ডাউন্ হয় তাহ'লে কী উপায় হবে? ষ্টুয়ার্ড একটু হাস্লে; বল্লে, তার উপায় কর্বে ড্রাইভার…আমাদের জাহাজ নির্দ্দিষ্ট সময়টিতে পোর্ট সেড্ ছাড়্বেই!

মোহিত ক্ষণেকের জন্য একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, ষ্টুয়ার্ড হেসে তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লে, ব্রেক্ডাউন খুব ক্বচিৎ হয়, আর যদিও বা হয় তার জন্যে কারোর পোর্ট সেডে জাহাজ ধরাটা আটকে থাকেনা।

কৃপালানি কথোপকথনের মর্ম্ম শুনে বল্লেন, ব্রেক্ডাউন হ'লে কোনই ভয় নেই, বাবুজী…আমি কলকব্জার বিষয় একটু আধটু জানি…আর যদি কপালে মিশরের ভাত লিখে থাকে তাহ'লে না হয় তার স্বাদটুকু নেওয়া যাবে…কী বল?

ট্যাক্সি ক'রে তারা রওনা হ'ল মরুভূমির মধ্য দিয়ে। কৃপালানির কাছে মরুভূমি নতুন জিনিষ কিছুই নয়, রাজপুতানা আর সিন্ধ্এ

এর খানিকটা আভাষ সে দেখেছে। যোশী আর মোহিত কিন্তু দেখে ভয়ানক পুলকিত হয়ে উঠ্‌ল।

একটা ছোটখাট ওয়েসিস্‌এর পাশ দিয়ে তারা যখন যাচ্ছে তখন যোশী হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লে, আজ অনেকগুলো দল কিন্তু এপথ দিয়ে যাবে, মোহিত···আমাদের শীলা রজার্স'এর সাথে যদি হঠাৎ দেখা হয় তাহ'লে চম্‌কে উঠো না কিন্তু···

তাচ্ছিল্যভরা স্বরে মোহিত জবাব দিলে, তুমিও যেমন!···যেন শীলা রজার্স'এর ভাবনায় আমার ঘুম হয়না!

কৃপালানি এদের কথোপকথন শুন্‌ছিলেন, একটু ঔৎসুক্যভরা স্বরে প্রশ্ন কর্‌লেন, শীলা রজার্স'টী কে?

যোশী কিছু বল্‌বার আগেই মোহিত বল্‌লে, একটি মেয়ে, পশ্চিম দেশের type বল্‌লেও চলে···বিদ্যুৎ আছে যথেষ্ট, তার গুণগুলো তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান্‌···

কৃপালানি ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে প্রশ্ন কর্‌লেন, তার মানে?

—মানে আর কিছুই নয়—তিনি বিদ্যুতের মত একটুখানি চমক দেখান মাঝে মাঝে, ভাবেন তাঁর ঝলকে সবাই উদ্ভাসিত হয়ে যাবে!··কিন্তু তাঁর ক্ষণিক ঝলকের ফল হয় এই যে মুহূর্ত্তের আলোর পর সবই হয়ে আসে অন্ধকার। যাঁরা উদ্ভাসিত হন তাঁদের চোখে তাঁর ছবি কতক্ষণ থাকে জানা যায়নি', তবে অনেকের মধ্যে তা' স্থায়ী হয়না একথা আমি শুনেছি!

মোহিতের কথার ঝাঁঝ দেখে যোশী একটু হাসলে। কৃপালানি গম্ভীর ভাবে চুপ করে রইলেন।

সাগর দোলায় ঢেউ

কায়রোর দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখে তারা ট্যাক্সিওয়ালাকে বললে, একটা মিশরীয় কোন রেস্তোঁরায় নিয়ে যেতে। প্রস্তাবটা এল কৃপালানির কাছ থেকে। বল্লেন, যে দেশের এত সব প্রাসাদ, দুর্গ আর মস্জিদ দেখলুম সেখানকার আহার আর পানীয় কেমন দেখা যাক্।

কায়রোর্ বাজারের বিসর্পগতি গলিগুলোর মধ্য দিয়া এঁকে-বেঁকে typical একটা মিশরীর রেস্তঁরায় গিয়ে তারা উপস্থিত হ'ল। যোশী একটু আধটু ফরাসী জান্ত, সে menu বাছ্বার ভার নিলে।

বিচিত্রি মিশরীয় পোষাকপরিহিত ওয়েটার এসে জানালে যে খাবার তৈরী হ'তে প্রায় আধঘণ্টা দেরী হবে।

যোশী ভয়ানক বিরক্ত হয়ে বল্লে, এরাও কি আমাদের দেশেরই মত? সামান্য খাবার তৈরী হতে লাগ্বে একযুগ?

কৃপালানি সান্ত্বনার স্বরে বল্লেন, রাগ করোনা, বাবুজী, পূব-দেশের আব্হাওয়ার শেষ ত এখানেই, সেটুকু না হয় প্রসন্ন মনে মেনে নাও! তারপর যখন উদ্দাম গতির ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়্বে তখন এই আলস্যভরা গতিহীনতার অভাব অনুভব ক'রে হয়ত মনে দুঃখও পাবে!

মোহিত বাইরে জনপ্রবাহ এবং তার কোলাহল লক্ষ্য করছিল। খাবার তৈরী হ'তে দেরী হ'বে শুনে সে প্রস্তাব করলে যে ইতিমধ্যে মিশরের বাজারের মধ্যে একবার ঘুরে আসা যেতে পারে।... তারপর একটুখানি আরক্ত-মুখে সে বল্লে, তাছাড়া এদের মেয়েদের

অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে কালো চোখের যা' চাউনী দেখ্‌ছি তাতে আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে সেটা আমি অসঙ্কোচে স্বীকার কর্‌ছি।

যোশী আর কৃপালানি কিন্তু তখনই সেখান থেকে উঠ্‌তে রাজী হ'লনা। বল্‌লে, মিশরসুন্দরীদের কটাক্ষ আর মিশরসুন্দরদের বাজার ত এখনই শেষ হয়ে যাচ্ছে না; ফেরবার পথে সে সব ভালো করে দেখা যাবে!

মোহিতের চুপ করে বসে থাকৃতে ইচ্ছা কর্‌ছিল না। সে কিছুক্ষণ পরে উঠে বল্‌লে, আমি একটু ঘুরে আসি যোশী···আধ-ঘণ্টা শেষ হবার আগেই ফিরে আস্‌ব অবশ্যি!

যোশী এবং কৃপালানি বল্‌লে, দেখো, পথ হারিয়ে যেয়োনা কিন্তু··এখানকার সুন্দরীদের ছেলে ভুলাবার সুনাম আছে মোহিত···

মোহিত হেসে বল্‌লে, যদি পথ হারিয়েই যাই তাহ'লে পিরা-মিডের মরুর সম্মুখে দেখা হবে অবশ্যই!

কথাটা সে বলেছিল উপহাসের সুরেই···সেটা যে সত্যি সত্যি ঘট্‌বে তা' সে ভাবেনি'।

রেস্তঁরা থেকে বেরিয়ে মোহিত সোজা বাঁ-দিকে চলে গেল। খানিক দূরে গিয়েই প্রকাণ্ড বাজার, তার গোলক ধাঁধার মধ্যে সোজা ঢুকে পড়লে সে, কোন রকম অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রেই!

একটা দোকানের সো-কেস্‌এর বাইরে সে মিশরের গৃহশিল্পের অর্ঘ্যসম্ভার মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ কর্‌ছিল এমন সময় ভেতর হতে একজন লোক এসে পরিষ্কার ইংরেজীতে তাকে বল্‌লে, দয়া করে একবার ভেতরে আস্‌বেন কি ?···আপনার ভালো-লাগ্‌তে-পারে এমন দু' একটা জিনিষ আপনাকে দেখাতে পারি···

প্রথমে মোহিত ভাব্‌লে যে দোকানের ভেতর ঢুক্‌লেই অসম্ভব রকম দেরী হ'য়ে যাবে, ওদিকে রেস্তঁরায় হয়ত খাবার সম্মুখে নিয়ে যোশী আর কৃপালানি বসে থাক্‌বে। কিন্তু কতকটা নিজের কৌতূহলে, কতকটা দোকানদারের আগ্রহে সে ভেতরে ঢুকে গেল।

দোকানি ত ছোটখাট নানা জিনিষ তার সম্মুখে খুলে ধর্‌লে। মোহিত প্রশংসমান চোখে সে সব পরীক্ষা কর্‌ছিল এবং মনে মনে ভাব্‌ছিল সুভেনিয়র্‌ স্বরূপ ছোট একটা কিছু কিনে নিয়ে যাবে কিনা, এমন সময় সে ভয়ানক ভাবে চম্‌কে উঠ্‌লে তার বাঁ-পাশে একটি মেয়ে-কণ্ঠে অভিনন্দন শুনে···কেমন আছ, মোহিত ?

পাশ ফিরে দেখ্‌লে, শীলা রজার্স···একা ··

মুহূর্ত্তের মধ্যে মোহিতের মনের এতদিনকার রুদ্ধ আবেগ হাল্‌কা হয়ে গেল—আর-সমস্ত কিছু সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত নিকটের একটা নিবিড় বর্ত্তমান ওর মর্ম্মের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কার ফুটিয়ে তুল্‌লে। একটা অস্বাভাবিক এবং অসাময়িক ঘুম থেকে যেন সে জেগে উঠ্‌লে···নিজের মনের মুখোমুখি হয়ে সে দাঁড়ালে।

কী যে বল্‌বে মোহিত প্রথমে ঠিক করে উঠ্‌তে পার্‌লে না। শীলা বোধ হয় তার মনের অবস্থা বুঝ্‌তে পেরেছিল, তাই প্রথম

প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা আর না করে সে আবার প্রশ্ন কর্‌লে, সুভেনিয়রের খোঁজে আছ বুঝি ?

এবার মোহিত কথা বল্‌বার মত ভাষা খুঁজে পেলে, অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বল্‌লে, হ্যাঁ···এতগুলো জিনিষ সম্মুখে ফেলে দিয়েছে, এর কোন্‌টা যে নেব ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিনা···

শীলা ডানদিকে একটু ঝুঁকে জিনিষগুলো গভীর উৎসাহের সহিত পরীক্ষা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।·· সিগারেটের নল, সিগারেটের কেস্‌, কলম, ছুরী, প্রবালের এবং কাচের মালা, পাউডার-বক্স, আয়না, মেয়েদের ভ্যানিটি-ব্যাগ, রং-বেরংএর পাথরের cube, টাই, মোজা—অসংখ্য এবং অগুণ্‌তি, সবগুলোর মধ্যেই মিশরের কোন বিশেষ ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক ছাপ···

শীলা হেসে বল্‌লে, আমার পছন্দ কি তোমার মনে ধর্‌বে ?

—কেন ধর্‌বে না ?

—তাহ'লে এইটি নাও।···ব'লে সে ফ্রেমে বাঁধানো ছোট্ট একটি পিরামিড আর sphynxএর ছবি তুলে ধর্‌লে।...মিশরীয় এক আর্টিষ্ট্‌এর আঁকা, মরুভূমির আকাশ হয়ে এসেছে কালো, বাতাসে ধরেছে গুমোট্‌···যেন প্রলয়ের আবাহন আর তারি মাঝখানে sphynxএর ভ্রূকুটি-কুটিল মূর্ত্তি পথ আগ্‌লে বসে আছে বিশ্বস্ত প্রতিহারীর মত···মিশর-সম্রাট্‌দের সমাধিগুলো আগ্‌লে !

ছবিটি মোহিতের খুবই পছন্দ হ'ল। সে দাম জিজ্ঞেস্‌ কর্‌তে যাচ্ছিল, এমন সময় শীলা তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লে, এবার

তোমার পালা, মোহিত···তুমি আমার জন্যে একটা সুভেনিয়র্ বেছে দেও দেখি···

মোহিত ভয়ানক মুস্কিলে পড়্লে, বল্লে, কিন্তু তোমার কোন্টা পছন্দ-অপছন্দ হ'বে তা' যে আমি জানিনে ··

যেন ভয়ানক ছেলেমানুষের মত মোহিত প্রতিবাদটা করেছে এম্নি একটা ভাব দেখিয়ে শীলা বল্লে, বাঃ রে!···আমি তোমার সুভেনিয়র্ পছন্দ কর্লুম কী ক'রে?

সত্যিই ত! এর জবাব দিবার কিছু মোহিতের ছিল না। সে নতশিরে জিনিষগুলো নাড়াচাড়া করে একটুখানি ইতস্ততঃ ক'রে ছোট্ট একটা পাউডার-বক্স এগিয়ে ধর্লে। তার ঢাক্নার উপর প্রাগৈতিহাসিক যুগের ছবিওয়ালা ভাষায় লেখা দুটো লাইন, আর নাইল্ নদের ছবি—সবটা এনামেলের কাজ করা।

শীলা প্রস্তাব কর্লে যে মোহিতের ছবিটির দাম দিবে সে, আর মোহিত দেবে তার পাউডার-বক্সটির দাম। মোহিত তার প্রস্তাবে অবাক্ হয়ে প্রশ্ন কর্লে, কেন?

—একটুখানি খুসীর কাছে আত্মসমর্পণ এ···

মোহিত আর কোন আপত্তি কর্লে না।

দাম চুকিয়ে দিয়ে দু'জনে দোকান থেকে বেরিয়ে যখন এল তখন মোহিতের মনে পড়্ল বোশী আর কৃপালানি তার অপেক্ষায় হয়ত রেস্তঁরায় বসে আছে। তাড়াতাড়ি ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখ্লে দোকানের হাওয়ায় এবং শীলার সংসর্গে কখন যে একটি ঘণ্টা কেটে গেছে সে টেরও পায়নি'।

শশব্যস্তে সে বল্‌লে, আমায় এখ্‌খুনি যেতে হবে, শীলা, যোশী আর আর একটি বন্ধু আমার জন্যে এক রেস্তঁরায় বসে আছে…

শীলা বল্‌লে, রেস্তঁরায় ? কোথায় সেটা ?

—এই বাজারের বাইরেই—একটা মিশরীয় রেস্তঁরা

—বাজারের বাইরেই ত ? একটা জুয়েলারের দোকানের পাশে ? আমার ট্যাক্সিও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, চল…

—তুমিও কি সেখানেই যাচ্ছ, শীলা ?

—হ্যাঁ, তোমার আপত্তি নেই ত ?

মোহিত একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লে, না, না, আপত্তির কথা বল্‌ছিনা…তোমার সঙ্গীসাথীরা সব কোথায় ?

ভারী চমৎকার একটি হাসি হেসে শীলা জবাব দিলে, আজ আমি সঙ্গীসাথীর বন্ধন এড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছি, মোহিত… মরুভূমির মাঝ থেকে একটি সহচর খুঁজে নিতে, বেদুইন বা fellahin যেই হোক্ সে…

বাজারের গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে শীলা রজার্স যখন তাকে জুয়েলারের দোকানের পাশে এক মিশরীয় রেস্তঁরার সাম্‌নে এনে হাজির কর্‌লে তখন মোহিত দেখ্‌লে যোশী আর কৃপালানি যেখানে ছিল এ সে নয়।…কায়রোর বাজারের সাম্‌নে জুয়েলারের দোকানের পাশে যে এত মিশরীয় রেস্তঁরা রয়েছে তা' কে জান্‌ত ?

সে শীলাকে জানালে যে সে ভুল জায়গায় এসেছে।

—তাই ত, এখন কী করা যায় ?

ট্যাক্সিওয়ালাকে মোহিত প্রশ্ন করলে। ট্যাক্সিওয়ালা বললে বাজারের আশেপাশে এরকম অন্ততঃ পঞ্চাশটা রেস্তঁরা আছে, রাস্তার নাম না জানলে খুঁজে বার করা মুস্কিল।

মোহিত রাস্তার নাম মুখস্থ করে রাখেনি', সে অসহায় ভাবে শীলা রজার্স'এর দিকে তাকালে। শীলা চিন্তিতস্বরে বললে, আমারই অন্যায় হয়ে গেল, মোহিত···তোমার বন্ধুরা ভাববেন কী ?

মোহিত বললে, এস, একটু খোঁজা যাক্, যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকে তাহ'লে দেখা মিলেও যেতে পারে ত !

ট্যাক্সিওয়ালা তাদের নির্দ্দেশমত এদিক ওদিক প্রায় আধ-ঘণ্টাখানেক ঘুরলে, কিন্তু মোহিতের পরিচিত রেস্তঁরার সন্ধান আর মিলল না। ঘুণাক্ষরেও মোহিতের মনেই হ'লনা যে তারা খুঁজছে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে, যোশী আর কৃপালানি বসে আছে বাজারের অপর সীমান্তে।

শীলা বললে, তাহ'লে কী করবে, মোহিত ?

মোহিত বর্ত্তমানের স্রোতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ ক'রে বললে, কী আর করব ?···ওরা ত পিরামিড্ দেখতে যাচ্ছেই··· আমিও একটা ট্যাক্সি নিয়ে সেখানে চলে যাই—দেখা সেখানে নিশ্চয় মিলবে···

শীলা একটুখানি সঙ্কোচের সহিত বললে, আমার সাথে আসতে তোমার আপত্তি আছে, মোহিত ? আমিও ত সেখানে যাব···

একটুখানি ভেবে মোহিত বললে, আপত্তি থাকলেও আপত্তি

কল্পনা, শীলা। যার উপর হাত নেই সেই ভবিতব্য বলে পদার্থটা যখন আমায় এমন ঘোরাচ্ছে তখন তার সাথে সন্ধি করাই ভালো···

শীলা প্রস্তাব করলে, তাহ'লে কোথাও খেয়ে নেই, কী বল?··· তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়···

—খিদে ত বেশ পেয়েছে, শীলা, তবে খুব বেশী দেরী করা উচিত হবেনা, ওদের সাথে দেখা হওয়া চাইই কিন্তু···নইলে বিষম একটা গোলমাল হয়ে যাবে!

—বেশী দেরী হবেনা, মোহিত। আর, তোমার বন্ধুরা কি রোদ্‌টা একটু না পড়লে সেই মরুভূমির মাঝখানে যাবেন?··· শুনেছি সেখানে আশে পাশে এক বিন্দুও জল নাকি নেই, সব ওয়েসিস্ শুকিয়ে গেছে বালুর ঝড়ে···

কথাটা সঙ্গত। পোর্ট সেডে পৌছ্‌বার ট্রেন ত' ছাড়্‌বে সন্ধ্যায়···এত শীগ্‌গীর ক'রে তারা নিশ্চয়ই পিরামিড্ দেখ্‌তে যাবেনা···হয়ত বা বাজারের মধ্যে তার জন্যে একটু ঘোরাফেরাও করবে!

রেস্তঁরায় বসে মোহিত অবাক্ হয়ে ভাবছিল কী ক'রে এমন আচম্‌কা দেখার পরও তার আর শীলার কথাবার্তা এত সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে এল। যেন কিছুই হয়নি'···দুজন বন্ধু যেন অপরিচিত কোলাহলের মাঝখানে পরস্পরের স্বর চিন্‌তে পেরে নিজেদের নিগূঢ় বন্ধনটি নিবিড় করে নিয়েছে!

হঠাৎ শীলা রজার্স প্রশ্ন কর্‌লে, তুমি আমার উপর ভয়ানক রাগ করেছিলে মোহিত, নয় কি ?

স্বপ্নোত্থিতের মত তন্দ্রাজড়িতস্বরে মোহিত বল্‌লে, ভয়ানক করেছিলুম কি না বল্‌তে পারিনা, শীলা, তবে একটু করেছিলুম··· এবং সেটা বোধ হয় রাগ নয়—বেদনা-মেশানো অভিমান···

খুবই খোলাখুলিভাবে মোহিত নিজের মনটি শীলার সম্মুখে তুলে ধর্‌লে। এরকম ক'রে তুলে ধর্‌তে আর কেউই বোধ হয় পার্‌তনা, অন্ততঃ সাহস হতনা অনেকেরই।···শীলা গভীরস্বরে বল্‌লে, অভিমান কখন হয়, জানো ?

—জানি···

ছোট্ট একটি উত্তর। এর মধ্যে না আছে উচ্ছ্বাস, না আছে দীপ্তি। কিন্তু অনুভূতির গভীরতার রঙীন্ আলোয় ছোট্ট কথাটি ঠিক্‌রে যেন স্নেহ ঝরে পড়্‌ছিল।

শীলা তার সদ্য-কেনা পাউডার-বক্সটি নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে, তোমার এই উপহারটি আমার কাছে চির-অমূল্য হয়ে থাক্‌বে, মোহিত ··

মোহিত কোন জবাব দিলে না।

শীলা বল্‌তে লাগ্‌লে, জানি তুমি আমার সম্বন্ধে অনেক কিছুই ভেবেছ। সেসব প্রতিবাদ কর্‌বার মত শক্তি বা সাহস আমার নেই।···তবে একটি অনুরোধ, সে সব আজকের কয়েকটি ঘণ্টার মত ভুলে যাও···হঠাৎ-পাওয়া এমন অবসরটুকু নির্ম্মল এবং ক্লেদহীন করে তোলো।

মোহিত বল্‌লে, তোমার উপর খানিকটা শ্রদ্ধা এবং প্রীতি যদি অটুট না থাক্‌ত, শীলা, তবে অভিমানের রেখাটুকু পর্য্যন্ত আমার মনে স্থান পেতনা, এটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

শীলার মুখ দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল।

লাঞ্চের পর ট্যাক্সি করে তারা পিরামিড্ অভিমুখে রওনা হ'ল। ট্যাক্সিওয়ালা তাদের নির্দ্দেশমত নাইলের পাশ দিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে গেল। নয়নাভিরাম ঘনসবুজ গাছের শ্রেণী দুধারে, পাশে নাইলের স্রোত বয়ে চলেছে।

শীলা মুগ্ধভাবে বল্‌লে, কী সুন্দর!

মোহিত বল্‌লে, এদেশের লোকে নাইল্‌কে দেবতার মত পূজো করে—এর জল হচ্ছে চাষীদের প্রাণ, এর গভীরতা আন্‌ছে বাণিজ্যের সম্ভার···

ট্যাক্সি নাইলের উপর বিশাল ব্রিজ্ অতিক্রম করে চল্‌ল পিরামিডের দিকে—মরুভূমির পথে। মোহিত বল্‌লে, বেজায় গরম লাগ্‌ছে না?

—হ্যাঁ···এদেশে যদি এই নাইল না থাক্‌ত তাহ'লে এদের কী অবস্থা হ'ত!

মরুভূমির মধ্য দিয়ে ট্যাক্সি চলেছে। হঠাৎ ট্যাক্সিওয়ালা বলে উঠ্‌লে, ঐ দেখুন, বাঁ-দিকে একটা জলের রেখা বলে মনে হচ্ছে, ওখানে আসলে কিন্তু বালু···ও হচ্ছে mirage!

Mirage!···মরীচিকা!—ছেলেবেলায় ভূগোলে এর সংজ্ঞা

পড়েছে, কল্পনার চোখে তখন কত কী ছবিই না এঁকেছে!··· এই সেই!

শীলা প্রশ্ন কর্‌লে, সত্যিই ওখানে জল নেই, মোহিত?···আমি যে দিব্যি দেখ্‌তে পাচ্ছি জলের উপর ঢেউএর রেখা!

মোহিত হেসে বল্‌লে, তোমার দিব্যচক্ষুও যে নির্ভুল নয় তার প্রমাণ হচ্ছে এখানেই···

—তুমি আমায় খোঁচা দিতে পার্‌লে খুব খুসী হও, না মোহিত? ···শীলা মোহিতের দিকে তাকিয়ে এই প্রশ্নটি কর্‌লে।

মোহিত একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বল্‌লে, এই দেখ—আবার অভিমান হ'ল!···যাই বল, শীলা, তোমাদের মনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ভার!

মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত ক'রে তার হাতের পকেট গাইড বুকটা মোহিতের কোলের উপর ফেলে দিয়ে শীলা বল্‌লে, এখনও বল্‌বে অভিমান করেছি?

ট্যাক্সি যখন পিরামিডের সম্মুখে রাস্তায় এসে দাঁড়াল তখন একপাল গাইড্ শীলা আর মোহিতকে ছেঁকে ধর্‌লে। শীলা আর মোহিত গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে তাদের এড়িয়ে এগিয়ে চল্‌লে—যেন তাদের ভাষা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছেনা! একটা গাইড কিন্তু নাছোড়বান্দা, সে ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইট্যালীয়ান, ডাচ্, স্প্যানিশ্, অ্যারেবিক্ সব ক'টা ভাষায় প্রশ্ন করেও যখন কোন জবাব পেলেনা তখন তার শেষ অস্ত্র ছাড়্‌লে মুখ এবং হাতের ভঙ্গী দিয়ে ভাবপ্রকাশ।··মোহিত ভয়ানকভাবে খুসী হয়ে

লোকটাকে বক্‌শিস্‌ দিয়ে বিদায় কর্‌লে, বল্‌লে, এর পরও যদি আমরা বলি যে ওর ভাষা বুঝ্‌তে পারিনি' তাহ'লে ভয়ানক ভণ্ডামি করা হবে!

রোদ যদিও তখন পড়ে এসেছে তবু মরুভূমির বালু একেবারে তেতে রয়েছে, কিন্তু পিরামিড্‌ দেখ্‌বার উৎসাহ দু'জনেরই এত প্রবল যে সব অগ্রাহ্য করে তারা এগিয়ে গেল।

Sphynxএর সম্মুখে এসে শীলা মুগ্ধনেত্রে দাঁড়িয়ে রইলে।

মোহিত বল্‌লে, এই যে Sphynx দেখ্‌ছ এ হচ্ছে এখানকার প্রহরী...শান্তিসুপ্ত আত্মাদের বিশ্রামে যাতে কেউ বিঘ্ন না ঘটায় তারই জন্য এর স্থাপনা...

শীলা প্রশ্ন কর্‌লে, তুমি এসব বিশ্বাস কর, মোহিত?

—আমি যে দেশের মানুষ, শীলা, সেদেশে লোকে এরকম অনেক জিনিষই বিশ্বাস করে...

—আমি লোকের কথা জিজ্ঞেস্‌ কর্‌ছিনা, মোহিত, তোমার কথা জিজ্ঞেস্‌ কর্‌ছি...

—বিশ্বাস করি কি না জানিনে, তবে যারা সত্যি বিশ্বাস করে তাদের অন্তরের গভীরতার কাছে আমার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কর্‌তে আমি একটুও ইতস্ততঃ করিনে'।

বড় পিরামিডের সম্মুখে এসে মোহিত প্রস্তাব কর্‌লে যে সে ভেতরে ঢুকবে—তার অভ্যন্তরে রাজা এবং রাণীর ঘরগুলো দেখে আস্‌বে...

—উঠ্‌বার পথ আছে, মোহিত?...

—গাইড্‌বুক ত বল্‌ছে, আছে···তবে একটুখানি কষ্ট হবে তোমার···

—তুমি যাচ্ছ ত ?

—হ্যাঁ···

—তাহ'লে আমিও যাব ! তুমি কি মনে কর আমার সাহস তোমার চেয়ে কম ? তা'ছাড়া দরকার হ'লে তুমি সাহায্য কর্‌তে পার্‌বে ত ?

সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির উপর দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি কাট্‌তে কাট্‌তে উভয়ে রাজা এবং রাণীর ঘর দুটিতে প্রবেশ কর্‌লে। মোহিত শীলার হাত ধরে তাকে প্রায় টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে উঠ্‌ল। ঘরে এসে শীলা নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, মাগো ! কী যে সখ তোমার !

স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে ভরা ঘর।···কবে কত সহস্র বর্ষ আগে মানুষ তৈরী করে রেখে গিয়েছে—দেয়ালের গায়ে তার রেখা এখনও বর্ত্তমান !···মোহিত বল্‌লে, জানো, এই ঘর যখন প্রথম আবিষ্কার হ'ল তখন এর মেঝেতে লোকে ছয় হাজার বছর আগেকার পায়ের দাগ দেখ্‌তে পেয়েছিল—আর তা' দেখে প্রথম আবিষ্কারক আনন্দে মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন !

—সত্যি ?···শীলা বল্‌লে।

তার মন কিন্তু তখন মোহিতের কথার দিকে ছিলনা। মনের দুঃসহ আবেগ ফেটে বেরিয়ে পড়্‌তে চাচ্ছিল সহস্র-ধারায়···আজ সমস্ত পৃথিবীর বাইরে এই অর্দ্ধ-আলোকিত কক্ষাভ্যন্তরে যেন সে দেখ্‌তে পাচ্ছিল নিজের আসল ছবিটি। তার সমস্ত সত্ত্বা লুপ্ত

হয়ে যেন একটি অনুবেদনার শিখায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল, এ যেন এক নতুন আরম্ভ, এর শেষ যে কোনদিন আস্‌বে তা' তার চিন্তার গণ্ডীরেখার মধ্যে আস্‌ছিল না।

শীলা বল্‌লে, আজ যদি তোমার সাথে এমন আচম্‌কা দেখা না হ'ত মোহিত, তাহ'লে তুমি আমার সম্বন্ধে কত বিশ্রী ধারণাই না পোষণ কর্‌তে !

সহানুভূতিভরা কণ্ঠে মোহিত জবাব দিলে, আমার তা' মনে হয়না, শীলা···তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু খারাপ ভাব্‌বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সেসব ধারণা মরীচিকার মতই গেছে মিলিয়ে।··· কী জানি কেন, পেছনের অন্ধকারের উপর আলোর ছবিটাই জ্বলে উঠেছে তীব্রভাবে···

খুব মৃদুকণ্ঠে শীলা বল্‌লে, সে তোমার মহানুভবতা, মোহিত··

একটুখানি ইতস্ততঃ ক'রে গভীর স্নেহভরে শীলার হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তাতে একটুখানি চাপ দিয়ে মোহিত বল্‌লে, আমার মহানুভবতা নয়, শীলা···তোমার প্রাণের তরঙ্গধ্বনি এর জন্যে দায়ী···এর উত্থান-পতনের মধ্যে কী রহস্য লুকানো রয়েছে তা' আমি জানিনা, তবে তার যে ছন্দটুকু কানে শুন্‌তে পাই মাঝে মাঝে—···

বাধাদিয়ে হঠাৎ শীলা প্রশ্ন কর্‌লে, আমরা ত এখন সাগরের বুকে দাঁড়িয়ে নই, মোহিত, নয় কি ?

—না···

তুমি কি মনে কর যে আমাদের মনের এই জানাজানিটুকু

সম্ভব হয়েছে এই সাগরদোলায় শুধু, মোহিত?···না, এছাড়াও বড় সত্য এর পেছনে আছে?

একটুখানি চিন্তিতস্বরে মোহিত বল্‌লে, ভেবে দেখিনি', শীলা··· এর জবাব দেব পরে···

শীলা আর কিছু বল্‌লেনা, ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলে।

•

বাইরে এসে মোহিত বল্‌লে, তাইত, যোশীদের দেখা যে পেলাম না! কী করি বলত, শীলা!

—ওরা কি তাহ'লে পিরামিড্ দেখ্‌তে আসেনি'?

—আসা ত' উচিত ছিল। এত শীগ্‌গীরই দেখে চলে গেল, না আমারই খোঁজে কোথাও গিয়েছে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা যে!

পিরামিডের নিকটেই ছোট্ট একটি কাফেতে বসে তারা লেবুর রস খাচ্ছিল এমন সময় মোহিত প্রশ্ন কর্‌লে, আজ তুমি হঠাৎ একা চলে এলে কেন, শীলা?

একটুখানি দুষ্টামিভরা হাসি হেসে শীলা বল্‌লে, তোমার খোঁজে...

—না, সত্যি, ঠাট্টা নয়···বলনা···

—সত্যি বল্‌ব?

—বল···

—কেন যেন আজ সকাল থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে একটু মুক্তির হাওয়া আমার পক্ষে ভয়ানকভাবে দরকার। মিস্

হিংস্র আর কর্ণেল গ্রীণএর সংসর্গে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলুম, মোহিত !···ওরা যেন ঘন অন্ধকারের প্রতীক, আমার মনের নানারংএর পাপ্‌ড়ীগুলো ওদের ছায়ায় বদ্ধ হয়ে আস্‌ছিল এবং রুদ্ধ আবেগে সেগুলো যেন গুম্‌রে গুম্‌রে উঠ্‌ছিল।···তুমি আমার অবস্থাটা বিবেচনা করে আমায় ক্ষমা করো, মোহিত···

আর্দ্রকণ্ঠে মোহিত বল্‌লে, তোমাকে ত' আগেই বলেছি, শীলা, তোমার উপর হয়েছিল আমার অভিমান। সেটা কেন হয়েছিল তুমি জানো এবং তা' হতে পার্‌তনা যদি তোমার সম্বন্ধে আমার মনের কোণে একটু ছাপ না থাকৃত।···সে অভিমান অনেকক্ষণ কেটে গেছে—মনের সব ফাঁক এখন সুগভীর এক আনন্দে ভরে' উঠ্‌ছে।

শীলা প্রশ্ন কর্‌লে, সেদিন যখন তোমায় না চিন্‌বার ভাণ করে চলে গিয়েছিলুম তখন তুমি খুব রাগ করেছিলে, না ?

—রাগ বিশেষ হয়নি, শীলা, হয়েছিল একটু ব্যথা।···একটা মূর্ত্তিকে যদি বহু অনুষ্ঠান দিয়ে গড়ে তোল্‌বার পর হঠাৎ টের পাওয়া যায় যে সেটা শুধু পাথরের, তার মধ্যে প্রাণ নেই, তখন মনে লাগে বিষম একটা ধাক্কা···শিল্পীর চোখ দিয়েও দু' এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

—তুমি চোখের জলও ফেলেছিলে, মোহিত ?

—একটুখানি···

স্তব্ধবিস্ময়ে শীলা চুপ করে রইলে। সে ভাব্‌তেও পারেনি' যে তার কল্পনার অন্তরালে মোহিত তাকে এতখানি ভালোবেসেছে। অথচ, মোহিতের স্বভাবই এই যে সহজে সে তার মনের কথা

মুখের ভাষায় প্রকাশ করে বলে না—নিজেকে নিয়ে নিজের সাথেই খেলা করতে ভালোবাসে বেশী···

মোহিত বল্লে, এবার আমাদের উঠ্তে হবে, শীলা, নইলে ট্রেন ফেল কর্‌ব কিন্তু···

কায়রো ষ্টেশনে গিয়ে দু'জনে একটা সেকেণ্ডক্লাশ কামরায় উঠ্তে যাবে এমন সময় সাম্নের এক গাড়ী থেকে যোশী তাদের ডাক্‌লে। মোহিত এগিয়ে যেতেই যোশী হেসে বল্লে, বেশ যা' হোক্!···মিস্ রজার্স'এর মোহিনীশক্তি আছে তা' না হয় মান্‌লুম, কিন্তু তাই বলে কি ক্ষুধিত বন্ধুদের অমন করে রেস্তঁরায় ফেলে পালিয়ে যেতে হয়?

ভয়ানক ভাবে লজ্জিত হয়ে মোহিত বল্লে, আমার অন্যায় গেছে, যোশী···কিন্তু মিস্ রজার্স'এর সাথে আমার আচম্‌কা দেখা হয়ে যাওয়াতেই এই গোলমাল হয়েছে!

শীলা মোহিতের কথায় সায় দিয়ে বল্লে, ওর কোনই দোষ নেই, যোশী, সুভেনিয়র্ কিন্‌তে গিয়ে আমিই ওকে আট্‌কে রাখি, তারপর পথ ভুলে যাওয়ায় তোমাদের খুঁজে বার কর্‌তে আমরা পারিনি'।

ব'লে সে সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ বল্লে।

যোশী বল্লে, এবারকার মত তোমাদের মাপ কর্‌ছি, মিস্ রজার্স আর মোহিত, কিন্তু ভবিষ্যতে এত সহজে ক্ষমা মিল্‌বেনা তা' বলে রাখ্‌ছি!

মোহিত এবার প্রশ্ন কর্‌লে, আমায় খুব খুঁজেছিলে কি, যোশী?

—আমাদের সৌভাগ্য যে বেশী খুঁজতে হয়নি'। জান্‌তুম বাজারে গিয়েছ—সেখানে একটা দোকানের বাইরে উঁকিঝুঁকি মার্‌ছি এমন সময় একটি ছোক্‌রা বেরিয়ে এসে প্রশ্ন কর্‌লে আমরা কিছু কিন্‌তে চাই কিনা।···আমরা বল্‌লুম আমরা এক বন্ধুর খোঁজ কর্‌ছি।···রংটা ত দেখ্‌ছ, ভুল কর্‌বার জো নেই···ছোকরাটি বলে উঠ্‌ল, ওঃ, আপনার বন্ধু?···তিনি ত খানিকক্ষণ আগে এখান থেকে জিনিষ নিয়ে গেছেন, তিনি থাক্‌তে থাক্‌তেই আরেকজন মহিলা এলেন, তাঁর সাথে বেরিয়ে গেলেন।···আমরা তখন আঁচ করে নিলুম ব্যাপারটা কী। তোমার সন্ধানে ঘোরা তখন আলেয়ার পেছনে ছোটার চেয়েও বেশী অনিশ্চিত মনে করে সোজা চলে গেলুম পিরামিড্‌ আর sphynx দেখ্‌তে।

—ওঃ, তাই আমরা তোমাদের দেখা পাইনি সেখানে!··· আমরা গিয়েছিলুম চারটের ওপরে···

কৃপালানি এতক্ষণ গাড়ীর কামরার ভেতরে বসে এদের কথোপকথন শুন্‌ছিলেন। এবার মুখটা জানালার কাছে এনে বল্‌লেন, বাবুজী, অনাদিকালের এই সব রহস্যভরা লুকোচুরির সাথে আমাদেরও কিছু পরিচয় আছে···তাই আমরা নিশ্চিন্ত মনে এখানে বসে আছি আপনাদের প্রতীক্ষায়···

শীলা আরক্তমুখে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। মোহিত তাকে ডেকে কৃপালানির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে। বল্‌লে, এর

মুখের কথাগুলো হ'ল পাহারওয়ালার চোরধরা বৃষ-চক্ষু লণ্ঠনের মত—ঘাব্‌ড়ে যেয়োনা কিন্তু···

শীলা হাসিমুখে কৃপালানিকে অভিবাদন কর্‌লে। কৃপালানি তাকে প্রতি-অভিবাদন করে তাঁর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরেজীতে বল্‌লেন, বাবুজীর কথায় বিশ্বাস কর্‌বেন না আপনি; আমি বুড়োহ্বড়ো মানুষ, অহিংস্র এবং নিতান্ত নির্জ্জীব চেহারা আমার···

শীলা একটু হাস্‌লে।



*

*　　*

শীলার ডায়েরী হ'তে ঃ

মঙ্গলবার, দুপুরবেলা। কাল রাতের শেষভাগেই আমরা পূব-দেশের সীমানা ছেড়ে চলে এসেছি। কর্ণেল গ্রীণ ত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এসে আমায় প্রশ্ন কর্‌ছেন, দেশের হাওয়া আমার কেমন লাগ্‌ছে।···তাঁর মনটা ভয়ানকভাবে উৎফুল্ল, বহুদিন পরে দেশে ফিরে আস্‌ছেন ব'লে।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস কর্‌ছিলুম, কর্ণেল, তুমি ত' দেশে ফিরে যাচ্ছ···সেখানে তোমাকে অভ্যর্থনা করবার কে আছে?

হেসে কর্ণেল বল্‌লেন, অভ্যর্থনা কর্‌বার কি আবার লোকের দরকার হবে না কি? দেশের আকাশ-বাতাস, আলো-আঁধার সবই যে আমার প্রত্যুদ্‌গমন কর্‌তে উৎসুক হয়ে উঠ্‌বে!

বল্‌লুম, মান্‌ছি; তবু প্রশ্ন কর্‌ছি, কর্ণেল···তোমার আত্মীয় কি কেউ নেই কর্ণেল?

একটুখানি চিন্তা করে কর্ণেল বল্‌লেন, আছে—আমার দিদির এক নাত্‌নী আছে, বয়স বোধ হয় তোমারই মত হ'বে।···সে যদি আমার অভ্যর্থনা কর্‌তে এসে আমার এই থুব্‌ড়ো গালে গোটা দুই উষ্ণ চুমো খায় তাহ'লে আমি তার পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ব একবারে···

কর্ণেলের রসিকতা সবসময় লেগেই আছে। দোষ আছে তাঁর যথেষ্ট, কিন্তু এই স্বচ্ছ হাসিখুসী ব্যবহারের জন্য আমি তাঁর সব

দোষ ভুলে যাই।···আমার নিজের দেশের পরিচিত পুরুষদের যদি কারোর সঙ্গ আমি কামনা করি তাহ'লে সে এই কর্ণেল গ্রীণ-এর।

কর্ণেল আজ ভোরবেলা আমাকে প্রথম প্রশ্নটি কর্‌লেন কালকের দিনটি সম্বন্ধে। বল্‌লেন, কাল একা একা কেমন লাগ্‌ল মিস্ রজার্স ?

আমি বল্‌লুম, বেরিয়েছিলুম একা কর্ণেল, কিন্তু পথে হঠাৎ সাথী জুটে গেল !

—কে সেই ভাগ্যবান্ পুরুষটি ?

—তুমি তাকে চেন, কর্ণেল—যাকে নিয়ে দু'দিন আগে তোমরা সভা আর মিটিং বসিয়েছিলে এখানে···

আহতস্বরে কর্ণেল বল্‌লেন, আমাকে তুমি এর মধ্যে টেনে এনোনা, মিস্ রজার্স। তুমি জানো এর মধ্যে আমার কোনই সংশ্রব ছিল না !···একবারটি মাত্র তোমার বন্ধুদের একজনের সাথে আমি এ বিষয় নিয়ে আলাপ করেছিলুম, তাদের সাথে পরিচয় কর্‌বার জন্যে, তাদের মধ্যে যথার্থ মানুষকে দেখ্‌বার জন্যে।...মুগ্ধ এবং প্রীত হয়ে আমি ফিরে এসেছি !

আমি সান্ত্বনাভরা সুরে বল্‌লুম, তুমি ব্যথিত হয়োনা, কর্ণেল, তোমাকে কি আমার জান্‌তে বাকি আছে ?···আমি ব্যক্তিগত ভাবে তোমাকে কখ্‌খনোই কিছু বলিনি,' যা' কিছু বলেছি তা' আমাদের এই অসাড় দম্ভতাপূর্ণ সভ্যতার খোলসটার প্রতি···

সত্যি, নিজের দেশের সাগরের মধ্যে এসে পড়েছি ব'লে আমার মনে একটুও আনন্দ হচ্ছে না, কিন্তু! বরং একটা অজানিত

আশঙ্কায় আমার বুক কেঁপে উঠ্ছে।···দেশের এই আবাহন, এ ত' আবাহন নয়···এযে অন্য একটা বিদায়ের সূচনা !

কায়রো থেকে পোর্ট সেড্ পর্য্যন্ত সারাটা পথ মোহিত একটিও কথা বলেনি'। সেকেণ্ডক্লাশের যে কামরাটিতে আমরা উঠেছিলুম সেখানে আর কেউই ছিলনা···আমার জাহাজের সব বন্ধুরাই ফার্ষ্টক্লাশে যাচ্ছিলেন।···শুধু গাড়ীর শব্দ হচ্ছিল, আর তার চাকাগুলো পিষে পিষে চল্‌ছিল লোহার লাইনের উপর দিয়ে।··· জ্যোৎস্নাধৌত রাত্রিতে মরুভূমির ছবি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল— শাদা বালুর উপর যেন আলোর ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছিল···আর অদূরে সুয়েজখালের স্তব্ধশীতল রেখা মরুরূপসীর শাড়ীর রূপালী একটা পাড়ের মত দেখাচ্ছিল।

মোহিত চুপ করে সীটের কুশনে হেলান দিয়ে বসেছিল, আমি ছিলুম ওরই পাশে। সারাদিন ঘোরার শ্রান্তিতে আমার শরীর অবশ হয়ে আস্‌ছিল, তাই আমি আমার শিথিল মাথাটি ওর কাঁধের উপর রেখেছিলুম। মোহিত তবু একটুও সাড়া দেয়নি'··· সে যেমন স্তব্ধভাবে বাইরের আলোর দিকে তাকিয়ে ছিল তেমন ক'রেই তাকিয়ে রইল।

কতক্ষণ আমি সেভাবে ছিলুম জানিনা, তবে ক্লান্তিতে আমার চোখ যে মুদে আস্‌ছিল সেটা সত্যি।···সেই তন্দ্রাস্বপ্ন থেকে আমি মুহূর্ত্তের জন্য জেগে উঠেছিলুম কার স্নেহ-অঙ্গুলীস্পর্শে ·· ক্ষণিকের জন্য চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেছিলুম, মোহিত আমার মাথাটি স্নেহভরে চেপে ধরে আমার আধাসোনালী চুলগুলো নিয়ে

খেলা কর্‌ছে।···সুখের নিবিড় আবেশে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—সে ঘুম যখন ভাঙ্গ্‌ল তখন গাড়ীর বেগ মন্দীভূত হয়ে আস্‌ছে, পোর্ট সেড্‌ ষ্টেশনে এসে গাড়ী থাম্‌বার উপক্রম করেছে।

ক্ষণিকের জন্য আমার মনে দুঃখ হয়েছিল এমন সোনার সুযোগটুকু এম্‌নিধারা ঘুমে কাটিয়ে দিলুম বলে। তারপরই ভাব্‌লুম, দুঃখ করা আমার শোভা পায় না—যেটুকু পেয়েছি তার জন্যেই নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।··এও যদি আমার অদৃষ্টে না জুটত তাহ'লে অভিযোগ কর্‌বার সুযোগটুকুও পেতুম কি?

ষ্টীমারে উঠে ডেকের উপর যখন রাত্রির মত বিদায় নিলুম তখনও সে কিছু বল্‌লে না, শুধু আমার ডান হাতটি দু' হাতে একবার চেপে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাস্‌লে। তারপর তার ক্যাবিনের দিকে চলে গেল।

·

সারারাত আমার ঘুম হয়নি কাল। জাহাজ যখন ধীরে ধীরে আবার সাগরের বুকে পড়্‌বার জন্যে নড়্‌তে আরম্ভ করেছে তখনও আমি অন্ধকার ক্যাবিনের জানালা দিয়ে স্তব্ধ অতল জলের দিকে তাকিয়ে আছি।···মিস্‌ হিল অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁর সাথে আমার শেষবারের মত বোঝাপড়া হয়ে গেছে, তিনি শুধু ডাঙ্গায় পা' দেবার অপেক্ষায় আছেন যে কখন এরোপ্লেনেরও সাথে পাল্লা দিয়ে লণ্ডনে পৌঁছে বাবার কাছে আমার স্বেচ্ছাচারিতা, অবাধ্যতা এবং অসভ্যতার কাহিনী বল্‌বেন!

সাগর দোলায় ঢেউ

··ধীরে ধীরে পোর্ট সেডের আলোগুলো মিলিয়ে গেল—আমরা যে শুধু পথিক তা' তীব্রভাবে মনে করিয়ে দিলে আরেকবার! নির্জ্জন নিঃসঙ্গতার একখানি ভেলায় ভেসে যেন চলেছি, তীরে দেখ্তে পাচ্ছি লোকালয়ের আলো, আশে আশে শুন্তে পাচ্ছি জনতার কোলাহল, ক্ষণে ক্ষণে মাটির শুশ্রূষাও পাচ্ছি, কিন্তু কোনখানেই নিবিড়ভাবে বস্‌বার সুযোগ পেলুম না।

নির্জ্জন নিঃসঙ্গ ভেলায়ও সাথী জুটেছিল, তার সাথে পরিচয় হয়েছিল সমুদ্রেরই কল্লোলের সাথে, এরই দোলায় ঢেউয়ের মাঝখানে। এ বাঁধন শীগ্‌গীরই যাবে ছিঁড়ে—সমুদ্রের দোলানি থাম্‌বে না, তার বুকের উপর ঢেউএর খেলাও কম্‌বে না···কিন্তু তারই সুরে বাঁধা একটি পরিচয়, একটি সাথীত্ব বুদ্‌বুদের মত যাবে মিশে!

কাল নিদ্রাহীন চোখ নিয়ে সারারাত যখন ছাই-পাঁশ সব ভাব্‌ছিলুম তখন একবার মনে হয়েছিল মোহিতও আমারই মত নিদ্রাহীন চোখ নিয়ে বিছানায় বসে আছে কিনা! আমার মনে যে সব সুরের বাঁশী বেজে উঠ্‌ছে ওর মনে কি তা' একটুও সাড়া দিচ্ছে না?···কে জানে?

বুধবার, সকালবেলা। কাল বিকাল অবধি যখন মোহিত এল না তখন আমি ভাব্‌লুম আমাকেই খোঁজ নিতে হ'বে। একটুখানি আশঙ্কায় মনটাও কেঁপে উঠ্‌ল, কায়রোতে রোদে রোদে তেতে পুড়ে অসুখ হয় নি' ত?

সেকেণ্ড ক্লাস ডেকে যোশীর সাথে দেখা। বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করতেই বল্‌লে, সে নীচে ডেক্‌প্যাসেঞ্জারদের কোয়ার্টারে গিয়েছে।

ডেক্‌প্যাসেঞ্জার বলে এক শ্রেণীর যাত্রী আছে জান্‌তুম, তাদের আস্তানা দেখবার সুযোগ আমার কখনও হয়নি। আজি কৌতূহল প্রকাশ কর্‌লুম।

যোশী আমাকে নিবৃত্ত করবার উদ্দেশ্যে বল্‌লে, সে বড্ড নোংরা জায়গা, মিস্‌ রজার্স...ফার্ষ্ট ক্লাস লাউঞ্জ্‌এর পর সেখানে তোমার গা বমি বমি করবে!

—কিন্তু মোহিত ত সেখানে গিয়েছে?

—আমাদের কথা আলাদা, মিস্‌ রজার্স...আমরা সব কিছু দারিদ্র্য, মলিনতা এবং জীর্ণতায় অভ্যস্ত। তোমাদের সে শিক্ষা হয় নি,' তুমি কষ্ট পাবে।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যোশী এবং মোহিত এরা দু'জনে অবসর পেলেই আমাকে আমার জন্ম, জীবন-প্রণালী এবং আভিজাত্য নিয়ে খোঁচা দেয়। অবশ্য মোহিত আমাকে আজকাল এ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না, তার মনের তীব্রতা যেন অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে আমার সংসর্গে।

আমি বেশ কড়াস্বরেই জবাব দিলুম, আমার কী শিক্ষা হয়েছে না হয়েছে সে নিয়ে আমি আলোচনা কর্‌তে যাবনা, যোশী, কিন্তু তোমার এটা মনে থাকা উচিত যে যুগে যুগে 'আমার দেশের দু' একটি ছেলেমেয়েও পৃথিবীর নানা প্রান্তে সব চেয়ে বড়ো রকমের দুঃখ, দারিদ্র্য এবং মলিনতা বরণ করে নিয়েছে!

·· সত্যের সাথে বিবাদ চলে না। যোশী লজ্জিত মুখে মাথা হেঁট কর্‌লে। আমি বল্‌লুম, আমায় পথটি দেখিয়ে দেবে কি?

যোশী আমার সাথে সিঁড়ি পর্য্যন্ত এগিয়ে এল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে দেখি কোথাও কেউ নেই—শুধু নীলকুর্ত্তি-পরা জন কয়েক Florentine খালাসী কাজ কর্‌ছে—এদিক্ ওদিকে দু' একটা কম্বল এবং ময়লা বিছানা আধগুটানো ভাবে প'ড়ে রয়েছে। পূর্ব্বদেশ থেকে আসার পর অবধি এসব জিনিষের তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে আমার দেরী হয় না···বুঝ্‌লুম এই হচ্ছে ডেক্‌প্যাসেঞ্জারদের আশ্রয়-ভূমি।

খানিকটা খুঁজে মোহিতের দেখা পেলুম ডেকটার সম্মুখ ভাগে। সে এবং কায়রো-ষ্টেশনে-দেখা আর একটি ভারতীয় ভদ্রলোক পাশাপাশি দুটো লোহার থামের উপর বসে গল্প কর্‌ছে।

বোধ হয় তারা আমার সম্বন্ধেই গল্প করছিল, কারণ দেখলুম আমার পায়ের শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকিয়ে তারা দু'জনেই ভয়ানকভাবে' চম্‌কে উঠ্‌ল···আর মোহিতের মুখে লজ্জার একটা রক্তিমাভ ছোপ কে যেন বসিয়ে দিলে।

আমি বল্‌লুম, তোমার খোঁজে কোথায় চলে এসেছি মোহিত দেখ···

মোহিত কী যেন বল্‌তে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে অপর ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, অপরাধ খানিকটা আমারই···আমিই বাবুজীকে আট্‌কে রেখে দিয়েছি অনেকটা স্বার্থপরতার বশে···

বুঝ্‌লুম না, জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলুম।

ভদ্রলোকটি বল্লেন, দেখ্ছেন ত কেমন একাটি এখানে থাক্তে হয়, তাই মোহিতের সঙ্গটুকু একেবারে একচেটে করে নিয়েছি!

বল্লুম, আমি আপনাদের গল্পে বাধা দিতে আসিনি,' আপনারা গল্প করুন না, আমি একটুখানি দেখ্ছি জাহাজটা ঘুরে ঘুরে···

ব'লে আমি ডেকের এদিকে সরে এলুম। মনে ভয়ানক অভিমান হ'ল, মোহিত আমাকে দেখে একটুখানিও সরে এলনা, আমায় একটু সম্ভাষণও কর্লনা সে।···কিন্তু পরে বুঝ্তে পেরেছিলুম এই সম্ভাষণ-না-করাটাই হচ্ছে আমাদের সম্বন্ধের মাধুর্য্য, এই অপূর্ণতাটুকুই হচ্ছে পূর্ণতার প্রতীক...

এদিক্ ওদিক খানিকক্ষণ পায়চারী করে সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় মোহিত ছুটে এল, বল্লে, তুমি নিশ্চয় এখনই চলে যাচ্ছ না?

আমি অভিমান-ভরা সুরে বল্লুম, চুপ করে ত আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

অনুতপ্ত হয়ে আমার হাতটি ধরে মোহিত বল্লে, রাগ করো না···তোমার সাথে অনেক কিছু গল্প কর্বার আছে···

একটি স্পর্শ আমার সব অভিমান-ব্যথা ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল। ফিক্ করে হেসে বল্লুম, তোমার উপর কি রাগ কর্তে পারি মোহিত? সে যে নিজের উপরই রাগ করা হবে!

সে আমার হাতটি ধরে সিঁড়ির কাছ থেকে টেনে নিয়ে বললে, এদিকে এস···

·· মন্ত্র-মুগ্ধার মত আমি তার অনুসরণ কর্‌লুম। ডেক্‌প্যাসেঞ্জারদের আশ্রম···আলোর স্তিমিত আভা অন্ধকারের সাথে মিশে. স্থানটাকে যেন রহস্যময় ক'রে তুল্‌ছিল। মোহিত বল্‌লে, এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল···

আমি চুপ করে রইলুম, এর পর কী বল্‌বে তারই প্রতীক্ষায়।

মোহিত বল্‌তে লাগ্‌লে, ওঁর নাম হচ্ছে কৃপালানি, সিন্ধ্‌ থেকে আস্‌ছেন···এই ডেকেরই একজন যাত্রী।···ভারী চমৎকার লোক —ওঁর সাথে পরিচয় হয়েছে মাত্র দু'দিন হ'ল, এরই মধ্যে ওঁর মাঝে মস্ত বড় একটি বন্ধুর প্রাণ খুঁজে পেয়েছি···

বল্‌লুম, ওঁর চোখ দুটিতে আমি সেটা বুঝ্‌তে পেরেছি···

—আমি ওঁকে আমার কাহিনী বলছিলুম আর আসন্ন বিদায়ের দিনটির কথা আলোচনা কর্‌ছিলুম···

আমি আহতভাবে বল্‌লুম, সে কথা এখন আলোচনা করে কী হবে মোহিত? সে এখন থাক্‌···

মোহিত আর কিছু বস্‌লে না, স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অস্ফুটস্বরে বল্‌লে, একটি শিক্ষা আমার লাভ হয়েছে তোমার সাথে পরিচয়ে, শীলা···সেটা না বলে পার্‌ছি না···

—বলো···

—সহজ মানুষের সত্যটি অজ্ঞতা এবং সামাজিক বিভিন্নতার কুয়াসায় ঢাকা পড়ে থাকে, তাই মানুষ মানুষকে অনেক সময় ভুল বোঝে, শীলা···

আমি অবাক্‌ হয়ে প্রশ্ন কর্‌লুম, এর তাৎপর্য্য···

মোহিত প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল, তারপর বললে, না, বলছিলুম এই যে তোমাকে আগে কী ভয়ানক ভাবে ভুল ভেবেছিলুম!

মোহিতের কথায় আমার সমস্ত হৃদয় মথিত ক'রে উঠল একটা চাপাকান্নার হাসি। আমাদের সম্বন্ধটিকে সে দেখেছে শুধু বৈজ্ঞানিকের চোখে, এক অভিজ্ঞতার সোপান এই ধারণা নিয়ে। ···মুখ্যভাবে আমার কাছে যা' অন্তর-নিংড়ানো বেদনা, সেটা ওর কাছে শুধু একটা ভুল-ভাঙানো বাণী ; আমার কাছে যা' অনুভূতির কঙ্কণ, ওর কাছে তা' অভিজ্ঞতার সাঁজোয়া···

আমি কোন ক্রমে অশ্রুরোধ করতে করতে উপরে চলে এলুম। ওর কাছে থেকে ভালো ভাবে বিদায় নেবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত আমার হ'ল না।

কাল রাত্রিতেও আমার ঘুম হয়নি'।

বুধবার, রাত দুপুর। আমি ভুলেই গিয়েছিলুম যে মোহিতের মনটিকে সাধারণ তুলাদণ্ডে মাপতে গেলে ওর প্রতি ভয়ানক একটা অবিচার করা হ'বে। কাল ওকে দেখছিলুম নিতান্ত সঙ্কীর্ণ একটা পরিপ্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে···ওর মনের বিপুলতা এবং অনুভূতির অজস্র চঞ্চল ছায়ালোকপাত আমার পর্য্যবেক্ষণের গণ্ডীর মধ্যেই আসেনি'।

মানুষকে ভালো ভাবে বুঝতে হ'লে নিজেকে তার অনুবেদনার সাথে নিবিড় ভাবে মিশিয়ে ফেলবার চেষ্টা করা দরকার। প্রাণের

যোগ যতক্ষণ না হচ্ছে কল্পনা-শক্তির সাথে, ততক্ষণ একটা মানুষের মন সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত কখনই হ'তে পারে না।

সন্ধ্যার পর আমি নিথরভাবে বসে ছিলুম আমার ডেক্-চেয়ারটির উপর, কালকের রাত্রিটির কথা মনে হয়ে আমার সব অশ্রু জমাট হয়ে বুকের উপর চেপে বসেছিল, এমন সময় মোহিত এসে মৃদুস্বরে বল্‌লে, তোমার সাথে একটা কথা আছে, শুনে যাও···

আমি অবাক্ হয়ে গেলুম—আবার হলো কী ?

মোহিতের পেছনে পেছনে আমি সোজা চলে গেলুম স্পোর্ট্‌শ্ ডেকে। তখন আমার সিসিলীর সম্মুখীন হচ্ছি···দূরে পাহাড়ের উপর দু' একটা আলো স্তব্ধ নিশীথের প্রহরী স্বরূপ জেগে আছে।

কোন প্রকার ভূমিকা না করেই মোহিত আমাকে প্রশ্ন করে বস্‌ল, তুমি আমাকে ভালোবাস, শীলা ?

এ কী প্রশ্ন !···এর জবাব কি কখনও দেওয়া যায় ?

আমার নীরবতায় অস্থির এবং চঞ্চল হয়ে মোহিত বল্‌লে, আজ চুপ করে থাক্‌লে তোমার চলবে না শীলা·· আমি তোমার ঠোঁট দুটির মাঝ থেকে একটা উত্তর চাই।

আমি অস্ফুটস্বরে বল্‌লুন, তোমার কী মনে হয়, মোহিত ?

আমার প্রশ্ন শেষ কর্‌তে পারলুম না। আমার মুখের উপর এসে পড়্‌ল মোহিতের স্নেহ-উচ্ছ্বাস-ভরা উষ্ণ নিঃশ্বাস ; আমার ঠোঁট দুটির উপর এল ওর ঠোঁটদুটির প্রেমনিবেদন···আমাকে সে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধর্‌লে।

কতক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়েছিলুম জানি না···সে যেন একটা

স্বপ্নময় যুগ। আমার চক্ষুদুটি বন্ধ করে আমি তৃষিত মরুভূমির মত তার চুম্বন এবং আদর উপভোগ করছিলুম। দিগন্তে ফুটে উঠেছিল সিসিলীর লাইট-হাউসের আলো—মনের সব বন্ধন গিয়েছিল টুটে, ফুলের মঞ্জরীতে যেন ভরে উঠছিল সব গাছ।··· আমার সমস্ত হৃদয় মথিত করে জেগে উঠ্‌ছিল শুধু একটি প্রার্থনা : ওগো রূপদক্ষ, এ শুভ সুযোগ হারিয়ো না···অন্ধকারে আবরণ গিয়েছে খুলে, অবসাদ গিয়েছে দূরে···তোমার তুলিতে আমাদের মনের আনন্দের গান ফুটিয়ে তোলো...

নীচে সাগরজলের উচ্ছ্বাস আমি শুন্‌তে পাচ্ছিলুম। ঢেউগুলো বোধ হয় জাহাজের গায়ে এসে লাগ্‌ছিলো আর থেকে থেকে আমাদের জাহাজটি কেঁপে উঠছিল।

মোহিত ধীরে ধীরে আমাকে মুক্তি দিয়ে বললে, এই কটা দিনের স্মৃতি আমি কখ্‌খনও ভুলতে পার্‌ব না শীলা···

আমি বল্‌লুম, ভুলবে কেন?···তোমার সাথে এই ত আমার শেষ দেখা নয়।

একটুখানি মলিন হাসি হেসে বল্‌লে, না···কিন্তু শেষের দিন ত ঘনিয়ে আসছে···

প্রতিবাদ করতে পারতুম, বল্‌তে পার্‌তুম, এ যে আরম্ভ গো! এরই উপর তুমি যবনিকা কেন ঠেনে দিচ্ছ?···তুমি আর আমি যাচ্ছি একই দেশে, সেখানে আমাদের দেখা-শোনার অবসরের অভাব হবে কেন?

কিন্তু কী-জানি-কেন মুখের মধ্য দিয়ে সে ভাষা আর বেরুল না।

অশরীরী অদৃশ্য এক শক্তি যেন আমার কানে কানে বললে, এ যে সাগর দোলার ঢেউ···সাগরের বাইরে এ সম্বিৎ হারিয়ে ফেলবে, মাটির কোলাহলের মধ্যে এ কোথায় মিশিয়ে যাবে! ঢেউ আছাড় খাবে সৈকত ভূমিতে···ফুটে উঠবে শুধু ফেণা হয়ে, আর মিশিয়ে যাবে তার সিক্ত গায়ে···

মোহিত বল্‌লে, তুমি কাল আমায় ঠিক বুঝ্‌তে পারনি', শীলা···

ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন ছিল না, মোহিতের স্পর্শ আজ আমার কাছে সবই স্বচ্ছ, সরল করে দিয়েছিল। তবু আমি ওর কথায় কোন বাধা দিলুম না।

বল্‌তে লাগ্‌ল, ভুল-ভাঙার কথা যে কাল বলেছিলুম সেটাই আমার বল্‌বার সবটুকু ছিল না।···আমার মনের পরিণতির দিকে তাকিয়ে আমি অবাক্ হয়ে গিয়েছিলুম—সেই বিস্ময়েরই একটুখানি কণা তোমাকে দিতে যাচ্ছিলুম···

আমি হু'হাতে তার মুখটি চেপে ধরে বল্‌লুম, বুঝেছি, আর বল্‌তে হ'বে না···

সে আস্তে আস্তে আমার হাতদুটি সরিয়ে নিয়ে তার হাতদুটির মধ্যে রাখ্‌লে, বল্‌লে, জানো, সময় সময় আমার কী মনে হয়?

—কী?

—যে তুমি যাদু জানো!···কতবার আমি তোমার সান্নিধ্য এড়িয়ে চল্‌বার চেষ্টা করেছি, তোমার সাথে বেশী মেশামেশি করা

উচিত নয় সে কথা মনকে বোঝাতে চেয়েছি, কিন্তু কী এক দুর্ব্বার আকর্ষণে আবার ফিরে এসেছি!

আমি একটুখানি তৃপ্তিভরা হাসি হাসলুম। এযে আমার প্রতি ওর সম্ভ্রম নিবেদন! মেয়ের মন এ শুন্‌লে আনন্দে ফুলে উঠ্‌বে বৈ কি!

সে বল্‌লে, তাই ভয় হয়, এ যাদুর মায়া যদি না কাটে তাহ'লে কী উপায় হবে!

আমি হেসে বল্‌লুম, ভয় নেই, তুমি যখন এখনই এ যাদুর মায়া কাট্‌বার কথা ভাব্‌ছ তখন কাট্‌তে আর দেরী হবে না!

আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলুম সেখানে বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েকেরও বেশী হবে। কত কী অর্থহীন কথা যে আমরা বক্‌লুম—তার না ছিল রীতি, না ছিল সঙ্গতি!···সৃষ্টির আদি কাল থেকেই বোধ হয় এম্‌নি হয়ে আস্‌ছে!

সাগর প্রবাহের প্রবাহিনীর কলধ্বনি রক্তের তালে তালে বাজ্‌ছিল। আমি যেন হয়ে গিয়েছিলুম শিশু—যা' কিছু সাধারণ যা' কিছু নগণ্য সবই দেখ্‌ছিলুম প্রবল ক'রে,···আমার ঔৎসুক্য হয়ে উঠেছিল অক্লান্ত, আনন্দ হয়ে উঠেছিল গভীর এবং অপূর্ণ···

* * * * *

মোহিতের চিঠি—বুধবার রাত দুপুরে লেখা :

"ভাই শোভনলাল,

তোমাকে শেষ চিঠি লিখেছি আরব আর মিশরের মরুভূমির মাঝখানে বসে। এবার মরুভূমি ছাড়িয়ে ঠাণ্ডার দেশের দিকে

চল্‌ছি, যদিও কাল সকালবেলা ভিসুভিয়স্‌এর সাথে সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা আছে !···আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তবে নাকি জাহাজ থেকেই ওর মুখে ধোঁয়ার রেখা দেখা যাবে !

সে যাক্, তোমাকে একটি নতুন খবর দিচ্ছি···যে বাঁশীর সুরের কথা তোমাকে ঈজিপ্ট থেকে লিখেছিলুম তার স্পর্শ অবশেষে মিলেছে—খুবই অজান্‌তা ভাবে, মিশরের মরুভূমির মাঝে। তারপর আজ তার সাথে আমার সুরটি মেলানোও হয়ে গেছে, সাগর-ঢেউএর নৃত্যদোদুল ছন্দের সাথে মিশে গেছে বেশ !

তখনকার অনুভূতিটি হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের, ভাই।···এর আগে তোমাকে লিখেছিলুম অস্পষ্ট আঘাতের কথা, এখন লিখ্‌ছি পূর্ণ রিক্ততার বাণী। এ রিক্ততার শূন্যতা নেই, আছে অসামান্য গভীরতা আর অতলস্পর্শী স্তব্ধতা।

তুমি নিশ্চয়ই ভয়ানকভাবে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছ। অ্যাফ্রিকার জঙ্গল আর অ্যামেরিকার কন্দর ছেড়ে তোমার মনটি নিশ্চয় আমার চিঠির পেছনে লুকানো অর্থের দিকে ঝুঁকে পড়েছে !···ভাব্‌ছ এসব কবিত্ব-মেশানো কথার মানে কী ?

মানে অবশ্য খুবই সোজা—আমি প্রেমে পড়েছি।

আমি কিন্তু কল্পনার চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি এইটুকু পড়েই তোমার মুখ হ'য়ে উঠ্‌ছে ভ্রূকুটি-কুটিল, তুমি আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে হতাশ হয়ে পড়েছ।...আমার ভয়ানক আনন্দ হচ্ছে কিন্তু তোমার অবস্থাটি কল্পনা করে···কাছে যদি এখন তোমায় পেতুম !

সে যাক্—এখন আমার প্রিয়ার একটুখানি পরিচয় দেই, কী বল ?

প্রিয়ার বয়স হবে উনিশ···কুড়ি পার হ'লে বুড়ী হবেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার কাছে তিনি থাকবেন চির-যৌবনা উর্ব্বশী। তাঁর সাহচর্য্যে আমার অন্তর রাগে-অনুরাগে বিচিত্র হয়ে ঠিক্‌রে পড়ে···প্রভাতে সন্ধ্যায় দিক্-দিগন্তে গান বেজে ওঠে···সৃষ্টির লীলা তরঙ্গের সাথে আমার অন্তর দুল্‌তে থাকে।

তুমি নৃতত্ত্বের পুরোহিত, তাই প্রিয়ার জাতীয়তার পরিচয় তোমায় দেব না। শুধু তাঁর বাইরের দুএকটি অঙ্গ এবং অঙ্গাণুর বর্ণনা করব, যদি তুমি সেই ছবি থেকে আমার প্রিয়াকে চিনে নিতে পার তাহ'লে তোমায় বল্‌ব বাহাদুর···

প্রথমেই চোখ দুটির কথা বলি···স্তব্ধ-চঞ্চল নীল···সাগর আর আকাশের রংএর সাথে মিশে আছে যেন···অন্তর্গূঢ় রহস্যে ভরা আমার মানসী।

আর একটি জিনিষ আমার চোখে পড়েছে প্রথমেই, সেটি হচ্ছে একটি কালো তিল।···সত্যিকারের রাঙা-ঠোঁট দেখেছ কখনো ? ···আমার প্রিয়ার ঠোঁট সহজ-রক্তিম-রাগে রাঙা···বিলিতি কবি হ'লে বল্‌তুম, চেরীফলের মত। গালে আপেলের রং আর তারই উপর ঠোঁটের বাঁ-পাশে ছোট্ট একটি তিল, যেন সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য মথিত করে একটুখানি এসেন্স···

চুলের বর্ণনা চাও ?···আধা-সোনালী···শাড়ীর ঘোম্‌টাতে যদি এর আব্রু হয় তাহ'লে বোধ হয় এর স্রোতে ছন্দের নাচ বয়ে চলে !

···আরো লিখ্‌তে হবে কি ?

এখন ইতিহাসের একটুখানি ছোঁয়াচ্‌ তোমায় দেই। ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ যে হয়েছে সাগরের দোলা থেকে সে তুমি এর মধ্যে নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছ।...কেমন করে সুরু হ'লো সেটা প্রশ্ন করো না, কারণ সুরের মধ্যে না ছিল আকস্মিকতা, না ছিল অসাধারণতা! সচরাচর যেম্‌নি ভাবে পরিচয় হয়ে থাকে আমাদের পরিচয়ও সেই ভাবেই হয়েছে!

কিন্তু খুব সহজে আমরা ধরা দিই নি'। লুকোচুরী খেলা হয়েছে যথেষ্ট এবং তার অস্বাভাবিকতার কথা মনে হ'লে এখন আমার নিজেরই হাসি পায়!···অভিমান এবং বেদনা আমার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে তুলেছে অনেকবার, কিন্তু আজ সন্ধ্যার আঁধারে আমাদের সন্ধি হয়ে গেছে।

তুমি প্রশ্ন কর্‌বে, সে ত বুঝ্‌লুম, তখন হবে কী ?—কী যে হবে সে আমিও জানি না। আর দুদিনের মধ্যেই সাগরের কাছ থেকে বিদায় নিতে হ'বে আমাদের এত দিনকার সহচর, সাথী এবং সাক্ষী থাকবে পড়ে···আমরা চলে যাব কে কোথায়! মনের স্পন্দন দোলার বিরামের সাথে সাথে থাম্‌বে কি না জানি না ; যদি থামে তবে ভাবনা নেই—কিন্তু যদি না থামে ?

একটা কথা তোমায় না বলে থাক্‌তে পার্‌ছি না, শোভন··· তুমি আমায় ছেলে মানুষ ভেবো না যেন!···দু'জোড়া ঠোঁটে যখন স্নেহের আলাপ সুরু হয় এবং তার সমাপ্তি হয় নিবিড় স্পর্শে, তখন শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে ওঠে প্রাণমাতানো গান! সে

গানের মূর্চ্ছনা যে কতখানি পাগল-করা তা' আমি চিঠিতে তোমায় বোঝাতে পার্‌ব না—তবে এটুকু বল্‌তে পারি যে তখন নিত্য-কালের আলোও হয়ে যায় আচ্ছন্ন আর বিশ্বের সকল বাণী সরে যায় দূরে!

এই যে চিঠি লিখ্‌ছি এখন রাত ক'টা বেজেছে জানো?—রাত একটা! চোখের পাতায় ঘুম একটুও নেই—আমার শিরায় শিরায় রক্তের প্রবাহ যেন অস্বাভাবিক রকম দ্রুতগতিতে বইছে!

আমার চিঠি পড়ে তুমি কী মন্তব্য প্রকাশ কর্‌বে জানি না, তবে খানিকটা আঁচ করে নিচ্ছি। বল্‌বে, আমার চিঠিটা হয়েছে একটা আলোর ঝিকিমিকি, এর কোন্ খানে রূপক কোন্ খানে শাদা কথা বুঝ্‌বার যো নেই…। কিন্তু এই আলো-ছায়ার মাঝখান দিয়ে যদি আমার চেনা মুখখানা বার করে নিতে তোমার কোন কষ্ট পেতে না হয় তাহ'লেই আমি নিজেকে ধন্য মনে কর্‌ব।

একটা প্রস্তাব করব তোমায়?…তুমিও কেন চলে এস না! তুমি যে সেই কোন্ স্কলারশিপের জন্যে চেষ্টা কর্‌বে বলেছিলে তার কী হ'ল?…ভাই শোভন, আমি জোর করে বল্‌ছি, তোমার ষ্টাডির বদ্ধ হাওয়া থেকে যদি তুমি এক বারটি বেরিয়ে পড়্‌তে—সাগরের বুকে পাড়ি দেবার জন্যে, তাহ'লে দেখ্‌তে এর ঢেউএর ফাঁকে ফাঁকে কত রামধনুর খেলা…আর তার বাণী আকাশ বাতাসের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে কত রূপে রূপে বিচিত্র হয়ে ওঠে!

অবশ্যি আমার বলা বৃথা; তুমি হচ্ছ অদ্বিতীয় cynic, তুমি বল্‌বে, সাগরের বুকে শুধু রামধনুর খেলাই মেলে না, টাইফুনের

ভীষণ নৃত্যের উৎসও সেখানে।···সাগরের বাণীর মধ্যে তুমি দেখ্‌বে ধ্বংসের লীলা···বিক্ষিপ্ত কোলাহল···সম্বরণহীন উচ্ছ্বাস···

তবু তোমায় বল্‌ছি, একবারটি তোমার অনাদিকালের শ্রী-বিসর্জ্জন দিয়ে পা বাড়িয়ে দাও···

—তোমার মোহিত।”

*

*　　　*

মোহিত শেষ রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল তার ক্যাবিনের ভিতর। হঠাৎ তার ঘুম ভাঙ্গ্‌ল চিদম্বরম্‌এর কলরবে। আলস্য-ভরা চোখ দুটি একবার খুলতেই পোর্টহোল দিয়ে তার মুখের উপর এক ঝলক আলো এসে পড়ল···একটু বিরক্ত হয়ে চোখ আবার বন্ধ করে সে জড়িত-কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কী হয়েছে মিঃ চিদম্বরম্? এরকম চেঁচামেচি কেন?

সোৎসাহে চিদম্বরম্ জবাব দিলে, ভিসুভিয়স দেখা যাচ্ছে, মিঃ সেন···

ভিসুভিয়স!·· মোহিত তড়াক করে লাফিয়ে উঠল! উপরের বার্থ থেকে কোনক্রমে নেবে চোখে একটু জল দিয়ে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে পড়ল ক্যাবিন থেকে।

ভিসুভিয়স দেখতে তার যতটা না আগ্রহ তার চেয়ে বেশী আগ্রহ ছিল তার শীলার সাথে ভোরবেলাটিতে দেখা করবার।·· আগের দিন সন্ধ্যায় সে শীলার কাছে প্রতিশ্রুতি করেছিল যে ভোরবেলাতে ভিসুভিয়সের ছবি যখন ফুটে উঠ্‌বে তখন সে শীলার কাছে থাক্‌বে।

তড়্‌তড়্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে সে ফার্ষ্টক্লাস স্পোর্টশ্ ডেকে উঠে চলে গেল। সেখানে এক পাল ছেলে মেয়ে জড় হয়ে চেঁচামেচি

করছিল। মোহিত খুঁজছিল শীলাকে, তার দৃষ্টি সারা ডেকময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

শীলাকে কিন্তু কোথাও দেখা গেল না। যে ছেলেমেয়ের দল তাদের আনন্দ কলরবে ডেকটাকে মাতিয়ে তুল্‌ছিল তাদের একটিকে মোহিত বেশ ভালোভাবেই জান্‌ত—তাকে দেখেছিল শীলার সাথে অনেক সময়ই সে।...ইচ্ছা হল তাকে প্রশ্ন করে, শীলা কোথায়?··· কিন্তু কী যেন এক লজ্জায় সে চুপ করে রইল।

ভিসুভিয়স দেখা যাচ্ছিল · ধূসর একটা রেখার মত···তার শিখরটা মনে হচ্ছিল যেন কালো একটা মেঘের ঢেউ।···মোহিত কিন্তু ভিসুভিয়স্ দেখে খুব উৎসাহিত বোধ কর্‌ছিল না, তার মন ছিল একটি ছন্দ-ভরা সুরের প্রতীক্ষায়···

সুরের সাথে সাক্ষাৎ অবশেষে হ'ল। লজ্জারুণ মুখে শীলা এসে মৃদু হেসে বল্‌লে, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, মোহিত, তাই দেরী হয়ে গেল···

—আমি যে তোমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি এখানে!

—সত্যি?

—সত্যি না ত' কি মিথ্যে বল্‌ছি? · এই যে ধূম-জ্যোতিঃতে গড়া পাহাড়ের রূপ-সৃষ্টি এও আমার কাছে নিতান্ত সাধারণ মনে হচ্ছিল তুমি আস্‌ছ না দেখে!

শীলা মোহিতের বাহুতে মৃদু তর্জ্জনীর আঘাত করে বল্‌লে, শেষ ক'দিনে তোমার মুখের ফোয়ারা ছুটে গেছে যে!

হেসে বল্‌লে, দীপ্ নিভ্‌বার আগে দপ্ করে জ্বলে ওঠে

শেষবারটির মত ..কল্লোল শেষ হবার আগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় পূর্ণমাত্রায়···

শীলা একটুখানি অন্যমনস্কভাবে বল্‌লে, সত্যি কি মোহিত আমাদের বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে আস্‌ছে?···আমি কিন্তু কিছুতেই সেটা কল্পনার মধ্যে আন্‌তে পারছিনা।

—কিন্তু যা' সত্য এবং অবশ্যম্ভাবী তাকে জোর করে এড়িয়ে ত কোন লাভ নেই।

শীলা একটুখানি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

মোহিত তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লে, কিন্তু সে নিয়ে এখনই মন খারাপ করে দরকার কী, শীলা? যা হ'বার তা হবে—তাই নিয়ে এখনকার ভিসুভিয়স দেখাটা মাটি ক'রো না।

শীলা সচেতন হয়ে বল্‌লে, সত্যি, আমার বড্ড অন্যায় হয়ে হাচ্ছে, মোহিত। তোমার আজকের সকালবেলাটায় আমি বিষাদের ছায়া এনে দিলুম।

মোহিত যেন শীলার কথা শুন্‌তেই পায়নি' এম্‌নিভাবে বল্‌লে, বাস্তবিক···দূরথেকে ভিসুভিয়স্‌এর এমন শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি দেখে কে মনে কর্‌বে যে এরই প্রতাপে দু'হাজার বছর আগে রোমান্‌ সভ্যতার কতকগুলো বিশিষ্ট আত্মপ্রকাশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল!··· এর রুদ্র লেলিহান শিখার আবাহন কেউ শুনতে পায়নি' আকস্মিকতার প্রচণ্ডতায় সবাই হয়ে গিয়েছিল জড়, প্রবুদ্ধ...

শীলা বল্‌লে নাম্‌বে'—গিয়ে একবারটি দেখে আসবে?

—নাঃ, আজ মাটির স্পর্শের কথাটি মনে হ'লে শিউরে উঠ্‌ছি।

মনে হচ্ছে এই ত' আমাদের বিচ্ছেদের বিমান · সাগরদোলা আমাদের এনে দিয়েছিল নিবিড় ক'রে, এই মাটি এনে দেবে বিনাশের দুর্দ্দম বন্যা।···মাটিকে আমি আর ভালবাসতে পারবনা, শীলা।

শীলা বল্‌লে, তাইত' বল্‌ছি মোহিত, শেষ কটা ঘণ্টা সম্পূর্ণভাবে উপভোগ ক'রে নেই। পরিচয় ত শেষ হয় না কখনো, নব নব বিস্ময়ে নতুন অজানার ভেতর দিয়ে নিজেদের জান্‌বার চেষ্টা করি।···আস্‌বে?

মোহিত হেসে বল্‌লে, অর্থাৎ তুমি বল্‌তে চাও যে বিদায়ের মুহূর্ত্ত যখন আস্‌বে তখন তার আগেকার গভীর অনুভূতির আনন্দ আমাদের মনটিকে করে রাখ্‌বে আচ্ছন্ন, মোহগ্রস্ত—শেষ কথাটি বল্‌বার নিষ্ঠুরতাও যেন আমাদের চৈতন্যের দুয়ারে অস্পষ্টভাবে ঘা' দিতে না পারে।

ঠিক হ'ল যে তারা দু'জনে নেপ্‌ল্‌স্‌এ নাম্‌বে। মোহিত শীলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কৃপালানির সাথে দেখা করতে গেল।

কৃপালানি সেকেণ্ডক্লাস ডেকে এসে যোশীর সাথে গল্প কর্‌ছিলেন। মোহিত তাকে সম্ভাষণ করে বল্‌লে, আপনারা কি নেপ্‌ল্‌স্‌ দেখ্‌তে নাম্‌বেন, কৃপালানিজী?

কৃপালানি বল্‌লেন, ভাব্‌ছি·· আপনি যাচ্ছেন কি?

—হাঁ, আজি যাবো···মিস্‌ রজার্স' এর সাথে এই মাত্র সেটা ঠিক ক'রে এলুম।

কৃপালানি একটু মুচ্‌কে হেসে বল্‌লেন, তাহ'লে আমাকে খুঁজছেন কেন বাবুজী ?…গাইড্‌ভাবে ?

মোহিত একটু লজ্জিত হয়ে বল্‌লে, না…আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি…

কৃপালানি বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, বিদায় ? সে কী বাবুজী…

মোহিতের নিজের অসতর্কতায় প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল। সে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে একটুখানি কৌতুকের সুরে বল্‌লে, বলা ত যায় না, কৃপালানীজী! ভিসুভিয়স্ দেখতে গিয়ে যদি তার দগ্ধ-গলিত আগুনের মধ্যে পড়ে যাই তাহ'লে বিদায় নেবার অবসর আর নাও হতে পারে !

যোশী এতক্ষণ চুপ করে শুন্‌ছিল, সে বল্‌লে, তোমার দূর-দর্শিতার বাহাদুরী আছে, মোহিত।…খবরটা পেলে কোথায়, জাহাজে siesmographএ ?

মোহিত বল্‌লে, জাহাজে নয়, মনে…

কথার ধারাটা যেন চল্‌ছিল একটা হাসিমেশানো বিদায়-পালার মত। কৃপালানি একটু ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন, তোমাকে আমার বড্ড ভয় হয়, বাবুজী…কখন কী ক'রে বস !

মোহিত হেসে বল্‌লে, সত্যি !

—ঠাট্টার কথা নয়, বাবুজী…তুমি হচ্ছ ভয়ানকভাবে ভাবুক। তোমার মন ত ফটোগ্রাফের প্লেটের মত নয়, তাতে অদৃশ্য চিত্রকরের তুলির অনেক রংও এসে পড়ে। ভয়ের কথা এই যে এই রংগুলো আমাদের মত সাধারণ লোকের পরিধির মধ্যে আসে না।

মোহিত আশ্বাস দিয়ে বল্‌লে, তুমি ভেবো না, কৃপালানিজী! আমার মন তুমি যেমনটি বল্‌ছ তেমনটি যদি সত্যি সত্যি হয়ে থাকে তাহ'লে আমি অক্ষত শরীর নিয়ে ফিরে আস্‌ব।

ব'লে মোহিত তার ক্যাবিনের দিকে চলে গেল। কৃপালানী একটুখানি ঘাড় নেড়ে যোশীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, বাবুজী, এই জাহাজে তোমার বন্ধুটি আর ফির্‌বে না। পুরাণো ঘাটে পুরাণো মালমসলার মাঝখান থেকে সে কিছু দিনের জন্যে রেহাই চায়, তার মনটাকে ভাল করে পরখ ক'রে দেখবার জন্যে।

ক্যাবিনে গিয়ে মোহিত তার জিনিষ-পত্তরগুলো সব গুছিয়ে রাখলে। চিদম্বরম্ ছিল না, তাই সে নির্ব্বিবাদে এবং নিরুপদ্রবে তার কাজকর্ম্ম সেরে গুটিকয়েক জিনিষ নিয়ে ফার্ষ্ট্ ক্লাশ ড্রইং-রুমে হাজির হ'ল।

শীলা সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। মোহিত হেসে তাকে বল্‌লে, নেপল্‌স্‌এর ভবঘুরে গায়কদের mandoline বাজানো শুনেছি খুবই নাকি সুন্দর···গোধূলির আঁধারের সাথে তার ছায়া ঘুরে ঘুরে মরে, আলোর কিরণ রেখায় তা' ভাস্বর হয়ে ওঠে···

নেপল্‌স্ এ নেমে মোহিত বল্‌লে, আজ আর কোথাও ঘুর্‌ব না শীলা...ভিসুভিয়স্‌এর সামনে যাবার আমার একটুও ইচ্ছা নেই!

শীলা বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন কর্‌লে, কেন ?

—দূর থেকে যা' দেখেছি তার গভীরতা নষ্ট হয়ে যাবে ওর সাম্‌নে গেলে। ওর ধ্বংস-লীলার কথা মনে হবে বারবার; ওর পেছনে যে সব-ছড়িয়ে-যাওয়া একটা অনুপম রহস্য আছে সেটার দ্বার যাবে খুলে।···সে আমি চাইনে, শীলা···

—কেন মোহিত ?

—কেন, জানি না। আজ শুধু স্তব্ধভাবে প্রত্যেকটি মূহূর্ত্ত নিবিড় করে অনুভব করে নিতে চাই···বাইরের কোন প্রকার বাতাসকে আমার মানস-সরোবরে একটুও ঢেউ তুলতে দেব না আমি।

—তাহ'লে কোথায় যাবে ?

—যেদিকে দু'চোখ যায়···

কথাটা বলা খুবই সহজ, কিন্তু বাস্তবের নগ্নতায় তার মাধুর্য্য অনেকখানিই নষ্ট হয়ে যায়। শীলা কিন্তু কোনই প্রতিবাদ করলে না—সে স্থিরই করে এসেছিল আজ সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেবে মোহিতের কাছে···আত্মবিসর্জ্জনের যে সুখ তা' সে গভীর ভাবে উপভোগ করে নিবে নেপল্‌স্‌এ—মোহিতের সাহচর্য্যে।

পথ-ঘাট মোহিত কিছুই চিনে না। দল ছাড়া এই দুটি তরুণ-তরুণী কী-কর্‌বে ঠিক কর্‌তে না পেরে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সমুদ্রের ধারে বিশাল promenadeএর পাশ দিয়ে। দূরে জাহাজের ছবি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছিল।

শীলা বল্‌লে, আমরা যে সহর ছেড়ে চলে আস্‌ছি মোহিত !

মোহিত জবাব দিলে, সহরের মাঝেই যে থাকতে হবে তার কি কোন মানে আছে ।

শীলা চুপ করে রইল ।

মোহিত তখনও promenade ধরে হাঁটছে। শীলা একটু ক্লান্ত বোধ করছিল, সে আস্তে আস্তে মোহিতের বাঁ-বাহুর মধ্যে নিজের ডান হাতটি গলিয়ে দিলে ।

এতক্ষণ মোহিতের যেন কোন খেয়ালই ছিল না, শীলার হাতের স্পর্শে সে একটুখানি সচকিত হয়ে বল্‌লে, তোমার ক্লান্তি বোধ হচ্ছে শীলা ?

শীলা ঘাড় নাড়লে ।

মোহিত বল্‌লে, আমার বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে, শীলা···আর একটুখানি চলো, কোলাহল থেকে আরও দূরে চলে যাই, তারপর বস্‌ব কোথাও ।

একটু পরে শীলা মৃদুস্বরে প্রশ্ন কর্‌লে, আমাদের ষ্টিমার ছাড়বে তিনটায় সেটা ভুলে যাওনি ত ?

হেসে মোহিত উত্তর দিলে,—ভুলতে চাইলেও ষ্টিমার কি ভুল্‌তে দিবে? তার বাঁশী বেজে উঠবে দৈত্যের হুঙ্কারের মত···জানাবে, ওগো, এসো, আমার বিশাল ছায়ার মধ্যে আবার আশ্রয় নাও...

খানিকটা দূর গিয়ে মোহিত দাঁড়ালে...সমুদ্রের নীল রেখা সেখানে অর্দ্ধচন্দ্রাকার হয়ে দিগন্তে মিশে গেছে···ঢেউএর উদ্দাম উচ্ছ্বাস সেখানে নেই বল্‌লেই চলে, মাঝে মাঝে দুই একটা স্রোত

মাটিতে এসে লাগছে, যেন লুব্ধ প্রেমিক এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রেয়সীকে লুকানো চুমু খাচ্ছে, আবার লজ্জারুণ মুখে সরে যাচ্ছে···

শীলা বল্‌লে, ভারী সুন্দর এখানকার জলটা না মোহিত ?

মোহিত বল্‌লে, আমার কী মনে হচ্ছে জানো।

—কী ?

—জীবন-পথের আশেপাশে সুধায় ভরা কত ফল পাতার আড়ালে ঢাকা থাকে, আমাদের চোখ নেই বলে আমরা তা এড়িয়ে যাই, উপবাসী ক্ষুধা নিয়ে ঘুরে বেড়াই অনিশ্চিতের পেছনে। তার ফল হয় এই যে শ্রান্তি এবং অবসাদে আমাদের মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

—এখনও কি তুমি অনিশ্চিতের পেছনে ঘুরছ ?

—না · কিন্তু সেই ব্যর্থ ঘোরাটির কথা বিশেষ করে মনে হচ্ছে আজ, যেহেতু অজান্‌তে সহসা সুধার রস আমার মিলেছে।

শীলা নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

মোহিত তার বাঁ-বাহুতে আবদ্ধ শীলার ডান হাতটি নিজের হাতের দুটি মুঠোর মধ্যে নিয়ে ঠোঁটের কাছে এনে তাতে ছোট্ট একটি চুম্বন করে বল্‌লে, দেশ থেকে যখন বেরিয়েছিলুম তখন কি আমি স্বপ্নেও ভাবতে পার্‌তুম এম্‌নি অকস্মাৎ সাগর দোলার ঢেউএর সাথে সাথে আমার মনের ছন্দঃ প্রকাশিত হয়ে উঠবে সজীব একটি মূর্ত্তিতে, যে আমার স্বপ্ন-প্রিয়ার সাক্ষাৎ মিল্‌বে পৃথিবীর মাটির বাইরে ?

শীলা অসহ্য পুলকে-ব্যথায় চুপ করে রইল। তারপর আস্তে

আস্তে বল্‌লে, কিন্তু, মোহিত, মাটির সাথে যার সম্বন্ধ নেই তা'ত বুদ্‌বুদের মত সাগরের বুকেই মিশে যাবে! ঢেউ ত কখনও স্থির নয়, সে যে চিরচঞ্চল!

গম্ভীর ভাবে খানিকক্ষণ চিন্তা করে মোহিত হঠাৎ বল্‌লে, শীলা, আজ আমার মাথার ঠিক নেই···কত কথাই যে মনে আস্‌ছে কী বল্‌ব! যদি অন্যায় কিছু ক'রে বা বলে বসি তাহ'লে আমার ক্ষমা করো!

এ আবার কী কথা?—গম্ভীর বিস্ময়ে শীলা মোহিতের দিকে তাকালে। মোহিত তার ভীতত্রস্ত চাউনী দেখে আশ্বাসের স্বরে·· তাকে বল্‌লে, ভয় পাবার কিছু নেই·· আমার খেয়ালগুলো শুধু তুমি আজকের দিনটির মত মাপ ক'রে নিয়ো।

খুব ধীরস্বরে শীলা বল্‌লে, কিন্তু তুমি আজ এত অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছ কেন?

—অস্থির হয়ে উঠ্‌ছি কি?

—কেন, তুমি নিজে কি সেটা বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, মোহিত?

—হবে!···বলে মোহিত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। শীলা বল্‌লে, অমন ক'রে গম্ভীর হয়ে থেকোনা এখন।···এই না তুমি বল্‌ছিলে আজকের সময়টুকুর প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত ভরে দিবে নিবিড় আনন্দের ছটায়?·· আর এখ্‌খুনি তোমার মুখ হয়ে আস্‌ছে বর্ষার থম্‌থমে আকাশের মত!

মোহিত জবাব দিলে, সত্যি শীলা, আমার এমন গম্ভীর হয়ে থাকাটা উচিত হচ্ছে না!···ব'লে সে শীলাকে দু'বাহুতে জড়িয়ে

ধরে তার রক্ত অধরে চুমু খেলে···তারপর হেসে বল্‌লে, এবার আর নালিশ কর্‌বে না ত ?

শীলা কিন্তু সন্তুষ্ট হ'ল না, বল্‌লে, কিন্তু তোমার সব ভাবভঙ্গীর মাঝে কেমন একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য কর্‌ছি আজ।

এর কোন জবাব মোহিত দিতে পার্‌লে না। কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্যে বল্‌লে, চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে আমার মোটেই ভালো লাগ্‌ছে না, শীলা···এসো, ছায়ায় কোথাও বসি।

সমুদ্রের ধারেই পাহাড় উঠে গেছে আকাশের দিকে, স্তরে স্তরে। অঙ্গে তার সবুজ ঘাসের আঁচল···সোজা ঢালু পাহাড় নয়, তার মধ্যেও যেন ঢেউ খেল্‌ছে, সাগরের ঢেউএর সাথে পাল্লা দিয়ে। পাহাড়ে উঠে ছায়া সুশীতল একটি কোণ খুঁজে মোহিত বল্‌লে, এখানে বসা যাক্ এখন ··

শীলা বস্‌ল। মোহিত আর কোন কথাটি না বলে তার কোলের উপর মাথাটি রেখে সটান শুয়ে পড়্‌ল।

শীলা প্রথমে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কিছু না বলে গভীর স্নেহ ভরে মোহিতের মাথার কালো চুলগুলো নিয়ে খেলা কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে, তুমি কিন্তু ভয়ানক খেয়ালী হয়ে উঠ্‌ছ আজ, মোহিত!

মোহিত তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে জবাব দিলে, হুঁ...

—হুঁ নয়, সত্যি ··

মোহিত প্রশ্ন কর্‌লে, তুমি আমার খেয়ালীপনা ভালোবাস না, শীলা ?

তার কথায় অভিমানের সুর। শীলা মোহিতের চুলগুলোর মধ্যে দ্রুতবেগে অঙ্গুলী চালনা করে বল্‌লে, ভালোবাসি বৈ কি··· তোমার খেয়াল যে এ···

মোহিত চুপ করে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। খানিক পরে প্রশ্ন কর্‌লে, তোমাদের দেশে আকাশ বোধ হয় এমন নীল নয়, নয় কি শীলা ?

শীলা বল্‌লে, না···শাদা কুয়াসা আর কালো ধোঁয়াই যে আকাশকে ছেয়ে রাখে সেখানে। সোনার আলো সেখানে যদি কখনও দেখা যায় তাহ'লে আনন্দের ফোয়ারা ছোটে সকলের প্রাণে।

মোহিত প্রশ্ন করলে, তোমার দেশে পৌছে তুমি সবই ভুলে যাবে শীলা, নয় কি ?

একটুখানি ইতস্ততঃ ক'রে নত হয়ে মোহিতের কপালের উপর চুলের কাছটায় একটি চুমু খেয়ে শীলা বল্‌লে, ভুল্‌তে পারতুম, মোহিত, যদি এর সাথে গভীর অনুবেদনার যোগ না থাক্‌ত।·· তুমি একটা জিনিষ ভুলে যেয়োনা যে আমরা হচ্ছি মেয়ে, আমাদের অনুভূতির তন্ত্রীতে যদি একবারটি আঘাত লাগে তবে তার মূর্চ্ছনা সমস্ত চৈতন্যকে দেয় আচ্ছন্ন ক'রে···সে কি কখনও ভোলা যায়, মোহিত ?

—কিন্তু দেশের মাটীতে পা' দিতেই ত সবাই তোমাকে ছেঁকে ধর্‌বেন চারিদিক থেকে।·· তখন কি আর সাগর দোলায় ঢেউখানির কথা তোমার মনে থাকবে শীলা ?

গভীর ভাবে শীলা জবাব দিলে, তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, মোহিত, সমুদ্র অন্তরে অন্তরে নিস্তব্ধ হয়েই আছে—শুধু উপরে উপরে ঢেউ উঠ্‌ছে, জোয়ার-ভাঁটা চল্‌ছে।···সমুদ্রের আসলরূপ দেখ্‌তে পাবে অভ্যন্তরে, যেখানে আছে এক রহস্যময় জগৎ···বাইরে ত' শুধু ফেনিল উচ্ছ্বাস মাত্র!

মোহিত শান্তভাবে শীলার কথাগুলি মনের মধ্যে গ্রহণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। খানিক পরে বল্‌লে, আমার কিন্তু ভয় হয়, শীলা···

বিস্মিত হয়ে শীলা প্রশ্ন কর্‌লে, ভয়? কেন গো?

—ভয় হয় এই ভেবে যে সমুদ্রের অন্তরের রহস্য বড় গভীর, অতলস্পর্শী। তোমার ভালোবাসা যদি সেরকম না হয়ে তার উপরকার ঢেউএর মত চঞ্চল এবং ক্ষণিক হ'ত তাহ'লে বোধ হয় ভালো হ'ত···

গভীর বিস্ময়ে শীলা বল্‌লে, এ কী বল্‌ছ তুমি, মোহিত?

—একটুখানি কেমন ঠেক্‌ছে, না?···আসল কথাটি হচ্ছে এই যে তোমার ভালোবাসার গভীরতা আমায় করে দিচ্ছে ত্রস্ত। আমার মন তাই বল্‌ছে উভয়ের মুক্তির জন্যে যত শীগ্‌গির বিদায়ের মুহূর্ত্ত চলে আসে ততই বোধ হয় হবে ভালো।

—কিন্তু তোমার অনুবেদনাও যদি আমারই মত গভীর হয়ে থাকে তাহ'লে বিচ্ছেদে ত সান্ত্বনা মিলবে না, মোহিত··

—মানি, কিন্তু এক্ষেত্রে বিচ্ছেদ ছাড়া উপায় কী শীলা?···যা' অবশ্যম্ভাবী তাকে উপেক্ষা করে ত কোন লাভ নেই! তাই বল্‌ছি,

জোর করেও মনকে বিশ্বাস করাতে হ'বে যে এ সাগরদোলায় ঢেউ ছাড়া আর কিছুই নয়!···সাগর-অন্তঃপুরের নিস্তব্ধতার কথা ইচ্ছা করেই যাব ভুলে!

—পারবে?

—না পারলেও চেষ্টা করতে হবে, শীলা।···এবং সেই জন্যেই বিদায়টাকে করে তুলতে হবে অকস্মাৎ, যাতে চিন্তা করবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত মন না পায়···ভাববার অবসর পেলেই মন যাবে ঢেউএর নীচেকার রহস্য আবিষ্কারের লোভে।

শীলা কিছু বললে না। মোহিতের মনের দ্বন্দ্ব সে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করছিল···বুঝতে তার কোনই কষ্ট হচ্ছিল না, কারণ তার মনের মধ্যেও যে সেই একই ছন্দে গাঁথা বিক্ষোভের প্রবাহিণী চলছিল। সে ধীরে ধীরে মোহিতের কপালটির উপর তার ডান হাতটি রাখলে।

মোহিত এই স্নেহস্পর্শ উপভোগ করতে করতে বললে, যদি আমাদের এমনি বিচিত্রভাবে দেখা না হ'ত তাহ'লে কোন ক্ষতি হত কি?

শীলা বললে, না···অনুভূতি না থাকলে অভাবের কথা যে উঠতেই পারেনা!

খানিকক্ষণ নীরব থেকে মোহিত বললে, জানো, এক একবার ব্রাউনিংএর মত আমার বলতে ইচ্ছা হয়, এই যে বেদনাপূর্ণ আনন্দের ছোঁয়াচটুকু পেয়েছি এই বা কম কি? এর দামও ত' নগণ্য নয়!···কিন্তু নিজের জীবনের ছন্দের সাথে ব্রাউনিংএর

ফিলসফি মিলাতে গিয়ে দেখি, ব্রাউনিংএর মত দৃঢ়তা এবং বিশ্বাস আমার নেই !

সান্ত্বনামিশ্রিত ভাষায় শীলা বল্‌লে, সে অভাব শুধু তোমার একা নয়, মোহিত···বিশ্বজোড়া লোকের সম্বন্ধেই এই কথা খাটে।

অনেকক্ষণ মোহিত চুপ করে শীলার কোলে মাথা রেখে শুয়ে রইল। তারপর হঠাৎ উঠে শীলার মাথাটি নিজের বুকের উপর চেপে ধরে বল্‌লে, কেন যে তোমায় ভালোবেসেছি, শীলা, আমি নিজেই বুঝতে পারছিনা···আমার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ছিল তোমাকে ভালোলাগার বিরুদ্ধে, কিন্তু মনের খেলা এমনই বিচিত্র যে সে কোন বাঁধা আইন-কানুন মেনে চলেনা—সে চলে তার নিজের খুসীতে···খেয়াল মত···

দুপুর পড়ে আসছিল তখন। মোহিত মৃদুস্বরে বললে, খিদে পেয়েছে, শীলা, না ?

শীলা একটুখানি হাস্‌লে।

মোহিত বল্‌লে, কিন্তু আজ তোমায় উপোসী থাক্‌তে হ'বে শীলা···এখান থেকে আমি এখন নড়্‌ছিনা—আর এ জায়গায় বসে খাবার ত মিলবে না !

শীলা শুধু বল্‌লে, দরকার নেই কিছু···

মোহিত বল্‌লে, আচ্ছা, শীলা, যদি তোমার সাথে আর দেখা না হয় তাহ'লে তুমি আমার সম্বন্ধে যা' তা' ভাব্‌বে কি ?

··অবাক হয়ে শীলা বললে, তোমার মনের মধ্যে দুরন্ত একটা খেয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে, মোহিত, আমার কাছে তুমি লুকোবার চেষ্টা ক'রো না!

ম্লানহাসি হেসে মোহিত বললে, খেয়াল কিছুই নেই, শীলা···যা' মনে আসছে তাই শুধু বলছি···

মোহিতের বুকে মুখ লুকিয়ে শীলা প্রশ্ন করলে, আমায় তুমি বলোনা কী প্ল্যান্ তোমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছে এখন···

তেমনি হেসে মোহিত জবাব দিলে, প্ল্যান থাকলে ত বল্‌ব,··· শীলা!···মনটা হয়ে উঠেছে ভবঘুরে, বাঁধন মান্‌ছে না, নিয়ম শুন্‌ছেনা, তাই মুখের ভাষার মধ্য দিয়ে যা-খুসী-তাই বলাচ্ছে!

ঘড়িতে দুটো যখন বাজ্‌ল তখন শীলা বল্‌লে, এবার ত উঠতে হ'বে মোহিত···জাহাজ ছাড়বে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই।

মোহিত তার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, হাঁ, এবার তোমায় ষ্টীমারে পৌঁছিয়ে দিতে হ'বে··

উঠ্‌ল। সাগরপার ধরে আবার তারা হাঁটা স্বরু কর্‌লে, নেপল্‌স্‌এর জনকোলাহলের অভিমুখে। পথে তারা শুন্‌লে জাহাজের প্রথম বাঁশী বাজ্‌ল।

মোহিত বল্‌লে, বড্ড দেরী হয়ে গেছে, শীলা, জাহাজে পা' দেবার সাথে সাথেই চলা স্বরু হবে কিন্তু···

—Miss কর্‌ব না ত?

—না···ঠিক সময়ে আমরা গিয়ে পৌঁছ্‌ব।

জাহাজের কাছে যখন তারা গিয়ে পৌঁছল তখন সিঁড়ি তুলে নেবার মাত্র মিনিট দশেক বাকী। শীলা আর মোহিত তাড়াতাড়ি উপরে উঠে চলে গেল।

যোশী আর ক্বপালানি ফার্ষ্টক্লাশ ডেকের সাম্‌নেই দাঁড়িয়েছিল—এই যাত্রী-দুটির আগমন প্রতীক্ষায়। তাদের আস্‌তে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যোশী বল্‌লে, আমাদের যা' ভাবনা হয়েছিল, মিস্ রজার্স··ভাব্‌লুম আজ মোহিতের পাল্লায় পড়ে বুঝি ভিস্থুভিয়সের আগুনের চারদিকে ঘুরেবেড়াতে আরম্ভ করেছ আলেয়ার মত!

শীলা বল্‌লে, আমরা ত ভিস্থুভিয়স্ দেখ্‌তে যাইনি', যোশী। আমরা ওইদিক দিয়ে হেঁটে চলে গিয়েছিলুম অনেক দূর—পাহাড়ের মধ্যে···

মোহিত এমন সময় "এই এখ্‌খুনি আস্‌ছি" ব'লে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ক্বপালানি বল্‌লেন, বাবুজী—মিঃ সেন—কোনরকম পাগ্‌লামি করেননি' ত?

রাঙা হয়ে শীলা জবাব দিলে, না···তবে আজ তাঁর মনটা খুবই চঞ্চল ব'লে মনে হচ্ছিল।

কথা বল্‌তে বস্‌তে তারা রেলিং থেকে সরে এসে দাঁড়ালে।

জাহাজের শেষ বাঁশী বাজ্‌বার সাথে সাথে সিঁড়ি উঠিয়ে নেওয়া হ'ল। ভিস্থুভিয়স্ এবং পম্পিয়াই দেখে প্রত্যাগত যাত্রীরা এখানে ওখানে জটলা করে খুব গভীর তর্ক এবং আলোচনা কর্‌বার চেষ্টা

কর্‌ছিল। একটি সুন্দরী তরুণীকে ঘিরে কয়েকটি যুবক ভীষণ উৎসাহের সহিত রোম্যান্ যুগের চিত্রকলা সম্বন্ধে মত-প্রকাশ কর্‌ছিল এবং রোম্যান্ যুগের মেয়েদের সৌন্দর্য্যজ্ঞানের চেয়ে তাদের সম্মুখের প্রতিমাটির বিচারবুদ্ধি অনেক বেশী তা' নানাভাবে ভঙ্গীতে বল্‌ছিল।

শীলা ভাব্‌ছিল মোহিত কোথায় গেল।...হঠাৎ তার চোখ পড়্‌ল তীরের দিকে। নেপ্‌ল্‌স্ বন্দরের জেটির উপর দাঁড়িয়ে মোহিত ; মুখে প্রসন্ন একটি হাসি, শীলার দিকে তাকিয়ে রুমাল নাড়্‌ছে।

যোশী, কৃপালানি এবং শীলা যখন মোহিতের খেয়াল নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত তখন মোহিত সবার অজ্ঞাতে সরে পড়েছিল, এবং জাহাজ না-ছাড়া পর্য্যন্ত সে জেটির ভীড়ের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, যাতে তাকে কেউ দেখ্‌তে না পায়।

শীলা অস্ফুট চীৎকার ক'রে যোশী আর কৃপালানির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্‌লে, দেখ, দেখ, মোহিত যে পড়ে রইল !

কৃপালানি আর যোশী দেখ্‌লে তারা তাকাতেই মোহিত দুটি হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে তাদের নমস্কার করলে। তারপর শীলার দিকে তাকিয়ে আবার রুমাল নাড়্‌লে।

একটি মুহূর্ত্তের জন্য শীলা কী যেন ভাব্‌লে। যোশী এবং কৃপালানির দিকে একবারটি তাকালে, তারপর নিজের রুমাল নিয়ে ঠোঁটে একবার স্পর্শ করে নাড়্‌লে।.. তার সমস্ত অন্তর মথিত করে উঠ্‌ল একটা চাপাকান্নার সুর—তার কানের কাছে বেজে উঠ্‌ল

মোহিতের শেষ কথা ক'টি, মনটা হয়ে উঠেছে ভবঘুরে, বাঁধন মান্‌ছেনা, নিয়ম শুন্‌ছেনা, তাই মুখের ভাষার মধ্য দিয়ে যা-খুসী-তাই বলাচ্ছে···

মনে মনে সে বল্‌লে, তুমি তোমার মনকে শান্ত কর্‌বার পথ খুঁজে নিয়েছ, প্রার্থনা করি তুমি সফল হও।···যৌবনের প্রারম্ভে আমার মত তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্যে তোমার জীবন, শিক্ষা, দীক্ষা বিসর্জ্জন দেবার বিরুদ্ধে যে তুমি যুঝ্‌ছ তার জন্যে তোমাকে আমার মনের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জ্ঞাপন কর্‌ছি।

কৃপালানি আস্তে আস্তে শীলাকে প্রশ্ন কর্‌লেন, আপনি কিছুই জান্‌তেন না এ প্ল্যানের কথা?

শীলা কোনক্রমে অশ্রুরোধ ক'রে ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

কৃপালানি একটু অবাক্ হয়ে গেল।

জাহাজ তখন ধীরে ধীরে বন্দর ছাড়িয়ে উন্মুক্ত সাগরে এসে পড়্‌ছে। দূরে নেপ্‌ল্‌স্-এর জেটির ছবি তখনও দেখা যাচ্ছিল—মোহিতের প্রস্তরসম মূর্ত্তি তখনও দৃষ্টির বহির্ভূত হয়নি,' তার হাতের রুমাল তখনও নড়্‌ছিল। রুমালের প্রত্যেকটি স্পন্দনের সাথে যেন মোহিতের গভীর অনুবেদনা ঝরে পড়্‌ছিল···যেন সে বল্‌ছিল, সমুদ্র অন্তরে অন্তরে নিস্তব্ধ এবং গম্ভীর হয়ে আছে এবং থাক্‌বেও, কিন্তু বাইরে তার ফেনিল উচ্ছ্বাসে সে তা দৃঢ়ভাবে গোপন ক'রে রাখবে, কারণ সে পূর্ণতালাভ করেছে, অনুভূতির চরমসীমায় তার অন্তর যে পৌঁচেছে!

সাগর দোলায় ঢেউ

উন্মুক্ত সাগরের মধ্যে জাহাজ এসে পড়্‌তেই আবার সেই আগের মত দোলানির সুরু হল। আরম্ভ হ'ল ঢেউএর সেই নিষ্ঠুর খেলা, যা' অনাদিকাল থেকে চল্‌ছে···এবং যা' অনাদিকাল ধরে মানুষের মন নিয়ে যা-খুসী-তাই কর্‌ছে!

শীলা ধীরে ধীরে রেলিং থেকে সরে দাঁড়াল—তার মুখ নীরব অশ্রুতে সজল।



—শেষ—

এই লেখকের লেখা

ছিন্ন পাপড়ী

—নতুন রকমের কথাবস্তুভরা গল্পের বই—

কথাসাহিত্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি

দাম দেড় টাকা

চলতি পথের বাঁশী

—তরুণ যুবক অসিত ও কিশোরী মীরার প্রেমকাহিনী—

অভিনব উপন্যাস

দাম দেড় টাকা
